যুগল মিলন

অর্থাৎ

[দাম্পত্য প্রেম নাটক।]

ত্বক্ শ্মশ্রু রোম নখ কেশ পিনদ্ধমন্ত
মাংসাস্থিরক্ত্ক্রিমিবিট্কফ পিত্তবাতম্।
জীবচ্ছবং ভজতি কান্তমতি বিমূঢ়া
যাতে পদাজমকরন্দ মজিঘ্রতী স্ত্রী।

ভাগবত ১০স্ক ৬০অঃ ৪৫ শ্লো

শ্রীচিরঞ্জীব শর্ম্মা কর্ত্তৃক

বিরচিত।

কলিকাতা,

২১০/১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভিক্টোরিয়া প্রেসে,

শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মূল্য ।৶০ আনা।

যুগলমিলন।

প্রথম অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের আটচালা, রামকান্ত আসীন।

রা। (তামাকু খাইতে খাইতে পদ চালনার সহিত) এমনি কাল কল্প পড়েছে, একটু বড় হলে ছেলে মেয়ে গুলো আর মান্‌তে চায় না। আমারি খাবে, আমারি টাকায় লেখা পড়া শিখবে, আবার আমারি ওপর দৌরাত্ম্যি। ছুঁড়িটেকে পার কত্তে পারলে হাড়ে বাতাস লাগে। এই জন্যেই আর্য্য ঋষিরা বলে গেছে, মেয়ে মানুষকে কখন লেখা পড়া শেখাবে না।

নেপথ্যে। শিব সম্ভু, শিব সম্ভু, বলি চাটুয্যে খুড়, ঘরে আছেন কি?

রা। আরে এস, এস, বাবাজী এস। বহু কাল পরে যে! মনে পড়েছে সেও ভাল।

খোঁড়া ঘটক তিতুরামের প্রবেশ।

তি। শিব সম্ভু, শিব সম্ভু, বলি সব মঙ্গল তো? আমার খুড়ী কেমন আছেন তা বল? রেঁধে টেঁধে দিতে পারেন কি? (উভয়ে উপবেশন)

রা। হ্যাঁ বাবা, তোমার খুড়ী রাঁধতে বেশ পারে, কিন্তু আমি তাকে রান্না ঘরে যেতে দিইনে। তখন ভাবতাম, বিয়ে না করলে বুড় বয়েসে সেবা ভক্তি কে কর্‌বে? কি করি, লোককেত একটা বলা চাই। আমার অভাব কি? একটা রাঁধুনী রেখে দিইছি।

তি। অত আর আমায় ভেঙ্গে বলতে হবে না। বিবাহিতত্ত্ব আমার বিলক্ষণই জানা আছে। কিন্তু কেমন মেয়ে এনে দিইছি তা বল! ওদের ঝাড় সোন্দর। এমন ঘটকালী করিনে যে কেউ নিন্দে করে যাবেন!

রা। হাঃ হাঃ হাঃ! তা বটে, তা বটে, বেঁচে থাক বাবা তুমি, তোমা হতেই আমার সব। কিন্তু বাবাজী আমি বড় মনঃকষ্টে আছি।

তি। কেন বল দেখি, খুড়ীর কি কিছু অসুখ আছে?

রা। না, তা কিছু নয়, আজ কাল বড় কান্না কাটি যাচ্ছে। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) আহা! তার কান্না দেখে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

তি। আহা হা হা! তা কান্না কেন, বিষয়টী কি ভেঙ্গে বলুন দিকি।

রা। বাবাজী, আমার আর বেঁচে সুখ নাই। বীরে হতভাগা তোমার খুড়ীকে বড় অপমান করেছে। তাই সে রাগ করে কাল সারারাত কিছু খায়নি, কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, আর আমায় গাল দিয়েছে। আহা, কত সাধ্য সাধনা করলেম, তবু মন নরম কত্তে পারলাম না। তুমি আমার মেয়েটার যদি কোন একটা গতি করে দাও, তাহলেই এখন বাঁচি।

তি। সে জন্য আর এত উদ্বেগ কেন? আমি তো একরূপ স্থির স্থার করেই এসেছি; এটা মলমাস তা নৈলে এই মাসেই কাজ হয়ে যেত।

রা। (হাসিয়া) আহা, কথাটা শুনেও সুখী হলেম। আমি জানি, তোমা হতেই আমার সব কাজ উদ্ধার হবে।

তি। তোমার মন টন দেখছি বড় উত্যক্ত হয়েছে, চল, পরামাণিক-দের বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে আজ কথকতা শুনতে যাওয়া যাক্।

রা। না বাবা, আমি এখন বাড়ী থেকে আর কোথাও বেরুইনে, বাড়ীর ভেতর আর এই বৈঠকখানা। আর যাবই বা কোথা? এ পক্ষের ছোট সম্বন্ধীটীকে কাছে রেখেছি, তাকে একটু পড়াই শুনাই, বাড়ী ছেড়ে এক দণ্ড কোথাও আর মন টেকেনা।

তি। হাঁ তা বুঝিছি, এখন একটু বেশী আটা হবারই কথা বটে।

নবীগোপালের প্রবেশ।

ন। চাটুয্যে মশায়, আমার জন্যে এক ডজন সাবান্ আর এক বোতল ভাল ফুলেল তেল চাই।

রা। এত সাবান্ কি কর্‌বে হে ভায়া! এস, এইখানে বোস!
(আদরে নিকটে বসান)

ন। দিদি বলে দিয়েছেন, তা না হলে গা বড় ময়লা হয়। আর এক সিসি আতরও আনিয়ে দেবেন।

রা। অবশ্য অবশ্য তাত চাইই বটে, আচ্ছা আনিয়ে দেব।

তি। (বিশেষ অবলোকন পূর্ব্বক) ইটি কে, চিন্‌তে পারলাম না যে! আপনার প্রথম পক্ষের ছেলে নয়?

রা। হাঃ হাঃ বাবাজীর দেখছি চোখে কিছু দোষ ঘটেছে।

তি। আজ্ঞে হাঁ, বড় ভাল দেখতে পাই নে। আপনি কি চস্‌মা ব্যবহার করেন না ?

রা। কিছু না, দিব্বি দেখতে পাই, বিনে চস্‌মায় সে দিন স্ূঁচে স্থতো দিয়ে রেতে মশারি শেলাই করা গেল। হাঃ হাঃ তা তোমার কল্যাণে চক্ষের কোন ব্যত্যয় হয়নি।

তি। ছেলেটি কে গা ? চেন চেন কচ্চি, অথচ চিন্‌তে পাচ্ছি না।

রা। উনি তোমার নতুন খুড়ীর ভাই, ননীগোপাল বাবু।

তি। ও! বটে, তাই বলতে হয়। চিনবার কি আর যো রেখেছ! বেশ রাজপুত্রের মত শ্রী হয়েছে যে দেখছি! (স্বগত) আ মোলো, ছোঁড়া যে বেশ গজিয়ে উঠেছে। সেই ননে হাড়পেকে এখানে এসে আবার ননীগোপাল বাবু হয়েছেন! (প্রকাশ্যে) বেশ বেশ বড় খুসী হলেম।

রা। কেন, কেন বাপু, ওর ভগ্নীরোতো বেশ শ্রী আছে।

তি। হাঃ হাঃ হাঃ তা আর কি আমায় আবার বলতে হবে! শর্ম্মারামই তো তার গোড়া। কিগো বাবু, চিন্‌তে পার কি ?

ন। কে তুমি ? কৈ, কখন বোধ হয় দেখিনি। দৈবজ্ঞি ঠাকুর না কি ?

তি। হাঁ বাবা, এখন তা বলবে বৈ কি! তোমার বাবা আমায় চেনেন, আর তোমার ঐ চাটুয্যে মশায় চেনেন। আর কি সে দিন আছে, তাই চিনবে ?

ন। নেহাত ষ্টুপিডের মত কথা কোচ্চ যে! কে তুমি ? বাড়ী কোথা ?

রা। ননী বাবু, উনি আমাদের ঘটক মশায়, অতি মান্যমান সজ্জন ব্যক্তি। বাবাজী, মনে কিছু কোর না, এখনকার কালের স্কুল কালেজের ছেলেরা কাকে কি বলতে হয় তা বড় বোঝে না।

তি। মা বাপকেই গ্রাহ্য করে না, তা আবার ঘটক!

ন। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি হবে, দেশে যাব, তুটো মসলিনের জামা, এক যোড়া বিলাতি জুতো, আর ফরাসডাঙ্গার তু যোড়া ভাল কাপড় চাই।

রা। (স্বগত) তাইত, বীরে ছোঁড়া আদ্‌থানি ধোয়া কাপড় চেয়েছিল, তা দিলাম না। (প্রকাশ্যে) বাড়ী থেকে ফিরে এসে নিলে হবে না ?

ন। না, দিদি বলে দিয়েছেন, আজই চাই। আমি আর কলেজে যাব না, বাড়ীতে পড়ব, ক্লাসে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করে।

রা। আচ্ছা আচ্ছা, তা দেখা যাবে। রাগ কোর না ভাই, দুদিন একটু সবুর করলেই বা।

ন। না, আমি ও সব চাইনে, দিদিকে বলে আজই এখনি বাড়ী চলে যাব। (রাগভরে প্রস্থান)

রা। ঘটালে দেখছি আবার গণ্ডগোল। কারই যে মন রাখব, সকলেই রাগ করে, আমি একা মানুষ কোন্ দিক্ সামলাই বল।

তি। খুড় থিয়েটার দেখতে যাবে? শুনিছি আজ কাল না কি কতক গুলি ভদ্রলোক ধর্ম্মসম্বন্ধে বেশ অভিনয় কচ্ছেন।

রা। ছি ছি ছি! অতি জঘন্য! অতি জঘন্য! থিয়েটারে গিয়ে ঐ দেখ না, ননী বাবুর কি দশা হয়েছে। (স্বগত) আমার ঘরেই নিত্যি থিয়েটর।

তি। সে রকম নয়, এ খুব ভাল হয়েছে, শুনলে জ্ঞান হয়।

রা। আরে (হাসিয়া) সে দিন এ পক্ষের ছোট ছেলেটা খোট ধরলে যে, বাবা তুই ঘোড়া হ, আমি তোর ওপরে চড়ি।

তি। ঘোড়া হলে না কি?

রা। কি করি বাপু, ছেলে কেঁদে সারা হল, গিন্নী আবার রাগ কত্তে লাগল, কাজেই ঘোড়া সাজলাম।

তি। তবে আর থিয়েটারের নিন্দে কোচ্ছ কেন, ঘরে বসে এইরূপ ঘোড়া বাঁদর কুকুর সেজে অনেক ভায়াকেই স্ত্রী পুত্রের মন যোগাতে হয়।

রা। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। সংসারী লোকেরা এক প্রকার বাজীকরের বাঁদর বিশেষ। কিন্তু বাবাজী, তোমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছি বটে, প্রাণের ভেতরটা যেন হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে; বাড়ীর মধ্যে গেলেই আবার এখনি কান্না শুন্‌তে হবে।

তি। কেন, এত কান্না কাটির কারণটা কি? তোমারত বাপু কোনই অভাব দেখিনে।

রা। হইছিল কি, তবে বলি শোনো, (কাছে এগিয়ে) আমার বড়-গিন্নীর এক বাক্স গয়না ছিল। সে মরবার সময় বলে যায় যে, সেগুলি সব সুরমাকে দিও। তোমার নতুন খুড়ী তাতে হল নারাজ, তাই নিয়ে বীরে মহা গণ্ডগোল বাধালে। আমার হয়েছে এখন সাপে ছুঁচো গেলা।

তি। তাইত। আহা, তবে এখন কর্ত্তব্য কি?

যুগলমিলন।

প্রথম অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক।

কাশীপুর রামকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের আটচালা, রামকান্ত আসীন।

রা। (তামাকু খাইতে খাইতে পদ চালনার সহিত) এমনি কাল কল্প পড়েছে, একটু বড় হলে ছেলে মেয়ে গুলো আর মান্‌তে চায় না। আমারি খাবে, আমারি টাকায় লেখা পড়া শিখবে, আবার আমারি ওপর দৌরাত্ম্যি। ছুঁড়িটেকে পার কত্তে পারলে হাড়ে বাতাস লাগে। এই জন্যেই আর্য্য ঋষিরা বলে গেছে, মেয়ে মানুষকে কখন লেখা পড়া শেখাবে না।

নেপথ্যে। শিব সম্ভু, শিব সম্ভু, বলি চাটুয্যে খুড়, ঘরে আছেন কি?

রা। আরে এস, এস, বাবাজী এস। বহু কাল পরে যে! মনে পড়েছে সেও ভাল।

খোঁড়া ঘটক তিতুরামের প্রবেশ।

তি। শিব সম্ভু, শিব সম্ভু, বলি সব মঙ্গল তো? আমার খুড়ী কেমন আছেন তা বল? রেঁধে টেঁধে দিতে পারেন কি? (উভয়ে উপবেশন)

রা। হ্যাঁ বাবা, তোমার খুড়ী রাঁধতে বেশ পারে, কিন্তু আমি তাকে রান্না ঘরে যেতে দিইনে। তখন ভাবতাম, বিয়ে না করলে বুড় বয়েসে সেবা ভক্তি কে কর্‌বে? কি করি, লোককেত একটা বলা চাই। আমার অভাব কি? একটা রাঁধুনী রেখে দিইছি।

তি। অত আর আমায় ভেঙ্গে বলতে হচ্ছে না। বিবাহিতত্ব আমার বিলক্ষণই জানা আছে। কিন্তু কেমন মেয়ে এনে দিইছি তা বল! ওদের ঝাড় সোন্দর। এমন ঘটকালী করিনে যে কেউ নিন্দে করে যাবেন!

রা। হাঃ হাঃ হাঃ! তা বটে, তা বটে, বেঁচে থাক বাবা তুমি, তোমা হতেই আমার সব। কিন্তু বাবাজী আমি বড় মনঃকষ্টে আছি।

তি। কেন বল দেখি, খুড়ীর কি কিছু অসুখ আছে?

রা। না, তা কিছু নয়, আজ কাল বড় কান্না কাটি যাচ্ছে। (কাঁদ কাঁদ ভাবে) আহা! তার কান্না দেখে আমার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হয়।

তি। আহা হা হা! তা কান্না কেন, বিষয়টী কি ভেঙ্গে বলুন দিকি।

রা। বাবাজী, আমার আর বেঁচে সুখ নাই। বীরে হতভাগা তোমার খুড়ীকে বড় অপমান করেছে। তাই সে রাগ করে কাল সারারাত কিছু খায়নি, কেবলই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছে, আর আমায় গাল দিয়েছে। আহা, কত সাধ্য সাধনা করলেম, তবু মন নরম কত্তে পারলাম না। তুমি আমার মেয়েটার যদি কোন একটা গতি করে দাও, তাহলেই এখন বাঁচি।

তি। সে জন্য আর এত উদ্বেগ কেন? আমি তো একরূপ স্থির স্থার করেই এসেছি; এটা মলমাস তা নৈলে এই মাসেই কাজ হয়ে যেত।

রা। (হাসিয়া) আহা, কথাটা শুনেও সুখী হলেম। আমি জানি, তোমা হতেই আমার সব কাজ উদ্ধার হবে।

তি। তোমার মন টন দেখছি বড় উত্যক্ত হয়েছে, চল, পরামাণিক-দের বাড়ীতে সন্ধ্যাকালে আজ কথকতা শুনতে যাওয়া যাক্।

রা। না বাবা, আমি এখন বাড়ী থেকে আর কোথাও বেরুইনে, বাড়ীর ভেতর আর এই বৈঠকখানা। আর যাবই বা কোথা? এ পক্ষের ছোট সম্বন্ধীটীকে কাছে রেখেছি, তাকে একটু পড়াই শুনাই, বাড়ী ছেড়ে এক দণ্ড কোথাও আর মন টেকেনা।

তি। হাঁ তা বুঝিছি, এখন একটু বেশী আটা হবারই কথা বটে।

ননীগোপালের প্রবেশ।

ন। চাটুয্যে মশায়, আমার জন্যে এক ডজন সাবান্ আর এক বোতল ভাল ফুলেল তেল চাই।

রা। এত সাবান্ কি কর্‌বে হে ভায়া! এস, এইখানে বোস। (আদরে নিকটে বসান)

ন। দিদি বলে দিয়েছেন, তা না হলে গা বড় ময়লা হয়। আর এক সিসি আতরও আনিয়ে দেবেন।

রা। অবশ্য অবশ্য তাত চাইই বটে, আচ্ছা আনিয়ে দেব।

তি। (বিশেষ অবলোকন পূর্ব্বক) ইটি কে, চিন্‌তে পারলাম না যে! আপনার প্রথম পক্ষের ছেলে নয়?

রা। হাঃ হাঃ বাবাজীর দেখছি চোখে কিছু দোষ ঘটেছে।

তি। আজ্ঞে হাঁ, বড় ভাল দেখতে পাই নে। আপনি কি চস্‌মা ব্যবহার করেন না ?

রা। কিছু না, দিব্বি দেখতে পাই, বিনে চস্‌মায় সে দিন ছুঁচে স্থতো দিয়ে রেতে মশারি শেলাই করা গেল। হাঃ হাঃ তা তোমার কল্যাণে চক্ষের কোন ব্যত্যয় হয়নি।

তি। ছেলেটি কে গা ? চেন চেন কচ্চি, অথচ চিন্‌তে পাচ্ছি না।

রা। উনি তোমার নতুন খুড়ীর ভাই, ননীগোপাল বাবু।

তি। ও! বটে, তাই বলতে হয়। চিনবার কি আর যো রেখেছ ! বেশ রাজপুত্রের মত শ্রী হয়েছে যে দেখছি! (স্বগত) আ মোলো, ছোঁড়া যে বেশ গজিয়ে উঠেছে। সেই ননে হাড়পেকে এখানে এসে আবার ননীগোপাল বাবু হয়েছেন! (প্রকাশ্যে) বেশ বেশ বড় খুসী হলেম।

রা। কেন, কেন বাপু, ওর ভগ্নীরোতো বেশ শ্রী আছে।

তি। হাঃ হাঃ হাঃ তা আর কি আমায় আবার বলতে হবে! শর্ম্মারামই তো তার গোড়া। কিগো বাবু, চিন্‌তে পার কি ?

ন। কে তুমি ? কৈ, কথন বোধ হয় দেখিনি। দৈবজ্ঞি ঠাকুর না কি ?

তি। হাঁ বাবা, এখন তা বলবে বৈ কি! তোমার বাবা আমায় চেনেন, আর তোমার ঐ চাটুয্যে মশায় চেনেন। আর কি সে দিন আছে, তাই চিনবে ?

ন। নেহাত ষ্টুপিডের মত কথা কোচ্চ যে! কে তুমি ? বাড়ী কোথা ?

রা। ননী বাবু, উনি আমাদের ঘটক মশায়, অতি মান্যমান সজ্জন ব্যক্তি। বাবাজী, মনে কিছু কোর না, এখনকার কালের স্কুল কালেজের ছেলেরা কাকে কি বলতে হয় তা বড় বোঝে না।

তি। মা বাপকেই গ্রাহ্য করে না, তা আবার ঘটক!

ন। আমাদের গ্রীষ্মের ছুটি হবে, দেশে যাব, ছুটো মসলিনের জামা, এক যোড়া বিলাতি জুতো, আর ফরাসডাঙ্গার দু যোড়া ভাল কাপড় চাই।

রা। (স্বগত) তাইত, বীরে ছোঁড়া আদ্‌থানি ধোয়া কাপড় চেয়েছিল, তা দিলাম না। (প্রকাশ্যে) বাড়ী থেকে ফিরে এসে নিলে হবে না ?

ন। না, দিদি বলে দিয়েছেন, আজই চাই। আমি আর কলেজে যাব না, বাড়ীতে পড়ব, ক্লাসে ছেলেরা বড় জ্বালাতন করে।

রা। আচ্ছা আচ্ছা, তা দেখা যাবে। রাগ কোর না ভাই, দুদিন একটু সবুর করলেই বা।

ন। না, আমি ও সব চাইনে, দিদিকে বলে আজই এখনি বাড়ী চলে যাব। (রাগভরে প্রস্থান)

রা। ঘটালে দেখছি আবার গণ্ডগোল। কারই যে মন রাখব, সকলেই রাগ করে, আমি একা মানুষ কোন্ দিক্ সামলাই বল।

তি। খুড় থিয়েটার দেখতে যাবে? শুনিছি আজ কাল না কি কতক গুলি ভদ্রলোক ধর্ম্মসম্বন্ধে বেশ অভিনয় কচ্ছেন।

রা। ছি ছি ছি! অতি জঘন্য! অতি জঘন্য! থিয়েটারে গিয়ে ঐ দেখ না, ননী বাবুর কি দশা হয়েছে। (স্বগত) আমার ঘরেই নিত্যি থিয়েটর।

তি। সে রকম নয়, এ খুব ভাল হয়েছে, শুনলে জ্ঞান হয়।

রা। আরে (হাসিয়া) সে দিন এ পক্ষের ছোট ছেলেটা খোট ধরলে যে, বাবা তুই ঘোড়া হ, আমি তোর ওপরে চড়ি।

তি। ঘোড়া হলে না কি?

রা। কি করি বাপু, ছেলে কেঁদে সারা হল, গিন্নী আবার রাগ কত্তে লাগল, কাজেই ঘোড়া সাজলাম।

তি। তবে আর থিয়েটারের নিন্দে কোচ্ছ কেন, ঘরে বসে এইরূপ ঘোড়া বাঁদর কুকুর সেজে অনেক ভায়াকেই স্ত্রী পুত্রের মন যোগাতে হয়।

রা। হাঃ হাঃ হাঃ তুমি ঠিক কথাই বলেছ। সংসারী লোকেরা এক প্রকার বাজীকরের বাঁদর বিশেষ। কিন্তু বাবাজী, তোমার সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছি বটে, প্রাণের ভেতরটা যেন হু হু করে জ্বলে যাচ্ছে; বাড়ীর মধ্যে গেলেই আবার এখনি কান্না শুন্‌তে হবে।

তি। কেন, এত কান্না কাটির কারণটা কি? তোমারত বাপু কোনই অভাব দেখিনে।

রা। হইছিল কি, তবে বলি শোনো, (কাছে এগিয়ে) আমার বড়-গিন্নীর এক বাক্স গয়না ছিল। সে মরবার সময় বলে যায় যে, সেগুলি সব সুরমাকে দিও। তোমার নতুন খুড়ী তাতে হল নারাজ, তাই নিয়ে বীয়ে মহা গণ্ডগোল বাধালে। আমার হয়েছে এখন সাপে ছুঁচো গেলা।

তি। তাইত। আহা, তবে এখন কর্ত্তব্য কি?

রা। তুমি বাপু বীরে ছোঁড়াটাকে তফাৎ করবার কোন একটা উপায় বলে দাও, পারবে কি?

তি। কেন পারব না? একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই ও সব ছেলে জব্দ।

রা। তাই একটা কিছু করে কর্ম্মে দাও, আমি নিশ্চিন্ত হই। তা ব্যাটা বিয়ে করে কৈ, আবার রিফর্ম্মার হয়ে বসেছে। বলে কি, বলে যে বাল্যবিবাহ মহাপাপ। ঐ হতভাগাইতো মেয়েটার কাণে কি মন্ত্র দিয়ে দিয়েছে। কুলীনের মেয়ে, তাই রক্ষে; তা নতুবা অত বড় মেয়ে কি ঘরে রাখা যায়? ছোঁড়াটা চাকরী করবে করবে বলে, তাই না হয় করুক!

তি। খুড়, তোমার গোঁফে কি চূণ লেগেছে?

রা। না, না, ও চূণ নয়; (হাস্য) কলপ দিয়েছিলেম, তার পর চুল বেড়েছে কি না, সেই গুলোর গোড়ার দিকটে শাদা দেখাচ্ছে। আর এক পোঁচ আজ দিতে হবে।

তি। আমি তবে আজ আসি, বেলা হয়েছে।

রা। আরে বোসো বোসো, কি আর এত বেলা। আর একবার তামাক খেয়ে যাও।

তি। এ ধূতি কোথাকার গা? বেশ কাল পাড়টী।

রা। এ যে সিমলের ধূতি, এখন আমি এই কাপড়ই সদা সর্ব্বদা পরি। বড় মিহি, কোমরে আছে কি না আছে, টেরও পাওয়া যায় না। তোমার পরতে ইচ্ছা হয় কি?

তি। (মাথা চুলকে) না, না, থাক্ থাক্। ইচ্ছা এক একবার হয় বৈকি। যাক, সে কথায় এখন দরকার নাই। এবার কিন্তু বেশ জামাই পাওয়া গেছে। তুমি একটা মুরব্বি পেয়ে গেলে। তবে কুলটো তত টনটনে নয়।

রা। তা হোক, পদ খুব উঁচু আছে।

তি। মেয়েটাকে বুঝিয়ে বোলো, যে পাত্র ডেপুটী মেজেষ্টার; শিগ্‌গিরিই পেনসিয়ান পাবে। আমি এখন তবে উঠ্‌লাম। (উত্থান)

রা। তাত সব হল, মাগীর আর মরবার দেরি কত?

তি। প্রায় হয়ে এসেছে, মোদ্দা ছোঁড়াটাকে তুমি তফাৎ করে দিও, নৈলে বড় বাধড়া দেবে। (প্রস্থান)

রা। (দাঁড়াইয়া) শেষ বয়েসে বিয়ে করে যেন চোরদায়ে ধরা

পড়িছি। কেন? করব না কেন? পাঁচ শো বার করব! কোন ব্যাটা বেটির কি কিছু ধারি? এতে দোষই বা কি? কে না কচ্ছে? কত কত বিদ্বান্ লোক তিন চার বার করে বিয়ে কচ্ছে! কাউকেত খাতা পত্রে লিখে দিইনি যে একটী বৈ আর বিয়ে কর্‌ব না? সংসার ধর্ম্মে থাক্‌তে গেলে এ সকল না করলে চলবে কেন? যাক্ ব্যাটারা, সব দূর হয়ে যাক্! চাইনে আমি অমন ছেলে মেয়ে, না হয় একলাই থাক্‌ব!

প্রস্থান।

প্রথম অঙ্ক।

২য় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুর বাটী। সুরমা ও হৈমবতীর কথোপকথন।

সু। আচ্ছা মেজদিদি, বিয়ে হচ্ছে না বলে কি তোমার মনে কোন দুঃখ হয় না?

হৈ। হলেই বা কি করব, দুঃখে আরতো বর জোটান যায় না। আমার ও হওয়া না হওয়া দুই সমান। বিয়ে হলেও মামার বাড়ী ভরসা, লাভের মধ্যে গুলিখোরের প্রহার ভোগ; না হলেত এই দশা দেখছই।

সু। এখন আর সে কাল নাই, কুলীনের ছেলেরাও এখন কালেজ স্কুলে পড়ে, স্ত্রীকে ভাত কাপড় দিয়ে পোষে।

হৈ। ও বাবা! তাদের কুল আবার আরো টনটনে। পাসকরা ছেলে কুলীনের বাবা। তাদের জামাই কত্তে গেলে ভিটে মাটী উচ্ছন্ন হয়। পাসকরা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিয়ে ও পাড়ার পাঁচু বোস আজও জেল খাট্‌চে, তাঁর বউ পাগল হয়ে গেছে। তাদের দুর্দ্দশা দেখলে মনে হয়, আইবুড় থাকা বরং ভাল।

সু। কেন গা, এমন কথা বল্‌ছ? মূর্খ কুলীন জামাই চেয়ে তবু তারা কি ভাল নয়?

হৈ। ও বোন, সে কথা কি আর বলব, আজ কাল ছেলে মেয়ের বিয়ে যেন একটা ব্যাবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কনের মা বাপ কেঁদে মরে, তবু বরকর্ত্তা এক পয়সা ছাড়ে না। আগে থাকতে চুক্তি করে নগদ টাকা দাম ধরে নেয়। লেখা পড়া শিখ্‌লে হবে কি, টাকা বড় সামগ্রী।

সু। এ রকম বিয়েতে কি কখনো ভালবাসা হয়? আমার মা বাপ দেনার দায়ে পাগল হয়ে বেড়াবে, আর আমি শ্বশুর বাড়ী গিয়ে সুখে ঘরকন্না করব। অমন বিয়ের মুখে আগুণ!

হৈ। তুমি ভাই এখন শেয়ানা হয়েছে, একটু লেখা পড়া শিখেছ, তাই এ কথা বলছ; ছোট মেয়েরা কি এত খবর রাখে?

সু। তা কত্তে একলা থাকা ভাল। বিয়ে হয়েও তো দেখতে পাচ্ছি যার যত সুখ। লেখা পড়া ধর্ম্ম কর্ম্ম নিয়ে থাক্‌লে দিব্বি সুখে কাল কাটানো যায়।

হৈ। তোমার এখন একটী জুটেছে কি না, প্রাণটী ঠাণ্ডা হয়েছে, তাই এ কথা বল্‌ছ; তা নৈলে ভেবে ভেবে শরীর শুকিয়ে যেত। যাহোক, বেশ বরটী পাওয়া গেছে।

সু। ও মেজ দিদি! সে আবার কি কথা! কার বর? তুমি তামাসা কোচ্ছ না কি?

হৈ। প্রায় জানেন না, তাই আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে।

সু। সত্যি বলছি ভাই, তোমার দিব্বি, আমিত কিছুই জানিনে। কি একটা গুজব উঠেছে বটে, ভেঙ্গে বল দিকি শুনি।

হৈ। একজন খুব বড় মানুষ, ডিপুটীর কাজ করে, তার এক রোগা বউ আছে, সে মরে গেলেই তোমার সঙ্গে বিয়ে হবে।

সু। ও আমার পোড়া কপালের দশা! ও গো, তার চেয়ে যে মরা ভাল ছিল। আমার বিয়ের জন্যে কাউকে ভাবতে হবে না; বিধাতা তার সব ঠিক করে রেখেছেন।

হৈ। কেন ভাই অমন কথা বল্‌ছ, ডিপুটী মেজেষ্টারেও তোমার মন উঠ্‌ল না? হলই বা গা একটু বয়েস বেশী? মরবার সময় এক ঝুড়ি গয়নাত রেখে যাবে! এ কিন্তু ভাই তোমার বড় ঠেকারের কথা। মেজ মামা তোমার ওপর ভারি চটেছেন তা জান?

সু। তা আমি জানি, কিন্তু জেনে শুনে কি প্রাণটা হারাতে পারি।

বাবা শেষ বয়েসে বিয়ে করে আমাদের আর দেখ্‌তে পারেন না, তাই কোন রকমে বিদায় কত্তে চান। অদেষ্টে যা আছে তাই হবে।

অকিঞ্চন এবং বীরেন্দ্রের প্রবেশ।

বী। কিরে ছুঁড়ি গুলো! বসে বসে কি বিয়ের গল্প হচ্ছে না কি?

(হৈমবতীর প্রস্থান।)

সু। বাবা না কি আমার ওপর বড় রেগেছেন?

বী। রেগেছেন শুধু? আমাদের দুজনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবেন বলেছেন। তোর বর আবার ডিপুটী, মনে করলে জেলে দিতে পারে। অকিঞ্চন বাবুরই মহা বিপদ দেখ্‌ছি।

অ। দেয়ই যদি জেলে, তার আর কি করব। বিধাতার যা ইচ্ছা তাই হবে। ছেলে বেলা এক পাঠশালে যখন দুজনে পড়তেম, তখন থেকে সুরমা আমাকে ভাল বাসে।

বী। তুমি আর প্রায় ওকে ভাল বাস না! আচ্ছা আচ্ছা, সে জন্যে আর এত লজ্জাটাই বা কি? কারো সঙ্গে ভাল বাসা হোক আর না হোক, এরূপ বিশুদ্ধ ভাল বাসা দেখ্‌তে আমি বড় ভাল বাসি। বলে দিতে পার, কিরূপে ভাল বাসাটা জন্মে? একের মরণ বাঁচনে আর একজন মরে বাঁচে, এ একটা ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার বটে।

অ। কিছুই জানিনে ভাই, সুরমা আমাকে ভাল বাসে, আমিও ওকে ভাল বাসি, কেন যে তা কিছুই বল্‌তে পারি না। এর কোন শাস্ত্র বিধি নাই, যার হয় তারই হয়। আধ্যাত্মিক প্রেমের আরম্ভ কোথা, আর শেষ কোথা, তা কেউ বলতে পারে না।

বী। অত খবর আমিও রাখিনে, মোদ্দা কথা, প্রেমিকদের পরস্পর ব্যবহারটা বড় মিষ্ট লাগে। কিন্তু সুরো বোধ হয় পেরে উঠবে না। এক ঝুড়ি গয়নার লোভ কি সহজ? টাকা আর বড় চাকরী থাক্‌লে তিন কেলে বুড়কেও বিয়ে করা যায়।

সু। যা যা! তোকে আর বক্‌তে হবে না। দাদা ভাই বড় আমায় জলায় কিন্তু। আমি বিয়ে টিয়ে কর্‌ব না, তুই যা!

বী। বিয়ে করবিনে, তবে কি মিস্ কারপেণ্টার হয়ে থাক্‌বি না কি?

সু। না, আমি বিয়ে চাইনে, কেবল একজনকে ভাল বাস্‌ব।

বী। কি হে, কাদায় গুণ ঢেলে পড়ে আছ যে! কিছু একটা উপায় টুপায় ভাব? বাবা যেরূপ রাগী লোক, তাতে যে তোমায় সহজে ছাড়বেন তাত বোধ হয় না; ভিটস্থ ঘুঘুস্থ কত্তে পারেন। আমি অবশ্য যত দূর ক্ষমতা চেষ্টা করব। বলি এখানে আছ কি? আচ্ছা কিন্তু নির্ভর, বেপরোয়া বসে কি ভাবছে। (গায়ে হাত দিয়ে) কি হে কিছু করবে কি না বল?

অ। করব আর কি, জানিই বা কি, বুদ্ধিতেত কিছু কুলয় না; ভেবে চিন্তে কোন কালে কিছু করিও নি, কত্তে পারবও না। ভগবানের যা ইচ্ছা তাই হবে।

বী। তোমার দাদার সঙ্গে সব গোলযোগ চুকে গেল কি? ফারখৎ লিখে দিয়েছ না কি?

অ। হাঁ, তা দিইছি বৈ আর কি। তিনি জ্যেষ্ঠ ভাই, গুরুতুল্য ব্যক্তি কথার অবাধ্যত হতে পারিনে। যৎকিঞ্চিৎ সম্পত্তি দেবেন বলেছেন।

বী। তবেত দেখছি অগাধ বিদ্যে। ভাল মানুষ পেয়ে বেচারাকে সব ফাঁকি দিয়েছে। এতক্ষণ তবে তুমি ভাবছিলে কি? আমি মনে কচ্ছিলাম, সেই বিষয়েই বুঝি কোন মৎলব আঁচছো।

অ। (হাস্যবদনে) আমি অমর ধামের বিষয় ভাব্‌ছিলাম। ভারি মজা কিন্তু। কেবলই নিঃসার্থ প্রেমের কারবার। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টির জল এক জায়গায় জমে যেমন নদী হয়, ঠিক সেখানে প্রেমের তেমনি নদী। ঝগড়া বিবাদ কিছুই নাই। আহা কি সুমধুর ভাল বাসা।

বী। এর ভেতরে আবার তোমার অমর ধাম! মজালে ছোঁড়াটা, আমাকেই শেষটা ভোগাবে দেখ্‌ছি। বুদ্ধি বিচার লোপ হয়ে যাওয়াটা এক প্রকার মন্দ নয়; স্রোতে অঙ্গ ঢেলে নির্ভয়ে চলে যাওয়া যায়। হায় এমন নির্দোষ শিশু তুল্য ব্যক্তিকেও কি ফাঁকি দিতে আছে?

সু। দাদা তুই এত ভাবিস্ কেন? ভাব্‌তে গেলেই যে ভয় আস্‌বে, আর ভয় হলেই যে, মারা পড়তে হবে। ভগবান যখন আমাদের সহায়, তখন আর ভাবনা কি?

অ। পৃথিবীর লোকগুলো কি নির্ব্বোধ, এমন স্বর্গীয় প্রেমরত্ন, তাকে কি না অসার মাটীর জিনিষের লোভে বিসর্জ্জন দেয়। বড় দুর্ভাগ্য, বড় দুর্ভাগ্য। আমার প্রেমময় হরি যেমন চতুর, আমিও তেমনি চতুর হব।

বী। ওহে, ও সব কথা এখন রাখ, কাজের কথা একটা বলি শোনো। কাল তোমরা দুজনে আংটী বদলা বদলি কোরো, একটা প্রার্থনা করে ও দিকের পথটা বন্দ করে রাখব; ঈশ্বর সাক্ষাতে তোমরা পরিণয়ে বদ্ধ হবে।

অ। যা ভাল বোধ হয় কোরো। আমরাত তাঁকে মাঝে রেখেই এক সঙ্গে মিলিছি। তিনি নিজেই সব ঘটিয়ে দিয়েছেন, চেষ্টা করে কিছুই করিনি। এখন যাই, দেখি দাদা যদি কিছু দয়া করে দেন। (প্রস্থান)

বী। দেখিস, বাবার ধমকানিতে তুই আবার যেন ভড়কে যাস্‌নে। তোদের জন্যে আমি অনেক খেটিছি।

সৈরবী ঝির প্রবেশ।

ঝি। ওগো দাদা বাবু, রাত ঢের হয়েছে, আমি আর থাকৃতে পারবোনি বাপু, খাবার ঢাকা রৈল, তোমরা খাও গিয়ে।

সু। একটু থাক্ না, বাবা ওপরে গেলে আমরা খেতে যাব।

ঝি। না দিদি বাবু, আমি থাকৃতে পারবোনি, ঘরে আমার দেশ থেকে কুটুম আইচে, আমি চনুনু।

বী। যা যা আর দিদি বাবু বল্‌তে হবে না, না পারিস থাকৃতে চলে যা, আমরা যখন হয় খাব এখনি। তোর আর এস্তাজারি কত্তে পারিনে।

ঝি। ওমা, অমন কথা কেন গা! দিদি বাবু বনুনু তা কি বড় অমন্দ হল? বাবা আমাকে বলে দিয়েছেন, আটটা বাজলে তুই চলে যাস্, যার ইচ্ছা হয় খাবে, না হয় না খাবে। তেনার খাবার রাঙ্গা মা নিয়ে গিয়েছে, আর আমার ভয় কি? (প্রস্থান)

বী। দেখ, সুরমা, আমাদের ভাই এখন অনেক ভুগতে হবে। চাকরাণী রাঁধুনী পর্য্যন্ত যা ইচ্ছে তাই বলে অপমান করে যায়।

সু। কি করি বল, একটু কিছু বল্‌লে অমনি নতুন মাকে গিয়ে লাগাবে আর গাল খাওয়াবে।

বী। ওরা সব লোক চেনে কি না, মনিবের গোড়ে গোড় দেয়। ভবিষ্যাৎ টা দিন দিন বড় অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে। আমার জন্যে বড় ভাবিনে, তোরে নিয়ে যে কি করবে, কোথায় চালান দেবে, তাই ভাবছি। আহা দুঃখিনী বালিকা, কেইবা এর প্রতি দয়া মমতা করবে। একা মায়ের

অভাবে সংসারটা যেন শ্মশানের মত মনে হচ্ছে। অকিঞ্চন ভায়া বলেন, বিপদান্ধকার মধ্যে মা ভগবতীর প্রেমমুখের জ্যোতি দেখ্‌তে বড় ভাল লাগে। আমারত ভয়েই প্রাণ কাঁপতে থাকে।

নেপথ্যে। ওরে গুড়গুড়ি পানের বাটা ওপরে নিয়ে আয়।

রামকান্তের প্রবেশ।

রা। এখানে বসে গুজ্ গুজ্ কচ্ছিস বুঝি! আচ্ছা তোরা দুজনে দিন রাত্রি কি এত পরামর্শ করিস বল্‌তে পারিস? কেবল ফিস্ ফিস্ গুজ্ গুজ্ কচ্ছেই। তোদের মৎলবটা কি ভেঙ্গে বল দিকি শুনি। বল্‌বি?

বী। বল্‌বে আর কি। যাও, এখন যেখানে যাচ্ছ যাও।

রা। কেন, যাব কেন? (দাঁতখিচিয়ে) বল না কি মনে ভেবেছ? এত করে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করা গেল, এখন বুকে বসে দাড়ি ওপড়াবেন! যা! এখান থেকে দূর হয়ে যা! রাঙ্গা বউকে এত জ্বালাতন করিস্ কেন ব্যাটা বল্‌তো? খড়ম পিঠে কত্তে হয় তবে টের পাস্! যা, এ ঘর থেকে এখনি বেরিয়ে যা, নৈলে দরোয়ান দিয়ে বার করে দেব!

বী। যাচ্ছে! যাচ্ছে! বুড় হয়ে যেন বুদ্ধি শুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

(প্রস্তান)

রা। ফের আবার বুড় বল্‌ছিস্! বুড় বুড় বুড়! হাঁঃ আমি ওঁয়ার বুড়ো! (সক্রোধে প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক।

৩ য় গর্ভাঙ্ক।

কুমারহট্ট রসময় মুখোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা।

রসময় এবং শশাঙ্ক আসীন

র। ওহে গাঙ্গুলী, ডাক্তারটা আস্‌বেত? একবার এলে যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

শ। তার আবার যে অনেক রকম ব্যাবসা, হয়তো কোথাও কার বাড়ীতে স্বস্ত্যেন কত্তে গিয়েছে।

নেপথ্যে। (পার্শ্বের ঘর হইতে) ও মা! মা, একটু জল দেও গো, আমি যে আর বাঁচিনে। উঁ উঃ মা! মলেম যে।

র। এই যে দিচ্চি। এত রাত্রে কাঁচা জলটা দেব, ডাক্তার আসুক, একবার জিজ্ঞেস করি। ভয় কি, এখনি সব সেরে যাবে। ওহে গাঙ্গুলী, রাত জাগতে হবে, এস না একটু ব্রাণ্ডি টানা যাক্।

শ। ক্ষেতি কি, আর বড় জাগতেও হবে না, প্রায় হ্যারাহেরি হয়ে এসেছে।

নেপথ্যে। ওগো মলেম যে! ওমা, মাগো! হায় আমার কি কেউ নাই, যে কাছে দুদণ্ড বসে গায়ে হাত বুলয়? হা ঠাকুর ভগবান, যে সোয়ামীর জন্যে এত কর্‌লেম, মরবার সময় সে একবার চেয়ে দেখলে না!

র। মিছে ঘ্যানন ঘ্যানন করে বক্‌ছ কেন এত? ডাক্তার না এলে কি করবে? মাগী মরেও না, কেবলই ভোগাতে লেগেছে। এ সব রোগীর পক্ষে শিগ্‌গির শিগগির মরাই ভাল।

নেপথ্যে। ওগো তোমার পায়ে পড়ি, একটিবার আমার কাছে এস। তোমার হাত খানি একবার আমার মাথায় বুলিয়ে দাও। আঃ উঃ উঃ একটু পায়ের ধূলো দাও গো দাও! আহা হা হা! মা সিদ্ধেশ্বরী আশীর্ব্বাদ করুন যেন তোমার চরণে আমার চিরকাল ভক্তি থাকে।

র। ভক্তি নিয়েত আমার সবই হবে। চুপ কর চুপ কর, ডাক্তার এলে যাচ্ছি; একটু স্থির হও। এক আধ বার মনে মনে ইষ্টি মন্ত্র জপো না কেন? চেঁচালে কি হবে?

শ। দিদি, তুমি একটু ঘুমোয় দিকি, এখনি সব ব্যাম সেরে যাবে। ঘুমুলে কোন রোগ থাকে না।

র। (মুখে কাপড় দিয়ে হাসিতে হাসিতে) আরে ঘুমবে আর কি করে! তুমিতো আচ্ছা মজার লোক দেখি। ও দিকে যে মরণ ছটফটি ধরেছে।

তিতু ঘটকের প্রবেশ।

এস, এই দিকে এসে বোসো, দেখো যেন তোমার কথা শুনতে না পায়। কদ্দূর কি করে এলে বল দিকি শুনি।

তি। সব ঠিক করে এসেছি, কেবল মেয়ের ভাই একটু বাধা দিচ্ছে, তা হোক, সে জন্য কোন চিন্তা নাই। এ দিকের তোমার বিলম্ব কত?

শ। তা আর বড় বেশী নাই, জ্বরটা খুব তেড়ে এসেছে, ছাড়্‌বার সময় নাড়ী ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

তি। না, না, ও কোন কাজের কথা হল না; আমাসার রোগী বড় ভোগায়, একটু পাট কর্ত্তে হবে।

শ। পাট্ কি রকম?

তি। হুঁঃ হুঁউ বাবু, ইংরেজি পড়ে মোক্তারি করলে হয় না, সংসার কত্তে গেলে অনেক শেখা চাই। গিন্নীকে গঙ্গাস্তীরে নিয়ে যেতে হবে।

শ। সকলে একত্র না হলে এত রাতে কে নিয়ে যাবে?

র। একেই পাট্ করা বলে?

তি। নাগো বাবুজী, আরো কথা আছে। ঘাটে নিয়ে গিয়ে মাঝে মাঝে জলে চোবাতে হবে। সহজে কি এ সব রোগী মত্তে চায়? এ বয়েসে কত বুড় বুড়ীকে পার করলাম! এ সব ফিকির ফন্দী তোমরা কি বুঝ্‌বে।

শ। ঠিক বলেছ ঘটক মশায়। আমার পিসীর অনেক টাকা ছিল, সে বেটি কিছুতেই আর মত্তে চায় না, তার পর বাবা তাকে এইরূপ পাট টাট করে টাকা গুলি হাত করলেন। এটা চলিত প্রথাও বটে। এস তবে তাই করা যাক।

র। উঁহুঃ কথাটা মনে লাগছে না। ঘরে বি, এ, পাস করা ছেলে আছে, বড়লোকের সমাজে যেতে আস্‌তে হয়, ইংরেজি লেখা পড়া শিখে তা কি পারি? মান সম্ভ্রম তা হলে যে একবারেই যাবে। আর নিজের কন্সেন্‌চের কাছেই বা কি বলে জবাব দেব?

তি। তুমি হলে মস্ত পায়াওয়ালা হাকিম, তুমি আবার কার কাছে জবাব দিহি কত্তে যাবে? কন্সেন্‌চ তোমাদের ওপরওয়ালা হাকিম না কি?

র। না না, হাকিম টাকিম কেউ নয়, সে একটা মনের বাল্য সংস্কার; কোন বিষয়ে কিছু ক্ষেতি কি অসুবিধে হলে সে একটু খোঁচা খাঁচি করে।

তি। এ বিষয়ে তো অসুবিধা কিছু দেখছিনে, রোগা, প্রাচীন জরা জীর্ণ স্ত্রীর পরিবর্ত্তে নব বধূ পাবে, লাভ বৈ লোক্‌সানওতো নয়?

র। হাঁ, তাই একটু বিচার করে দেখা যাচ্চে। একবার লাভা লাভটা তবু ওজন করে দেখা ভাল।

শ। ওজন আর কত্তে হবে না; ষোল আনাই লাভ।

র। তাত বুঝছি, কিন্তু ছেলেয় কত্তে দেবে কেন? পাঁচ জনে কাণা-কাণি কর্‌বে যে?

তি। ছেলে কোথায়?

শ। সে এখন নিজের ঘরে পড়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে।

তি। তবেতো ভারি উপযুক্ত ছেলে! এ কালের ছেলেদের স্ত্রীই সর্ব্বস্ব, মাতৃভক্তি তাদের কি আছে, তাই ভয় কোচ্ছ? তীরস্থ করে ফেল।

নেপথ্যে। ওরে আমায় তোরা কি মেরে ফেলবার পরামর্শ করছিস্‌ই? মেরে ফেলে ওঁর আর একটা বিয়ে দিবি? ওগো মা, মাগো, আমার কপালে কি শেষ অপমৃত্যু লেখা ছিল। তার চেয়ে কেন বুকে একখানা ছোরা বসিয়ে দে না? (মুখে কাপড় দিয়ে সকলের হাসি)

র। ওগো না, না, কি তুমি প্রলাপ বক্‌ছ? তীরস্থ করা হবে না।

নেপথ্যে। না, আমি প্রলাপ বকছিনে, সব বুঝতে পাচ্চি। উঁ আঁঃ প্রাণটা শিগ্‌গির গেলে বাঁচি।

তি। আ মোলো! কথার যে বিলক্ষণ জোর আছে দেখি। এ রোগী-কে পাট না করলে কিছু হবে না, বড় ভোগাবে।

র। আহা! এমন নিদারুণ কথা তুমি কেন বল্‌ছগা? ভয় কি? তোমায় আমি হাওয়া থাওয়াতে দার্জ্জিলিং পাহাড়ে নিয়ে যাব। (সঙ্গীদের প্রতি) ওহে, তার চেয়ে এখান থেকে সরাবার চেষ্টা করা যাক। ট্রেণে টানা হাঁচড়া কত্তে খানিক কাজ এগোবে। যদিও স্লো, কিন্তু সিয়োর। আর ডিসেণ্ট্রির পক্ষে পাহাড়ের ক্লাইমেটও বেশ সুবিধে।

ডাক্তার প্রাণহরণের প্রবেশ।

শ। এই যে, ডাক্তার বাবু এসেছেন!

র। এস ভাই, বোসো; ওঁকে পাহাড়ে নিয়ে গেলে হয় না?

প্রা। চলুন হাত খানা একবার দেখে আসি।

র। তুমিই যাও ভাই, আমি আর ও চেহারা দেখ্‌তে পারব না। আহা! অমন লাবণ্য, রোগে যেন একবারে চুষে খেয়েছে। মুখের দিকে চাইলে প্রাণটা ফেটে যায়। ওরে এক বার তামাক দে!

প্রা। আচ্ছা, তবে আমিই যাই দেখে আসি। (পাশের ঘরে প্রস্থান)

শ। ব্যাটা আসল গোবদ্দি। হতভাগার গায়ে একটা পিরাণো যোড়ে না।

তি। আরে ওকে যে আমি কসাইকালীর দোকানে পাঁটার মাস বেচ্‌তে দেখিছি!

র। হাঁ হাঁ তাই বটে। তুমিও যেমন, আমার ধর্ম্মের দ্বারে খালাস হওয়া নিয়ে বিষয়। কিন্তু তোমরা যা মনে করছ তা নয়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসেয় বেশী বিদ্যে সাধ্যির দরকার হয় না। ও আবার ঝাড়াতেও জানে। হলই বা কাঠের বেরাল, ইঁদুর ধর্ত্তে পারলেই হল!

প্রাণহরণের পুনঃ প্রবেশ।

তি। কিহে বাঁড়ুয্যে, কেমন দেখ্‌লে বল?

প্রা। হ্যাঁ, প্রায় সেরে উঠেছেন, একটু খানি কসুর আছে।

র। পাল্‌স কিরূপ?

প্রা। আজ্ঞে পলসো বাইট কচ্চে। কিন্তু রোগ তত শরীরের নয়, যত মনের। দুঃখের কথা আমায় সব ভেঙ্গে বললেন। যাহোক, যদি পাহাড়ে নিয়ে যান, তা হলে বাৎশ্লেষ্যা আমাসা দুয়ের পক্ষেই ভাল।

র। ঠিক বলেছ ডাক্তার, আমার সঙ্গে তোমার মতে মিলে গিয়েছে।

শ। আপনার মেডিকেল কলেজে কত দূর পড়া হয়েছিল?

প্রা। আজ্ঞে পড়া শুনা আমার কিছু নাই। কুলীনের ছেলে, গোটা দশ বার বিয়ে করলেই সংসার চলে যায়। তবে বসে না থেকে বেগার খাটা। আমাদের পাড়ার বক্কেশ্বর মিত্তির বলে একজন লোক ছিল, সে বহুকাল ধরে চাকরীর উমেদারি করে বেড়াত। কিছুতে কিছু কর্ত্তে না পেরে শেষ একটা বাক্স কিনে এখন ডাক্তারি করে খাচ্চে। তার দেখাদেখি আমিও আরম্ভ করিছি, এক রকম বেশ চলেও যাচ্ছে।

র। শুন্‌লে, ঐ শোন, কেমন ওস্তাদ মানুষ। ওর চিকিৎসেয় আমার খুব বিশ্বাস। তবে চল পাহাড়েই নিয়ে যাওয়া যাক। রোগীর সাম্‌নে ও সব কথার আর প্রয়োজন রাখে না, বাইরে চল পরামর্শ করিগে।

শ। পাহাড়ে আর যেতেও হবে না। (সকলের প্রস্থান)

নেপথ্যে। হায় রে, আমি এ দুঃখের কথা কারে বলব! ঠাকুর, এই কি লোকের ধর্ম্ম! যার চরণে প্রাণ মন সঁপেছিলাম সে এখন আমাকে চোখের দেখা দেখলে না। পতি ভিন্ন আর গতি নাই, এই কেবল চিরকাল জপ করিছি, তার ফল কি শেষ এই? সোয়ামী পুত্তুর যদি আপনার না হল, তবে

আর কে হবে? আপনার বলে যার চরণ বুকে ধরলাম, সে কি না শেষ নাতি মেরে চলে গেল! হা ঠাকুর, তবে কি পৃথিবীতে কেউ কারো নয়? স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ কি সব ফাঁকি। আ, হায় হায়! বুকট যে আমার একবারে খালি হয়ে গেল গা। এখন বুঝলাম ঠাকুর, বিপদকালে মরবার সময় তুমিই এক মাত্র সঙ্গের সাথি। ইহপরকালে তুমিই কেবল জীবের সহায়। দাও প্রভু তবে এখন আমায় চরণে স্থান দাও।

(যবনিকা পতন)

দ্বিতীয় অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

পূজাবাড়ীর নাটমন্দির।

রসময় আসীন। নটবরের প্রবেশ।

র। এস বাবা এস, রাত্রে একটু দুধ টুধ বেশী করে খেও, এখনও চার পাঁচ দিন দেরি আছে। আমিও বাবা হবিস্যি কচ্চি। আহা! কত সেবাই কর্ত্তেন! দু বছর পাঁচ বছর তো নয়, প্রায় চল্লিশ বছর এক সঙ্গে দুজনে কাল কাটালাম। এমন গুণবতী পতিপ্রাণা স্ত্রী কি আর আমি পাব! রাত্রে কেবলই স্বপ্ন দেখে কেঁদে কেঁদে উঠি। আমি তাঁকে দেখ্‌তে পাই।

ন। (রোদন) মা আমাদের পাঁথারে ভাসিয়ে চলে গেছেন। খোকার মা কাঁদে আর বলে, আহা ঠাক্‌রুণ মরে গেলেন, আমাদের রেঁধে দেবে কে? সে তাঁকে বড় ভক্তি কর্‌তো।

র। চুপ কর বাবা, আর চক্ষের জল ফেল না। আমি কোনরূপে শোক সম্বরণ করে আছি, তোমাদের কান্না কাটি শুনলে মনের আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে ওঠে। (চক্ষু মুছিয়া) বাবা, বড় বউমাকে এক এক বার আমার খবর নিতে বোলো। এখন তোমরাই আমার মা বাপ। এ বৃদ্ধ বয়সে একটু জল দেবার আরতো কেউ রৈল না। আহা! প্রাণের ভেতরটা যেন হু হু করে; সংসার যেন আঁধার হয়ে গিয়েছে। এক একবার তত্ত্ব নিতে বলে দিও বাবা।

ন। সে আবার ভয়ে তোমার কাছে আস্‌তে চায় না, বলে যে আমার ভাল লাগে না, কেমন কেমন যেন বোধ হয়।

র। হা হা হা, ক্ষেপা মেয়ে, বাপের কাছে মেয়ে আস্‌বে তার আবার ভয়।

ন। আমার বড় ইচ্ছে হয়, মায়ের নামে কোন একটা সৎকীর্ত্তি থাকে।

র। তোমার ইচ্ছে আর আমার ইচ্ছে নয়? যা যা হবে সে সব আমি আগেই ঠিক করে রেখিছি। একটা কেন, তিন চারটে স্মরণচিহ্ন রাখতে হবে। শ্রাদ্ধটা চুকে যাক্, তার পর বেথুন স্কুলে একটা স্কলাসিপ্ দেব, পণ্ডিত মশায়কে দিয়ে এক খান জীবনচরিত লেখাব, ফটো তুলে রেখিছি, বিলেত থেকে এন্‌গ্রেব করে আনাবো; তাঁর শ্রাদ্ধে আমি তিন হাজার টাকা খরচ করব, আর কি চাও বল?

ন। তা হলেই হবে, আর কিছু চাইনে। কিন্তু অত টাকা কি লাগবে? আচ্ছা আচ্ছা, টাকা গুল আমার হাতে দেবেন, বুঝে সুঝে খরচ করব।

(প্রস্থান)

হলধরের প্রবেশ।

হ। (সঙ্কুচিত ভাবে) আজ ক দিন হল ভায়া। আহা বিধির কি বিড়ম্বনা!

র। বসুন দাদা মশয়, এ দিকে এসে ভাল হয়ে বসুন না, দাঁড়িয়ে রৈলেন কেন? আজ হল সাত দিন, সোমবারে ঘাট কামানো, মঙ্গলবারে শ্রাদ্ধ। আর কি, দেখতে দেখতেই দিন ফুরিয়ে গেল। আপনি ভালো আছেন তো?

হ। আর ভাই, আমাদের ভাল আর মন্দ; তোমরা হলে আমাদের গ্রামের মাথা, যে বিপদটা গেল, এতে কি আর কারো মনে কিছু সুখ আছে? আহা! এমন সতী লক্ষ্মী মেয়ে মানুষ আর দেখা যায় না। পাড়ার গরিব দুঃখীরা যেন মাতৃহীন হয়েছে। শেষ বয়সে তুমি বড় শোকটাই পেলে।

র। শোক পাব না, বলেন কি? (হাস্য) একটা পাখী পুষলেও তার জন্যে কত মায়া হয়, এত মানুষ। কিন্তু কি বিধাতার খেলা, যত দিন যাচ্চে, তত যেন পূর্ব্বের ভালবাসা মায়া মমতা সব ক্রমে ফুরিয়ে আস্‌চে।

এই ছিল মানুষ, আর তার চিহ্নও দেখতে পাই না! আচ্ছা, পরকালটা কি আছে বোধ হয়?

হ। তা না থাকলে যে ধর্ম্ম কর্ম্ম সব মিছে হয়ে যায়। এ অবস্থায় পরলোকে বিশ্বাস না থাকলে কিন্তু বড়ই মুস্কিল।

র। তা বটে, যা বলছ, সে ঠিক কথা। দেখ, ধর্ম্ম বোধ হয় আছে। সে দিন থিয়েটর দেখতে গিয়েছিলাম, একজন এমনি ভক্তির প্রেমের অভিনয় দেখালে, লোকগুলকে কাঁদিয়ে দিলে। আমারো চোখে জল পড়ে ভেসে গেল। শুনলাম সে লোকটী নাকি বাজারের মেয়ে মানুষ। কিন্তু বলিহারী! তার রকম সকম দেখে প্রাণটা গলে যায়।

হ। ধর্ম্ম আছে বৈ কি; আমরা মূঢ় তাই বুঝতে পারিনে। ধর্ম্মও আছে, পরকালও না মানলে চলে না।

র। কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে, তার কি করি বল? অমন যে মহাজ্ঞানী মিল সাহেব, যিনি প্রায় ঈশ্বর পরকাল কিছুই মান্‌তেন না বললে হয়, স্ত্রীবিয়োগে আঁধার দেখে শেষ তাঁরও পরকাল মান্‌তে ইচ্ছা হইছিল। কিন্তু হলে কি হবে? কিছুই তো দেখতে পাবার যো নাই; কেবল আঁধারে ঢিল ছোড়া।

হ। তবু মানাটা ভাল, নৈলে মন বড় চঞ্চল হয়ে ওঠে।

র। আমার তো মনে হয়, হাওয়াটা বেরিয়ে গেল, আর সব চুকে গেল; পরকাল বোধ হয় নাই। শোক নিবারণের জন্যে লোকে একটা কল্পনা করে রেখে দিয়েছে। যা কিছু সব এই খানেই।

হ। আহা! শোকের জ্বালা বড় জ্বালা। আমিও ভাই অনেক ভুগিছি, শোকে দুঃখে হাড় গুলো ফোঁপরা হয়ে গেছে।

র। শোকও মিথ্যে, পরকালও মিথ্যে, ধর্ম্ম কর্ম্ম সবই ফাঁকি, যত দিন বেঁচে থাকা যায়, সুখে স্বচ্ছন্দে, আমোদ আহ্লাদে কাটিয়ে যেতে পারলেই হল, তুমিও যেমন দাদা, কিছুই কিছু নয়; মুদলে আঁখি সকল ফাকি। সব্বাইকেই যেতে হবে, তবে অগ্র আর পশ্চাৎ।

হ। আহা, ভায়ার আমার পত্নীবিয়োগে মন উদাস হয়ে গিয়েছে। কয় দিনের মধ্যে চোখ মুখ সব বসে গিয়েছে, আর যেন সে মানুষই নয়। আমারই প্রাণ কেমন করে ওঠে, তোমারত হবেই। তাই লোকে বলে যে, স্ত্রী অর্দ্ধাঙ্গিনী।

র। আর কেন মিছে ও সব কথা, যা হবার তা হয়ে বয়ে গেল, চুকে গেল। শাস্ত্রকারেরা বলেছেন, "অদ্যাবধি শতান্তে বা প্রাণিনাং মৃত্যুনাং ধ্রুবঃ"। কেউ কারো নয়, কাকস্য পরিবেদনা। হাঃ হাঃ হাঃ ওরে, ভাল খামিরা তামাক একবার তৈয়ের কর। বোসো দাদা, আমি আস্‌ছি। (পাশের ঘরে প্রস্থান।)

হ। কি বিপদ! যেন আমারই স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। উল্‌টে আবার আমাকেই প্রবোধ দিলে। তবে বুঝি ভায়ার বিয়ের কোন যোগাড় হয়ে থাকবে।

তিতু ঘটকের প্রবেশ।

তি। এই যে, দাদা মশায় যে এখানে! বাবু কোথা গেলেন?

(নেপথ্যে। আস্‌ছি হে, বোসো, মুখটো একবার পরিষ্কার করে যাই।

তি। শিগ্‌গির, বেশী ক্ষণ বড় থাকতে পার্‌ব না।

হ। ঘটক ভায়া, সংবাদ কি বল।

তি। সংবাদ তো সব আপনাদেরই কাছে। দাড়ি টাড়ি সব পাকিয়ে ফেলেছেন যে দেখি।

হ। এই সব যমের পরোয়ানা জারি হচ্চে আর কি।

তি। এ দশা আবার কবে থেকে? হাতে কুঁড়োজালি, নাকে তেলক, গলায় মালা, দিব্বি গোসাঞী গোবিন্দের মত দেখতে হয়েছে।

হ। আর ভাই, জোটাতেত পারলে না, কাজেই আর কি করি বল, ধর্ম্মে মন দিইচি।

রসময়ের প্রবেশ।

র। বড় দাদারও তবে বিলক্ষণ ইচ্ছে আছে। আর নাই বা থাকবে কেন?

হ। ওহে ভাই, ইচ্ছার কথা যদি বল্‌লে, তা ও সকলেরই আছে। কারো বা মনে, কারো বা বাইরে। যে ব্যাটা মত্তে যাচ্ছে, তাকে যদি জিজ্ঞেসা কর, সেও বল্‌বে আমি রাজী আছি। এ কি হাসি তামাসার কথা! তুমিও তো বোধ হয় সেই যোগাড়ে আছ। তাইতো বলি, বলি ভায়ার এত বৈরাগ্য কেন হল। (ঘটক ও রসময়ের হাস্য)

তি। দাদা মশয়, যদি অনুমতি করেন, একটা খুঁজে দেখি।

হ। আরে ভাই, এমন দরদী কেই বা আছে, মরে গেলেও কোন ব্যাটা খবর নেয় না। সাধে কি ভেক নিতে চাই।

তি। আমি তা দেখেই বুঝতে পেরিছি যে এ বিয়ের জন্যে বৈরাগ্য। বৈরাগ্য টৈরাগ্যের মানেও জান্‌বে তাই। যে হতভাগার ভোগ সুখে ছাই পড়েছে, সেই কেবল ধর্ম্ম ধর্ম্ম করে মরে।

র। দোষ ধত্তে অনেকে আছেন, বাবা! ল্যাজে পা পড়লে তখন বোঝা যায়। ব্যাটারা বলে, উপযুক্ত বেটা বেটি নাতি পুতি থাক্‌তে রসময় বাবু কি এ বয়েসে আবার বিয়ে কর্‌বে? করা উচিত নয়। আরে ষ্টুপিড ব্যাকুব, বেটা বেটী নিয়ে কি স্বর্গে যাব? কাছারি থেকে বাড়ী এলে এক খিলি পান দেয় কে? ব্যাম হলে মাথায় হাত বুলয় কে? এতে দোষই বা কি? পাঁচজন পুরুষের সঙ্গে কি বন্ধুতা হয় না? তেমনি পাঁচটা স্ত্রীর সঙ্গেও তো হতে পারে? স্ত্রীর মত কি বন্ধু আর পৃথিবীতে আছে? ইংরেজিতে তাই বলেছে, বেটার হাফ্‌।

তি। আঃ সে জন্য আর আপনার ভাববার দরকারটা কি গা? বাজে লোকের কথা কাণে কত্তে নেই। এখনও আপনার বিয়ের বয়েস্ আছে।

র। ঠিক কথাইতো! মাস মাস টাকা গুলো এনে কি বার ভূতকে দিয়ে খাওয়াব? খাটি কার জোরে বল দেখি? শেষ কি নেংটী পরে হরিবোল হরিবোল করে বেড়াতে হবে না কি?

হ। তা ভাই আমাদের কাছে এত চোট পাট কেন, আমরাও তো ঐ পথের পথিক!

র। হাঃ হাঃ হাঃ। না, তাই কথার কথা বলছি। দেখ না দাদা, বেটাদের আক্কেলের কথাটা। আমি হলেম ডেপুটী মেজেষ্টার, আমায় কি না ফকীর হতে বলে!

হ। আরে তুমি তো সে দিনকার লোক গা, আমার চেয়ে অনেক ছোট তুমি।

র। তা নাত কি? হাঁ, বুঝতাম যদি একটা নিতান্ত ছোট মেয়ে হত, তা হলে কথা উঠ্‌তে পারে। এডুকেটেড্ গ্রোণআফ ইয়ংলেডী, কেন করব না? অবশ্য করব।

তি। কেন বাবু, তোমাদের বি,এ, এম্ এ, ইংরাজিওয়ালারাওত ছোট ছোট মেয়ে বিয়ে করে; আমিই কত ঘটকালী করিছি, তাতে দোষটা কি?

র। আছে, আছে, তাতে কিছু দোষ পড়ে। ইংরেজ ব্যাটারা একটু ঠাট্টা করে। আমাদের আবার অনেক জায়গায় বদলি হতে হয় কি না? ট্রেনে, ইষ্টীমারে বেটাদের সঙ্গে দেখা টেকা হলে একটু লজ্জিত হতে হয়।

হ। হায়! হায়! তা বুঝি জান না। আমি একবার আমার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে বড় বিপদে পড়েছিলাম। বিয়ে করে কনে নিয়ে আসছি, পেঁড়োর ষ্টেসেনে জজ পেগুর সঙ্গে হল দেখা। সাহেব জিজ্ঞেস করলে, এটি তোমার কে হয়? আমি কি করি, আমতা আমতা করে বলে ফেল্লাম, এটি আমার গ্র্যাণ্ড ডটার। (সকলের হাসি)

তি। ও আর নতুন কথা কি? আমি এক জনকে দেড় বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিইছিলাম। কিছু দিন পরে সে মেয়েটা তার বরকে বাবা বলে ডাকৃতে লাগল। শেষ বেচারি কি করে, তাকে পরিবর্ত্ত করে আর একটা বিয়ে করলে। (হাস্য)

র। ছেলে ব্যাটা শুন্‌চি না কি লোকের কাছে বলে বলে বেড়াচ্ছে, যে "ফের যদি বাবা আবার বিয়ে করেন, তা হলে আমি বিধবা সৎমায়ের বিয়ে দেব। কিন্তু আমি মলেত সে বিধবা হবে? থাকৃতে তো আর নয়? শিগ্‌গির তো মরছিনে বাবা!

হ। বিধবা বিয়েটা চলন হয়ে গেলে মন্দ হয় না।

তি। একটা গোপনীয় কথা আছে, একবার উঠতে হবে।

হ। থাক থাক, আর উঠে যেতে হবে না, আমিই উঠছি, তোমরা কথা বাত্রা কও। (প্রস্থান)।

তি। একটু বিভ্রাট ঘটেছে। বীরে ছোঁড়াটা মেয়েটাকে ফুসলে ফাসলে মত করতে দিচ্ছে না, আর অকিঞ্চনও যেন তাকে ভেড়া বানিয়ে ফেলেছে। ঐ দুটোকে দেশছাড়া কত্তে যদি পার, তবে সব ঠিক হয়ে যায়। মেয়েটা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না, কিন্তু তার বাপের মত ষোল আনা।

র। কুচ পরোয়া নেই, টাকার জোরে সব মেরে নেব। অকিঞ্চনের জমিদার আমার পরম বন্ধু। শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বড় বউ আস্‌বেন, সেই সঙ্গে মেয়েটাকে কোন রকম করে এখানে এনে ফেল্‌তে হবে। একবার হাতার মধ্যে পেলে হয়। বাবা! টাকা বড় চিজ্‌ আর ওপর আবার উচঁপদ।

জজ পিকক সাহেব বাহাত্তর বছর বয়সে এক জন ইয়ংলেডী বিয়ে করলে। আজ নয় দিন হল না হে? আর একটা দিন গেলে বাঁচি।

তি। যাতে ভাল হয় কোরো, এখন তোমারি হাত, বাড়ীতে আসলে আমার খবর দিও। এখন চল্লেম। (প্রস্থান)

·র। দিন গুলো যেন আর ফুরুতে চায় না। আচ্ছা, শোকটা একটু পুরণো হতে না হতে কি বিয়ে করা যাবে? পুরণো হয়নিই বা কেমন করে বলব? গৃহিণীকে যে দিন থেকে গৃহিণী রোগে ধরেছে, সেই থেকে আমি মরা খাতায় তার নাম লিখিছি। সে কি আজ? এক দুই বৎসর হতে চললো। আর আমারই বা দোষ কি? গিন্নীকে ঘাটে নিয়ে যেতে না যেতে গণ্ডায় গণ্ডায় সম্বন্ধ এসে জুটছে। হাঃ হাঃ হাঃ বাবা, পায়াটি কেমন? আমার আবার মেয়ের ভাবনা। ফের যদি এবার মরে, একেবারে তিন চারটে বিয়ে করে ঘরে জীইয়ে রেখে দেব। গয়না আর কিছু নতুন চাই, সব পুরণোয় হবে না। হুঁ হুঁ তা না না না (গান করিতে করিতে অন্তঃপুর প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

২য় গর্ভাঙ্ক।

সম্ভুচাটুয্যের ষ্ট্রীট। বিন্দিপিসীর প্রবেশ।

বি। (ডিঙ্গিমেরে মেরে নাকে কাপড় দিয়ে গমন) উ হুঁ হুঁ হুঁ, মর মর মর! ওয়াক্! আঁটকুড়ির ব্যাটারা মরবার আর জায়গা পায় না! আহা এমন সোন্দর পথ, ড্যাকরারা যেন আঁস্তাকুড় করে রেখেছে! মর আভাগীর পুতেরা, মরে যা, যমের বাড়ী যা! (ঘুরে ঘুরে পাক দিয়ে দিয়ে চলন)

তত্ত্বহাতে ঝির সঙ্গে ভূতনাথের প্রবেশ।

ঝি। হ্যাঁগা বলি—

বি। দেখিস্ দেখিস্ মাগী ছুঁস্‌নে! ঐ দিক্ দিয়ে যা! কোথাকার

নোঙরা কাপড় পরে ছোট লোক মাগী এলেন (মুখ ভেংচে) হাঁগা বলি! পোড়াকপালীদের এ পথ দিয়ে না এলে আর মরণ হয় না!

ঝি। কেন মা ঠাকরুণ গাল দেও। বলি নক্ষ্মণ চাটুয্যের বাড়ী কোন্‌টা তাই একবার জিজ্ঞেস্ কচ্ছি।

ভূ। আমোলো বেটি বোকা, বল্‌লাম আমার সঙ্গে আয়, দেখিয়ে দিচ্ছি, আবার গেল ওকে জিজ্ঞেস কত্তে।

ঝি। হ্যাঁগা তা বলি, আমি নেকা বোকা মানুষ বাছা, মনে কিছু কোরো না, ইনি কি তাঁর ছেলে?

বি। ও কেন তার ছেলে হবে? তাদের ছেলে পুলে কেউ নাই।

ঝি। আ মর ডাংপিটে, বাঁদরমুখো ছোঁড়াটা। আমায় বলে কি, বলে আমি তাঁর ছেলে, এস আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাই। চোর বাটপাড় কোথাকার! ঘরে খেতে পাসনে? দেখ দিকি আমায় কোথায় দিয়ে ঘুরিয়ে আনলে। (বকিতে বকিতে প্রস্থান)

ভূ। ও পিসী, ও দিক দিয়ে কোথা যাচ্ছ? কোথায় কি মাড়িয়ে ফেল্‌বে আবার! এস, আমার সঙ্গে এই দিক্ দিয়ে এস!

বি। আহা চল চল বাবা, চল, ভূত আমাদের বড় নক্ষী ছেলে; আমায় এই পথটুকু পার করে দে বাবা। ঠাকুদ্দের ভোগ রাঁধতে হবে, গঙ্গানেয়ে এলাম, বলি আবার কোথায় ছোঁয়াচ পড়ব, তাই পা টিপে টিপে যাচ্চি। রোজ রোজ এখানে কোন আবাগীর ছেলেরা মরে রে, বল্‌তে পারিস্?

ভূ। পিসী, আমায় নারকোলের নাড়ু আর ছোলাভিজে দেবেত?

বি। দেব দেব, তুই আগে আগে চল। (ভূতনাথের অগ্রে গমন) পাড়ার পোড়ারমুখো ছেলেরা আর মত্তে জায়গা পায় না, তাই এইখানে এসে রোজ রোজ মরে। চল বাবা, আগে আগে চল। আ মর, যম কি তোদের বাড়ী ভুলে গিয়েছে? (বকিতে বকিতে গমন)

ভূ। হাঁগা পিসী, তোমার সে ছেলে থাক্‌লে এত দিন কত বড় হত?

বি। আহা বাবা, সে যে তোর বাপের বয়েসী। সে যদি বেঁচে থাকৃত, তোদের কত নুচি সন্দেশ খাওয়াতাম। বাড়ীতে কত দোল দুর্গোচ্ছব হত। ওরে একটু দাঁড়াত, দাঁড়াত দেখি। ওরে ও ভূতো! পায়ে যে কি প্যাচ প্যাচ করে লাগছে! (সুঁকিয়া) উঁ হুঁ হুঁ হুঁ, ওরে ও ড্যাকরা ঘাটেপড়া তুই কোথা দিয়ে নিয়ে এলি আমার মাথা খেতে! উ হুঁ হুঁ গন্ধে প্রাণ

গেল। (হাসিতে হাসিতে ভূতর প্রস্থান) হারে, ও অপ্‌পেয়ে বাঁশবুকো, লক্ষীছাড়া হাড়হাবাতে, এই বুঝি তোর ভাল পথ !

ভূ। (দূরে গিয়া) বিন্দি ক্ষেপী, ঐ দেখ তোর কাপড়ে কি লেগেছে !

বি। (নাকে কাঁদুনি) অ্যাঁ! দেখ দিকিনি আমার কি খোয়ারটা কল্লে ! ওরে তুই মরে যারে মরে যা ! তোর মা বাপ যেন বাছা বাছা করে কাঁদে। আহা ! কি কর্ম্মান্তির ভোগ দেখ দিকিন্ একবার। নেয়ে ধুয়ে শেষ কি না তুই পায়ে নরক ঘাঁটলাম গা ! ওরে, যমে এক্ষুনি তোর ঘাড়টা মটকে নিয়ে যাক্। দাঁড়া তোর বাবাকে গিয়ে বলে দিচ্চিগে !

স্কুলবালক দলের প্রবেশ।

সকলে। "বিন্দে দূতীর মা, ব্যাং পোড়া খা, যমের বাড়ী যা।" বলি ও পিসী, তোমার হাতে কি ?

বি। আমার হাতে তোদের মাথা, মুণ্ডু, পিণ্ডী ! ওলাউঠোরা, লক্ষী ছাড়ারা ! আমায় যেন ক্ষেপা পাগল পেয়েছে।

ছাত্রদল। "বিন্দে দূতীর মা, ব্যাং পোড়া খা, যমের বাড়ী যা।" (গা ঘেঁসিয়া গমন)

বি। ওরে তোদের পায়ে পড়ি, মোছলমানের ফ্যান গায়ে ঠেকাসনে ! হারে, তোরা কি মরবিনে। (হাত নেড়ে নেড়ে ঝকড়া) ওরে ও চোখখাকীর ছেলেরা ! যম কি তোদের ভুলে গিয়েছে ! তোরা মর মর মর মর ! এক্ষুনি যমের বাড়ী যা। আমার সঙ্গে এত করে নাগিস কেন ? আমি কি তোদের বুকে ভাত রেঁধেছি ?

শশাঙ্কের প্রবেশ।

শ। ধৎতো, ব্যাটাচ্ছেলেদের ! (ছেলেদের পলায়ন) এক একটা ধরব আর ঘাড় মুচড়ে মেরে ফেলব ! এস দিদি, এই দিক দিয়ে এস ?

বি। হে ঠাকুর, তুমি এর বিচার কোরো ! ওদের মা বাপেরা যেন তুটী চক্ষের মাথা খেয়ে বসে থাকে। আমার মত যেন তাদের হাত হয়।

শ। নাও নাও, আর বক্‌তে হবে না, এখন ঘরে চল। তুমিও কি ছাই আর মরবার জায়গা পাও না !

বি। আমার কি দোষ ? ভূলো ড্যাকরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে এল।

শ। খুব হয়েছে, বেশ হয়েছে ! যেমন আচার আচার করে মর,

তেমনি জব্দ হয়েছ। নোখ খুঁটে খুঁটে, আর গা ধুয়ে ধুয়ে হাত পায়ে ঘা হয়ে দেখ এর পর পোকা বিজ বিজ করবে।

বি। যা যা যা, তুই যা, তোর কথা আমার ভাল লাগে না। উনি এলেন আবার ধম্‌কাতে। পাড়ার পোড়াকপালিদের ছেলে গুল মরেও না।

শ। থামো, চুপ কর, একটা কথা বলি শোনো। আরতো এখানে কেউ নেই। (এদিক ওদিক চেয়ে নিকটে এগিয়ে এসে)।

বি। দেখিস্‌ দেখিস্‌ আকাচা কাপড়ে আমায় ছুঁসনে! অনাচারে অনাচারে মলেম।

শ। আঃ (একটু সরিয়া) তোমার মেজো দেওর বলেছে, বড় বউ যদি আমার একটু উপকার করেন, তা হলে তাঁর কাছে আমি বড় বাধিত হব।

বি। আহা তা কি কত্তে হবে বল্‌ না? আমার যত দূর সাধ্যি তা কর্‌ব। আহা কর্‌ব না, সে যে আমার কত উপ্‌গার করেছে।

শ। কথাটা হচ্চে কি, একটু মিথ্যে কথা বল্‌তে হবে।

বি। আঃ তাতে আর কি, একটা ছেড়ে পাঁচটা বল্‌তে পার্‌ব। তুই বল, আর দাঁড়াতে পাচ্ছিনে, আবার নাইতে যেতে হবে।

শ। রামকান্ত দাদার মেয়ে সুরমার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়েছে, তোমার মেজো জায়ের শ্রাদ্ধে সেখানে তুমি যাবেত? সুরমাকে সেই সঙ্গে ভোগা দিয়ে নিয়ে যেও।

বি। আচ্ছা তা যাব। কিন্তু সে মেয়েটা বড় ব্যাধড়া, একলা আমার সঙ্গে যাবে কি?

শ। তার বাপ তাকে নিয়ে যাবে, তুমি থাক্‌লে একটু ভাল হয়; নৈলে বাপের সঙ্গে একলা সে যাবে না।

বি। তা হলে পারব। কিন্তু বীরে ছোঁড়া টের পেলে আমার ঠ্যাং খোঁড়া করে দেবে।

শ। সুরমাকে তুমি রাজী করাতে পার্‌বে তো? আজই বৈকালে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে?

বি। সে আর তোকে ভাবতে হবে না। বেঁচে যাবে, এমন বর কি আর পাওয়া যায়! কত লোক নালিয়ে মর্‌ছে মেয়ে দেবার জন্যে। রাজী আবার নাকি হবে না!

শ। তবে যাও, এখন নাইতে যাও, তোমার ছুঁচি বাইয়েতেই যে সব গেল। যাও, যদি এ কাজটা উদ্ধার কত্তে পার, তা হলে দশ টাকা লাভ আছে।

বি। তবে এখনি যাই, পূজো আহ্নিক হবে এখনি।

শ। ফিকির করে বলবে যে, আস্‌বার সময় দক্ষিণেশ্বরের পরমহংসকে দেখিয়ে আন্‌ব।

বি। আরে নে! তুই রেখে দে! বলে ভাত খাবি, না পাত পাড়ব কোথা। বেঁচে যাবে, এক ঝুড়ি গয়না পাবে (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

রসময়ের বৈঠকখানা। রসময় আসীন।

র। যাক্, এখন আপদ চুকে গেল; একটা ঋণ থেকে উদ্ধার হলেম। যেরূপ খরচ পত্র করে শ্রাদ্ধ করা গেল, এতে বোধ হয় মাগীর সদ্‌গতি হয়েছে। আমারও এক আধটু যা ত্রুটি হয়েছিল, তারো প্রায়শ্চিত্ত হয়ে গেল।

তামাকু সাজিয়া আয়না বুরুষ হাতে বামনীর প্রবেশ।

বা। (হুঁকা প্রদানপূর্ব্বক), বাবা, শ্রাদ্ধে বড় ঘটা হয়েছে, জিনিষ পত্র এখনো আঢালা।

র। তাত হল বুঝলাম, তোমাদের নতুন গিন্নীর কান্না কাটি থেমেছে কি বল্‌তে পার?

বা। এ বেলা একটু যেন হাসছিলেন বোধ হল। তা বাবা, একলা থাকৃতে পারে কি গা!

র। কাশীপুরের বাবুরা সব চলে গেলেন?

বা। হাঁ, তাঁরা সব চলে গেছেন, বড় জেঠাইমাও আজ গেলেন, আবার কাল আস্‌বেন বলেছেন। তাঁদের যাবার সময় মেয়েটা বড় কেঁদেছে।

র। আমি যে ছবি দিইছিলাম তার কি কর্‌লে?

বা। তাই দেখে দেখেইত এ বেলা একটু মুচকে মুচকে হাস্‌ছিলেন।

র। বটে! তবে বোধ হয় পছন্দ হয়েছে। আর না হবার তো কোন কারণ দেখি না। (আয়না ধরিয়া বুরুষ দ্বারা চুল বাগাইতে প্রবৃত্ত)

বা। বাবা, আপনাকে পাড়ওলা কাপড়ে বেশ দেখায়।

র। হুঁ হুঁ, বামুন ঠাক্‌রুণ, তবু এখনো ফুলকোঁচা করে পরিনি! সাধে কি সে হেঁসেছে! (না না রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া দর্পণে শরীর এবং মুখ দর্শন) হ্যাঁগা, খেয়েছে টেয়েছে তো? যা যখন খেতে চাইবে, তৎক্ষণাৎ এনে দেবে, এই বলে রাখলাম।

বা। ওগো বাবা, খেতে টেতে বড় চায় না; সদাই যেন আনমোনা। আহা বড় জেঠাই মা যখন গেলেন, তখন যে কান্নাটা কাঁদলে; ও বাবা, মেয়ের মুখ যেন তোলো হাঁড়ী! দাদা দাদা করে কত ক্ষণ কেবলই ফোঁপাতে লাগলো।

র। দাদাকে বড় ভালবাসে। ছোঁড়াটা যে হতভাগা। আমার সম্বন্ধী হবে, কত মান তা বুঝলে না; নৈলে অনায়াসে একটা চাকরী করে দিতে পার্‌তাম। এত কাঁদলে তা, বাড়ীতে কেউ কিছু বলে টলেনিতো?

বা। তাত বল্‌তে পারিনে, দাদা বাবু একবার কেবল উকি মেরে চেয়ে দেখছিলেন।

র। খবরদার, কেউ কিছু বল্‌লে আমি তার মাথা নেব!

শশাঙ্কের প্রবেশ।

কি হে গাঙ্গুলী! যাও বামুন ঠাক্‌রুণ তামাক সেজে আন। (বামনির প্রস্থান) এত দেরি হল যে?

শ। আপনারি কাজে ব্যস্ত ছিলাম। মোক্‌দ্দমার যোগাড় ঠিক ঠাক করে দিয়ে এলাম।

র। আর কোন গোলযোগ নাইত?

শ। যাকে নিয়ে গোল তাকে দেশছাড়া করা হয়েছে। আপনার জমীদার বন্ধু এমন চক্রে তাকে ফেলেছেন যে এখন তাকে অনেক কাল ঘোল খেতে হবে। তার মাকে ধরে নিয়ে গিয়ে রাঁধুনী করে রেখেছে। ওঃ ছোড়াটার যে সে দিন কান্না! যেন কাটা ছাগলের মত মাটীতে লোটাতে লাগল!

র। কেন তার বড় ভাইতো আছে, সে কিছু বল্লে না ?

শ। সেটা ষণ্ডা মার্ক, মাকে ভাত দেয় না। অকিঞ্চনকে সেও বিলক্ষণ ফাঁকি দিয়েছে।

র। সে এখন কি করে ?

শ। কি আর করবে, আমলা মোক্তারদের বাসায় বাসায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনার হবু সম্বন্ধীরও একটা চাকরী জুটেছে।

র। বাবা, এখনো অনেক বাকী! সহজে যদি টিট্ না হন, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বার কর্‌ব। জয়েণ্ট মেজেষ্টারকে বলে রেখিছি, ও একজন পলিটিকেল্ এজিটেটর। কিছু কাল তো জেলে পচুক, তার পর বোঝা যাবে।

শ। তার পর এ দিকের সংবাদ কি ?

র। মন্দ নয়, পছন্দ হয়েছে। বামুন ঠাক্‌রুণ, তামাক! আন।

বামনীর পুনঃ প্রবেশ।

তোমাদের নতুন গিন্নীকে এই খানে একবার আন্‌তে পার ?

বা। কেন পারব না ? তাঁর সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছে। তবে যাই, আনি গে। (প্রস্থান)

শ। আমিও তবে এখন যাই, অকিঞ্চন যাতে শিগ্‌গির জেলে যায় তার যোগাড় দেখিগে। বিবাহের দিন স্থির হলে আমাকে সংবাদটা দেবেন। (প্রস্থান) (রসময়ের চুল বাগানো, দর্পণে মুখ দর্শন)

সুরমার সহিত বামনীর প্রবেশ।

বা। ইনি আস্‌তে চাচ্ছিলেন না, আমি কত করে তবে ধরে আন্‌লাম।

র। (গীতারম্ভ) হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ নানা নানা তা না নান্না। তাদের দের দের তাদের তানুম, কলঙ্ক গেল না কালো। (সুরমার এক পাশে সংকুচিত ভাবে উপবেশন) কেমন বামুন ঠাক্‌রুণ, আমি বেশ ভাল গাইতে পারিনে ?

বা। আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার গলা বড় মিষ্টি। আমাদের নতুন মাও খুব লেখা পড়া জানেন। কিন্তু মেয়েটা বড় রোগা।

র। ও দুদিন ভাল করে খেলে দেলেই সেরে যাবে। হ্যাঁগা, বলি

তুমিত অনেক কেতাব টেতাব পড়েছ, আমার রমণী রতন কাব্য দেখেছ কি? আচ্ছা তবে একটু পড়ে শুনাই। (চসমা নাকে দিয়ে পাঠ) "নদীর ঘোলা জলে তরঙ্গ উঠেছে, তার উপরে কমলিনী কুমুদিনী সূর্য্যের দিকে চেয়ে চেয়ে হাস্‌ছে আর হেলে দুলে নাচছে। সৈকত পুলীনে হংস হংসী চক্রবাক চক্রবাকী চকোর চকোরী সাঁতার খেলিতেছে। শরতের আগমন দেখে যত রাজ্যের কোকিল কাকাতুয়া পাপিয়া ভ্রমর ভ্রমরী শুকসারি ডেকে ডেকে আকাশকে মাতিয়ে তুলেছে। আর বেলফুলের গন্ধে প্রবাসী বিদেশীর মন বাড়ী যাবার জন্যে ছট ফট করছে। গগনে মেঘ নাই, পথে কাদা নাই, অথচ আছে; যেন বসন্ত এবং শরৎ দুটোয় মিশে গিয়েছে। পঞ্চমীর চাঁদ উঁকি মেরে চেয়ে দেখছে। এমন সময় রমণী কলসী কাঁকে লইয়া পাড়ার রামী শামী ক্ষেমী বামীর সঙ্গে নদীর ঘাটে নামিল। অদূরে এক পানসী নৌকা দেখিয়া দাঁড়াইল; একবার বসিল, আবার উঠিল, তার পর একটু কাঁদিল, কিন্তু চোখে জল পড়িল না। পাঠিকা, তোমার সঙ্গে রমণীর বোধ হয় আলাপ নাই? ইনি অল্প বয়সে বিধবা, অথচ সধবা।" (মুখ ফিরাইয়া সুরমার হাস্য)

বা। ইনি বড় খুসী হয়েছেন, হেসে হেসে যেন মরে যাচ্ছেন।

র। হাঁ, এইবার ঠিক মনের মতটী হয়েছে। আচ্ছা তবে আর একটু অমিত্রাক্ষর পড়িয়ে শুনাই।

> "বাতায়নে বসি বামা বিলাপিলা, আহা
> না দেখে স্বামী রতনে ঘরে, মরি মরি!
> দালানে দুর্গা প্রতিমা দশ ভূজাধারী,
> নাচ দুয়ারে পাঁটাকুল খায় কুল পাতা।
> ছাদে বসে ঝি মাগীরে দিচ্ছে ফুলবড়ি,
> তবলদারে উঠানে করে কাঠ চেলা।"

(সুরমার হাস্য) দেখলে বামুন ঠাক্‌রুণ, কেমন খুসী করে দিইচি! আমার এ কাব্য অনেকে বলে, বঙ্কিম বাবুর চেয়ে ভাল হয়েছে। কি বল গা? নয়? পেটে একটু লেখা পড়ার রস আছে কি না, সব বুঝ্‌তে পেরেছে। আমি এবার এডুকেটেড্ ওয়াইফ বে করে বড় হ্যাপী হব।

বা। হ্যাঁগা, তার পর রমণীর কি হল?

র। আজ থাক্, যে দিনে আমাদের যুগল মিলন হবে, সেই দিন রস-রাজের সহিত রমণীর মিলনের কথা পড়ে শোনাব। আমার এ কাব্যের শীঘ্র অভিনয় হবে, তোমরা দুই জনেই আমার সঙ্গে যেও, গিয়ে থিয়েটর দেখে এসো। বামুন ঠাকুরুণ, গয়নার বাক্সটা এনে খুলে সব একবার দেখাও না?

বা। কেমন গা দেখ্‌বে? অনেক ভাল ভাল হীরে মুক্ত পান্না বসান গয়না আছে। (সুরমার ঘাড়নাড়া) না গো বাবা, উনি দেখ্‌তে চাচ্ছেন না।

র। হাঁ বুঝিছি, লজ্জা হয়েছে। আচ্ছা তবে এখন থাক। আমি ওঁর জন্যে এক সুট বিবিআনা পোষাকও করে দেব। বিবি সাজিয়ে দুই জনে বগীচড়ে হাওয়া খেতে যাব। একে দক্ষিণে বাতাস, তাতে চাঁদনী রাত, গায়ে আতর গোলাপের গন্ধ ভুর ভুর কচ্ছে; আহা কি আনন্দটাই হবে! এইতো স্বর্গ! নৈলে স্বর্গ আর কাকে বলে?

বা। হেঁগা, বিবির পোষাক পরলে যে জাত যাবে।

র। তা কেন যাবে? আমার গলায় দিব্বি গোচ্ছা পৈতে থাক্‌বে। হিন্দুয়ানী পূরো ষোল আনা রেখেও এখন ও সব চলে। সে কথা যাক্, আচ্ছা, আমাদের বিয়ের তো দেখছি সব যোগাড়ই হয়েছে, আজই কেন তবে সাত পাক ফিরিয়ে দেও না? তুমি পুরুৎ ঠাকুর হয়ে মন্ত্র পড়। আমাদের শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহ ব্যবস্থা আছে, আর একটা আমি তার ওপরে নতুন যোগ করে দিই। বেশ কথা, এস তবে গাঁটছালা বাঁধি। বামুন ঠাকরুণ, তুমি যাও শালগ্রামটা শীগ্‌গির আনগে। যদি না পাও, একটা গোল আলুতে কালী মাখিয়ে নিয়ে এস। (বামনীর প্রস্থান) (সুরমার দিকে অগ্রসর হওন, ও সঙ্কুচিত ভাবে সুরমার এক কোনে গমন) কেন, ভয় কিসের জন্যে? আমরা যে তোমাদের করণীয় ঘর। এস গাঁটছালা বাঁধি। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডাবে বল। (অগ্রসর হওন)

সু। (সম্মুখীন হইয়া) হাদ্দেখ! যদি মান বজায় রাখ্‌তে চাও, তা হলে খবরদার আমার গায়ে হাত দিও না বল্‌ছি। এখনি এক ভয়ানক কাণ্ড করে ফেলব তখন টের পাবে!

র। (থত মত খেয়ে) কেন, কেন, তা তা গায়ে হাত দিলামই বা? তুমি তো আমাকে খুব ভাল বাস। (হস্তপ্রসারণ)

সু। (আলুলায়িত কেশে বিস্ফারিত নেত্রে) ফের গায়ে হাত দিতে আস্‌ছ! আমি কে তা তুমি জান? যে সে লোক পেয়েছ তাই ছোট লোকের মত ব্যবহার করবে? (রসময় অপ্রতিভ এবং সঙ্কুচিত) এত বড় আস্ফর্দ্ধা, তুমি আমার বাপের বয়েসী হয়ে কি না পশুর মত আচরণ দেখাচ্ছ! (ছুরি বার করিয়া) এই দেখ ছুরি, তোমার ঐ কলঙ্কিত হাত যদি আমার অঙ্গ স্পর্শ করে, তা হলে এই ছুরি গলায় বসিয়ে দিয়ে এই দণ্ডে আমি প্রাণত্যাগ করব!

র। (ভয়ে কম্পিত হইয়া) না না না, এক সম্পর্কে তুমি আমার নাতনী হও, তাই তাই, তাই তামাসা কচ্ছিলাম।

সু। কি নরাধম, পাষণ্ড, আবার মিথ্যা কথা! তুই কি আমায় এমনি ছোট লোক দেখিছিস, যে নেমন্তন্নের ছলে বাড়ীতে এনে গয়নার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে রাখিবি! এই শরীর মন যে পবিত্র পুরুষের চরণে আমি সমর্পণ করিছি তুই তার পায়ের তলায়ও বসিবার যোগ্য নস্। তোর সম্মুখে এই দণ্ডে দেখ আমি প্রাণত্যাগ করব! (কাঁদিয়া) হায়! বাবা আমাকে জেনে শুনে রাক্ষসের হাতে সঁপে দিলেন। হা ভগবান, তুমিত ঠাকুর সব জায়গাতেই আছ, দেখ নাথ পাপী পাষণ্ডের হাত থেকে দাসীকে তুমি শীঘ্র বাঁচাও। নৈলে বল আমি আত্মহত্যা হয়ে মরি। তোমার পদতলে দেহ ত্যাগ করি।

র।. (মহাকম্পন) উ হু হু হু, ও বাবা, কি ভয়ঙ্কর তেজ! চোখে আর কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। ওরে কে আছিস ধর। হু হু হু! (কাঁপিতে কাঁপিতে প্রস্থান)

সু। হায়, এ সময় আমার দাদা কোথা রৈল। দাদা গো! (রোদন) তুমি কোথায়? রাক্ষসের পুরী থেকে আমাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাও দাদা! ওরে প্রাণের ভাই দাদা আমার! তুই কোথা রৈলি। হায়রে পাপীয়সী বিমাতা, তোর হাতে পড়ে আমার বাবাও পর হয়ে গেল। প্রাণেশ্বর, আহা তুমিও আমার জন্য পথের ভিখারী সর্ব্বস্বান্ত হলে। না জানি কোন্ ঘোর বিপাকেই তুমি পড়েছ। হায় হায় হায়! তোমাকে বা কোথায় নিয়ে গিয়ে মেরেই ফেল্‌লে। হায় রে আমাদের প্রাণের

চির প্রেমবন্ধন কেটে দিতে চায়। আমি যে তোমা বই আর কাউকে কখন কল্পনাতেও মনে স্থান দিইনি। আহা মৃত্যকালে আমি বুঝি তোমার চরণ দেখতে পেলাম না। (একটু নীরব হইয়া) ও মা! মা গো! কোথা তুমি? একবার এই দুঃখিনী মেয়েকে কোলে নেও। মা বিপদ-উদ্ধারিণী, দাসীকে শ্রীচরণে একটু স্থান দাও (শোকাকুল চিত্তে সঙ্গীত)

খাম্বাজ মিশ্র—তাল ঠুংরি।

মা অভয়ে বিপদবারিণী। শরণাগত দীনপালিনী।
শোকে তাপে জর জর, ধর মা গো কোলে কর,
দাও শান্তি শান্তিদায়িনী; তার গো ত্রিতাপহারিণী তারিণী।
হারাইয়ে প্রিয়জনে, একাকী এ ভব বনে, কাঁদে অনাথিনী
দুঃখিনী; কাতরে মিনতি করি, দেও দেও মা শঙ্করী,
অভয়চরণতরণী; চাও গো করুণানয়নে জননী।

যবনিকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক

১ম গর্ভাঙ্ক

বাসাবাড়ী আটচালা।

শশাঙ্ক আসীন। উকীল হলধর

এবং মদন সেরেস্তাদারের প্রবেশ।

শ। কিহে, সে জ্যাঠা ছোকরটাকে কিছু দোরস্ত করতে পার্‌লে কি?

ম। কৈ আর পারলাম, হাকিমের সঙ্গে সে লড়াই কত্তে চায়; মরবে, এর পর ভুগবে। আমিত অনেক করে বুঝিইছি, এ কথা তুমি ভাই হাকিমকে বোলো, তিনি যেন আমার ওপর বিরক্ত না হন।

শ। আমিও পুলিসে ওয়ারেণ্ট বার করবার যোগাড় করে রেখিছি। হলধর মামা, চুপ করে আছেন যে? খবর কি বলুন?

হ। হাইকোর্টে একটা ডাইবোর্সের মোকদ্দমা চল্‌ছে দেখেছ?

শ। ইংরেজ ব্যাটাদের ভেতরে ও বিষয়ে সব ভারি গলদ।

ম। ও আর নতুন কি। তবে আর নাইন্‌টিন্থ সেনচুরি বলেছে কেন? আর দু বছর পরে বাঙ্গালীর মধ্যেও কত গণ্ডায় গণ্ডায় হবে দেখ্‌বে।

শ। মামা আমার বেশ আছেন, কোন উৎপাত নাই। স্ত্রীপুত্রের জন্যে কোন ভাবনা ভাবতেও হয় না, কিছুই না।

হ। হুঁঃ (দীর্ঘনিঃশ্বাস) ভাবনা ছাড়া আজ কাল কাউকেই বড় দেখা যায় না।

ম। ওঁকেও বিলক্ষণ ভাবতে হয়। সংসার এক মজার জিনিষ। স্ত্রী পরিবার না থাকলেও লোকে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, থাক্‌লেও হাড় কালী হয়। আচ্ছা ভাই, ইংরেজদের মধ্যে না কি শুনিছি পারিবারিক সুখ বড় চমৎকার!

শ। কিছু না, সব ফাঁকি; মেমগুলর খোসামোদ কত্তে কত্তেই সাহেব ব্যাটারা মরে; সেই জন্যইত আজ কাল অনেকে বিয়ে কত্তে চায় না। তুমি ভাই এ বিষয়ে বেশ সুখে আছ। দুটিতে যেন ঠিক চকা চকির মত।

ম। ও সব কি জান, বাইরে থেকে দেখতেই ভাল লাগে; ভেতরে ন্যাল্লাই থ্যাড়।

হ। কেন ভাই, অমন কথা বল্‌ছ? তুমিতো কেবল তোমার স্ত্রীর সেবার গুণেই বেঁচে আছ?

ম। তা সত্য, কিন্তু এক আধটি সন্তান না হলে সবই মিথ্যে।

হ। আবার একটা বিয়ে কর্‌বে না কি?

ম। না, তা আর বোধ হয় হয়ে উঠবে না। শেষ দুটোয় চুলোচুলি করে মরবে।

শ। না, আর তবে বলোনি! ওঁর পিসীমা যে একটা যোগাড় করে এনেছেন। তা ওতে আর দোষইবা কি। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা" আমাদের চিরকালের শাস্ত্রের কথা।

হ। আচ্ছা মনে কর, ঐ কথাটি যদি ঠিক উল্‌টে বলা যায়, তা হলে কেমন লাগে? মেয়েদের প্রাণে বাপু অনেক সয়, পুরুষেরা তার শিকির শিকিও পারে না।

শ। পারবেই বা কেন? মেয়ে হল মেয়ে; আর পুরুষ যে সে পুরুষ।

হ। স্বামী বর্ত্তমানে স্ত্রী যদি আর এক জনকে বিয়ে করে, তা হলে সেটা কেমন দেখায়?

শ। তোমার কি না এখন ও পথ বন্ধ, আর তো আশা ভরসা নাই, কাজেই এখন ফিলোজফাইজ্ করা হচ্ছে। পৃথিবীতে তারও দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

হ। আচ্ছা ভাই, খ্রিষ্টান পাদরীরা খ্রিষ্টের অমন উপদেশ থাকৃতে ছাড়াছাড়িতে মত দেয় কি করে? অনায়াসে গির্জেয় গিয়ে স্বামীত্যক্তা স্ত্রী গুলর বিয়ে দিয়ে আস্চে! আবার প্রার্থনা করে!

শ। তার সব ভিন্ন ভিন্ন মানে আছে। তুমি ওর তত্ত্ব কি বুঝবে? বৈরিগী হয়ে তুমি এখন বয়ে গেছ।

হ। বাপু, ওদের মধ্যে আবার এমন দাম্পত্যপ্রেম আছে, যে শুনলে অবাক হতে হয়। তোমার সতী সাবিত্রী তার কাছে কোথায় লাগে! কোন এক বড় লোকের মুখে শুনিছি, বিলাতে একজন খুব ধনী বড় মানুষ আছে, বয়স ও তার কিছু বেশী নয়, তার স্ত্রী পক্ষাঘাতে একবারে মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে, কেবল মুখখানি মাত্র আছে। তবু টেবিলে খানা খাবার সময় তাকে রোজ কাছে বসিয়ে সে তার মুখে চাম্চে করে খাবার তুলে তুলে দেয়, নিজে কোলে করে আনে। কেমন নিঃস্বার্থ স্ত্রীভক্তি দেখেছ? কিছুতেই আর সে বিয়ে করলে না।

শ। হ্যাঁঃ তাও কি কখন হতে পারে? কোথাকার একটা আষাড়ে গল্প নিয়ে এল।

হ। ওহে ভাই, এটা কি তুমি অসম্ভব মনে কর? যথার্থ দাম্পত্য প্রেম হলে কোন স্ত্রী পুরুষ একবার বৈ আর কি বিয়ে কত্তে পারে? অন্য কাউকে তারা মনেও স্থান দেয় না, দুজনে এক আত্মা হয়ে যায়। সেই বড় লোকটী বিলাতে গিয়ে স্বচক্ষে দেখে এসেছেন, তাদের সঙ্গে বসে তিনিও খানা খেয়ে এসেছেন।

শ। ইংরেজের টেবিলে খানা খেয়েছেন, তবেত তিনি ভারি বড় লোক!

হ। যা হোক, মোদ্দা স্বামী মরলেই স্ত্রী বিয়ে করবে, আর যে সে একটা অছিলে, করে স্ত্রী বর্ত্তমানেও পুরুষেরা বার বার বিয়ে করবে, এটা দেখ্‌লে কেমন যেন বোধ হয়।

শ। আরে ভাই, বাচ্চাশুদ্ধ ধাড়ি বিয়ে করে আনছে কত লোকে, তুমি কি বলছ। তিব্বত অঞ্চলের মেয়েরাও পাঁচ সাতটা পুরুষকে বিয়ে কত্তে পারে। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী ছিল জানত? চীনদেশের একটী স্ত্রী পাখী

দিয়ে গোরের উপর বাতাস কোরত। গোর শুকুলে শীঘ্র তিনি আবার বিয়ে কত্তে পাবেন এই ইচ্ছা।

ম। আ মরি মরি, কি পতিভক্তি!

হ। সেটা কি আর ভাল, এ বিষয়ে আমি স্ত্রী স্বামী উভয়কেই মন্দ মনে করি। এই স্বামী স্ত্রী দুজনে গলায় গলায় প্রেম, একের মরণে দুজনে মরে; কেউ বল্‌ছেন, অর্দ্ধাঙ্গ, কেউ বলছেন সহধর্ম্মিণী, এর ভেঁতর যদি মনে এই চিন্তাও আসে, যে আমি মরে গেলেই ও আর একটা বিয়ে করবে, তা হলে প্রেমটা আর রৈল কোথা? বিয়েটা যেন পাঁটা বকরী কেনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ। ওগো মামা, তোমায় আর অত উপদেশ দিতে হবে না, এমনি করে যে কটা দিন কেটে যায় তাই ভাল; মরে গেলে কে কি করবে তা ভাবলে আর ঘরকন্না চলে না! তোমার এ দুর্দ্দশা আবার করে হল?

হ। ঠাট্টাই কর, আর যা কর, মোদ্দা বিবাহ সম্বন্ধে এরূপ যথেচ্ছাচার পশু ব্যবহার হলে পরিবারমধ্যে শান্তি থাকবে না। স্ত্রীলোক সম্বন্ধে এটা আরও অসহ্য। হায়! এ সংসারে কেউ কারো নয়, সব যেন বণিক বৃত্তি।

ম। উনি যা বল্‌ছেন তা সত্য কথা, কিন্তু পৃথিবীতে সবইত চলে যাচ্ছে। কিছু দিন হল, আমাদের একজন হাকিম বুড় বয়েসে বিয়ে করে মরে গেলেন, তাঁর স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে।

শ। চুলোয় যাক্ ও সব কথা, অত আর ভাবতে পারিনে। তোমরা এখন যাও, নয়ানচাঁদ বাবুর সাক্ষী লোক জন সব আসবে, তাদের সব শিখিয়ে পড়িয়ে তৈয়ের কত্তে হবে। গ্রেপ্তারি পরোয়ানা হয়তো এতক্ষণ বেরল। (হলধরের প্রস্থান)

ম। আহা! ছোঁড়াটা ভাই বড় ভাল মানুষ। কিন্তু কেমন যে প্রেমের ফাঁদে পড়েছে, জেলে যাবে সেও স্বীকার, তবু বিয়ের আশা ছাড়বে না।

শ। বিয়ে এমনি জিনিষটী, তাতে আবার যৌবন কাল। মেয়েটার শ্রীই বা এত কি? পুরুষের মত চেহারা। তবে একটু ডাগর ডোগর বটে, আর লেখা পড়া জানে।

ম। হলধর বাবুর বোধ হয় মনে একটু বৈরাগ্যের উদয় হয়েছে। কথাগুলি যা বললে মন্দ নয়।

শ। ও আর কি কথা! ওর চেয়ে কত ভাল ভাল কথা শোনা গেছে, আবার তার ভেতর কত গলদও শেষে বেরিয়ে পড়েছে। আর একবার ওঁর অমন বৈরাগ্য হয়েছিল, ভেতরে কতটা বলা যায় না।

ম। আচ্ছা ভাই, অকিঞ্চন ছোকরা যে আধ্যাত্মিক প্রেমের কথা বলে, তা কি সম্ভব ?

শ। তুমিও যেমন ক্ষেপেছ, শরীরের প্রেমই থাকে না, তার আবার আত্মার! যথার্থ ভালবাসা কোথাও নাই, যতক্ষণ যে যার মন যোগাতে পারে ততক্ষণই তুমি আমার, আমি তোমার, তার পর সব ফক্কিকার। আমি ও অনেক দেখিছি। দেখে শুনে এখন চালাক হইছি। "শেয়ানে শেয়ানে কোলা কোলি, মুটম হাত ছাড়া ছাড়ি" স্ত্রীকে যারা পূজো কোত্তো তাদেরও আমি ফের বিয়ে কত্তে দেখিছি। (উত্থান)

ম। যাই, ছোকরাকে আর একবার বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি পারি দেখিগে।

(উভয়ের প্রস্থান)
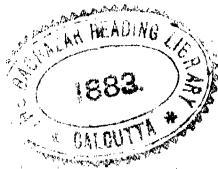
তৃতীয় অঙ্ক।

২য় গর্ভাঙ্ক।

মদন সেরেস্তাদারের বৈঠকখানা।

অকিঞ্চন আসীন।

অ। বিপদের মেঘ ক্রমে দেখছি ঘোরাল হয়ে এল। কিন্তু এই বিপদের মধ্যেই বিপদভঞ্জন রূপটো আমাকে এবার ভাল করে দেখতে হবে। সে মনোহর রূপ অন্য কোন অবস্থায় তো আর দেখতে পাব না। এ এক প্রকার মজা মন্দ নয়। ভয় ভাবনাটাকে এমনি করে করে শেষে তাড়িয়ে দেব। (হাস্য)

মদনের প্রবেশ।

ম। কিহে চক্রবর্ত্তী, একলা কার সঙ্গে কথা কোচ্ছ ? তোমার কি কিছু পাগলের ছিট আছে না কি ?

অ। আজ্ঞে তা কি বলতে পারি। হয়তো বা কিছু আছে।

ম। শুনলাম ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে, শেষে জেলে যাওয়াটাই কি ভাল? কিছু উপায় টুপায় কর?

অ। কোন উপায় তো দেখিনে।

ম। আরে ভাই দেখ না যদি, তবে বিয়ের আশা কেন ছেড়ে দাও না। একখান পত্র সুরমাকে লিখে দাও, যে আমি তোমাকে চাইনে। এক কথায় এখনি মিটে যাবে। যদি না পার, তবে উকিল মোক্তার দিয়ে মোকদ্দমা চালাও।

অ। এ দুয়ের একটাও আমা হতে হবে না। বিচারালয়ে যে প্রণালীতে সত্য নির্দ্ধারণ হয় তার ওপর আমার কোনই আশা নাই। ওরূপ পত্রও আমি সুরমাকে লিখতে পারব না।

ম। পারবে না তো মজা দেখো এখনি। একটা স্ত্রীলোকের মায়া আর ছাড়তে পারলে না! হা অদেষ্ট! মন থেকে তাকে বিদায় করে দাও না কেন? ভাল বেসেত এই ফল।

অ। আমি ভাল বাসাও জানিনে, বিয়ে কাকে বলে তাও বুঝিনে, তার মধ্যে আমি, আমার মধ্যে সে এই কেবল বুঝি।

ম। তবে তুমি বাস্তবিকই পাগল! যাও, তবে আর কিছু হবে না, একখান তমশুক লিখে দিয়ে যেও। তোমার জন্যে আমায় কিছু খরচ পত্র কত্তে হয়েছে। নিহাত কুগ্রহ, নৈলে এত করে বল্লেম, কিছুতেই বুঝতে পারলে না। আমার কিন্তু বাপু দায় দোষ নাই। (প্রস্থান)

অ। (একাকী) কি আশ্চর্য্য পৃথিবীর লোক গুলর ব্যবহার! প্রেমটাকে কি সামান্য বস্তুই এরা মনে করে! এ সংসারে প্রকৃত প্রেম নিতান্ত বিরল বলেই বুঝি তার প্রতি লোকের এত হতাদর। হায়! এমন স্বর্গীয় সামগ্রী যেন বাজারের মাচ তরকারীর মত হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন রকমে মিথ্যা প্রবঞ্চনা স্বার্থ সাধন দ্বারা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে পারলেই যেন জীবনের উদ্দেশ্য একবারে সফল হয়ে গেল! টাকার জন্যে লোকগুল কি কাজই না কচ্ছে। অর্থ অর্থ করে যেন একবারে পাগল। ঠাকুরের এও একটা লীলা বটে, আচ্ছা কিন্তু তিনি বাঁচিয়ে দিয়েছেন। নৈলে আমাকেও এই নরক ঘাঁটতে হত। বেশ আছি ঠাকুর, আমি তোমার কৃপায় সুখে দুঃখে এক প্রকার আছি ভাল।

মকরন্দ ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ম। হরি হে সচ্চিদানন্দ! ওঁং ওঁং ওঁং। ওঁং তৎসৎ। কি হে বাপু, স্নানাদি হয়েছে কি? সকালে সকালে চারটি আহার করে নাও, বোধ হয় কিছু দিন এখন আর তোমার ভাল আহার জুটবে না।

অ। আস্‌তে আজ্ঞে হোক, আহার করে আর কি হবে! হরিই আমার অন্ন জল। আপনি বোধ হয় এখন এখানে কিছু দিন আছেন?

ম। কৈ, তা আর পাচ্ছি কৈ। মাঝে মাঝে ছেলে মেয়ে গুলকে এক একবার দেখতে আসি, কিন্তু এতেও অনেক তপস্যার বিঘ্ন ঘটে। সংসার বড়ই কঠিন স্থান। তোমার কথা সব জ্ঞাত হইছি। তা বাপু, কেন আর মিছে গলগ্রহ। সংসারী লোকের অবস্থাতো সব দেখতে পাচ্চ। তোমার যেরূপ ধর্ম্মে মতি গতি, কেন আর মায়াপাশে বদ্ধ হবে, বনে চলে যাও, বেশ থাক্‌বে।

অ। সংসারের মত ভয়ানক বন কি আর কোথাও আছে? এখানে যত হিংস্র জন্তু এমন আর কোথাও নাই। জনশূন্য স্থানে এরূপ জীবজন্তু এবং বিচিত্র হরিলীলা দেখতে পাওয়া যায় না।

ম। ঠিক কথাই বলেছ, কালেতে করে লোক সকল হয়েছে উন্মার্গ-গামী। এই সব দেখে শুনে আর লোকালয়ে থাক্‌তে ইচ্ছা হয় না। তীর্থ স্থান আর এই জেলা, এ জান্‌বে যে নরক বিশেষ। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম, আর ন্যায়ের নামে অন্যায় অবিচার এমন আর কোথাও হয় না।

অ। আজ্ঞে আমি সে ভাবে বলছিনে, সংসারের এই সমস্ত পাপ অধর্ম্মের ভেতরেই ঠাকুরের লীলা খেলা অনেক দেখতে পাওয়া যায়। বাস্তবিক সংসারটা তাঁর লীলাধাম ভিন্ন আর কিছুই নয়। এমন কোন ঘটনা আপনি দেখতে পাবেন না, যাতে তাঁর গূঢ় অভিপ্রায় প্রকাশ না পাচ্ছে। যেখানে পাপের প্রাদুর্ভাব, সেই খানেই আবার ধর্ম্মের জয়।

নেপথ্যে। যাক্‌, সব ঘরকন্নায় আগুন লেগে পুড়ে যাক্‌! আমি আর চাইনে! এবার সব ছেড়ে ছুড়ে কাশী গিয়ে সন্ন্যাসী হব। তিন খান নীলাম্বরি কাপড়, একখান বারানসীচেলি, বাউটী, নথ কত কি দিলাম, তবু বলে কি না কাপড় নেই। আবার একখান পঁচিশ টাকা দিয়ে বোম্বাই সাড়ী কোথা পাই বল দিকি? থাকগে সব ঘর সংসার পড়ে, আমি এই গামছা কাঁধে করেই বেরিয়ে যাব।

অ। ঐ শুনুন, একটা বাঘ বুঝি বেরিয়েছে।

গামছাকাঁধে হুকাহাতে প্রতিবাসী পদ্মলোচনের প্রবেশ।

ম। কি গো বাবাজী, কার ওপর অত বক্‌ছ? বউমার সঙ্গে ঝগড়া বেধেছে না কি?

প। দেখ দেখি খুড়, মেয়ে মানুষটোর আক্কেলটা একবার! এত এক প্রকার জুলুম করা! হুকুমের তলেই পড়ে আছি, যা যখন ফরমাস কচ্ছে সব এনে দিচ্ছি, তবু মন পাইনে!

ম। বিষয়টা কি?

প। বিষয় আর কি, আমারি মাথা মুণ্ড! তিন থান নীলাম্বরী কাপড় দিইছি, এই সে দিনেও এক থান কিরণশশী কিনে দিলাম। চল খুড়! এবার আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাব। তুমি বেশ করেছ, যেমন বেটিরে বজ্জাৎ তেমনি জব্দ হয়েছে। ফকীরি না নিলে ওদের ল্যাজে পা পড়ে না। যা থাকে ভাগ্যে, চল এবার আমি তোমার সঙ্গে চেলা হয়ে থাক্‌ব।

ম। কি বিপদ! একটু সৎপ্রসঙ্গে বস্‌লাম, তারো আবার কত ব্যাঘাত। মায়িক জীবদিগের কি দুর্দ্দশা! আচ্ছা, তুমি যে বললে ধর্ম্মের জয়, কৈ বাপু, পাপী দুরাচারীরা তো বেশ সুখে আছে দেখতে পাই, তারাতো কৈ দণ্ড পায় না। কোন কোন লোক হাতে হাতে দণ্ডভোগ করে বটে, কিন্তু একটু সাবধানে দুষ্কর্ম্ম করলে তাকে আর কেউ কিছু বড় করে উঠতে পারে না।

প। এবার আমি ফকীরী নেবই নেব, কাঁদই আর যা কর, ঘরে আর ফিরে যাচ্ছিনে, সেটি মনেও কোরো না। বল্‌লেম, আবার একযোড়া ঢাকাই দোলের সময় দেব, তা পছন্দ হল না। হল নাত এখন মজা দেখ! ফকীরী নিইছি আর তো চাইতে পারবে না! হাঁ বাবা, কেমন জব্দ। আর সিকি পয়সাও চাইবার পথ রৈল না। (আপন মনে বকুনি)

ম। ওহে বাপু, চুপ কর, কথা শুন্‌তে দেও। বল বাবা, বল শুনি।

অ। যারা খুব সাবধানে দুষ্কর্ম্ম করে, তাদেরও পাপ অধর্ম্মের ভেতরে ঠাকুর অজ্ঞাতসারে কি ভয়ঙ্কর নরকাগ্নি প্রজ্বলিত কচ্ছেন, তাতো আমরা দেখতে পাই না, যে দিন প্রকাশ হবে সেই দিন সকলে দেখে বুঝবে, যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। পাপের দণ্ড, আর পুণ্যের পুরস্কার হবেই হবে এটা নিশ্চয় জানবেন। পাপাত্মার সুখৈশ্বর্য্যের ভেতরেই দুঃখের আগুন ধোঁয়াচ্ছে।

ম। তাইতো শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বটে, কিন্তু সব সময়ে যে দেখতে পাইনে।

অ। আপাততঃ যা দেখেন না, কিম্বা দেখতে পান, সেইটেই ভগবানের শেষ কার্য্য তা কিরূপে বলবেন? বর্ত্তমান বা ভবিষ্যতের কত দূর পর্য্যন্তই বা আমাদের দৃষ্টি যায়। তার অতীত স্থানে প্রভুর মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে। পরিণামে ধর্ম্মের জয় হবে, তাতে আর বিন্দুমাত্র সংশয় আমার নাই। এ বিষয়ের সঙ্গে কালাকালের কোন সম্বন্ধ দেখি না, যথাকালে হবে। যাঁর সৃষ্ট এই বিশ্ব তাঁর ইচ্ছা জয়লাভ করবে।

প। কৈ এখনো যে কেউ ডাকতে এল না, বোধ হয় এতক্ষণ বিন্দাবনে আগুন লেগে গিয়েছে। পায়ে জড়িয়ে ধরে খোসামোদ কল্লেও আমি যাব না। এবার আগা গোড়া গেরুয়া কাপড় ছোবাব, লম্বা জটা বানিয়ে তাতেও গেরুয়া রং মাখাব, এখনি হয়েছে কি? কম্বল উড়িয়ে, কপ্নি পরে, গাঁজা ফুঁকে, ছাই মেখে বসে থাক্‌ব, মেয়ে মানুষের মুখ পর্য্যন্ত আর দেখব না। আমার কাছে আবার চালাকি? বড় মজা পেয়ে গিয়েছ না? নখ চুল দাড়ী সব এমনি বড় বড় করে রেখে দেব, যে তারা নতিয়ে নতিয়ে বেড়াবে। (এদিক্ ওদিক উকি মারিয়া) না আসুক ব্যাটারা, যা বলিছি এবার তা হবই হব। (অধোবদনে চিন্তা)

ম। বাপু, তুমি যা বললে প্রকৃত বিশ্বাসীর এই কথাই তো বটে। যা কিছু পাপ অধর্ম্ম তাতো মিথ্যা, চিরকালই মিথ্যা। যা হোক বাপু, তুমি দেখছি খুব শক্ত ছেলে। এত বিপদেও তোমার বিশ্বাস টলেনি।

অ। আমার মত কত শত ক্ষুদ্র কীট ধ্বংস হয়ে যাবে, কত যুগান্তর উপস্থিত হবে, তথাপি তাঁর শাসন অখণ্ড থাক্‌বে। আপনি আমি তো দু দিনের, তাঁর ইচ্ছা সঙ্কল্প অনন্ত কালের। আমার ঈশ্বর যেমন অনন্ত, বিশ্বাসও তেমনি নিত্য।

মনোরঞ্জনের প্রবেশ।

ম। দাদা মশায়! এখানে আছ! এই যে, এস, বাজারের বেলা হয়েছে, দিদিমা কত কি বক্‌ছে। (গায়ে হাত দিয়ে) দাদা মশায়, ওঠো না, ঘুমুচ্ছ না কি?

প। (সচকিতে) অঁ্যা অঁ্যা কি রে মোনা এইছিস্। কি কি কি বলছিস্ কি, তোর দিদি মা কি বড় কান্না কাটি কচ্ছে? আহা, তা কতক্ষণ হল বাড়ী

ছেড়ে এইছি; কাঁদবার তো কথাই বটে। মনে হচ্ছে যেন কত কাল বাড়ীর মুখ দেখিনি। হারে মোনা, বাড়ীর ভেতর তারা কি বড় কাঁদছে?

ম। না না, দিদিমা কাঁদিনি, কেবল তোমায় ড্যাকরা, ঘাটেপড়া পোড়ারমুখ মিন্‌সে বলে গাল পাড়ছে আর বকছে।

প। কি, এখনো গাল দিচ্ছে! তবে যা, আর আমি বাড়ী যাব না। মাগীর দুঃখ হয়েছে মনে করে প্রাণটা কেঁদে উঠেছিল। যা, তবে তুই ফিরে যা, বলগে যা আমি মকরন্দ খুড়র সঙ্গে বনে চলে যাচ্ছি। একবার মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা আর ফিরবে না।

ম। না তুমি এস, নৈলে দিদিমা আমার মুখ করবে। (হস্তধারণ)

প। কেন মিছি মিছি আর টানাটানি করিস্! ছেড়ে দে, আমার মন একবারে চটে গেছে।

ম। না তুমি বাজার করে দেবে এস, আমার বড় খিদে পেয়েছে।

প। (গাত্রোত্থান) আচ্ছা, তবে তুই আমার সঙ্গে চল, বাজারটা করে দিয়ে আসিগে, নৈলে আবার মরবে খেতে পাবে না। বাড়ী থেকে ধামাটা আর পয়সা নিয়ে আসগে, আমি পথে দাঁড়িয়ে থাক্‌ব।

ম। আচ্ছা তাই হবে চল। (উভয়ে গমন) দাদামশায়, আমি তোমার কাঁধে চড়ে যাব! (উঠিতে উদ্যত)

প। কেন, হাঁটতে পার না বুঝি! তোদের পুঁটির সঙ্গে আমার বিয়ে দিবিত? আচ্ছা আয় আয়! (কাঁধে তুলিয়া প্রস্থান)

অ। আপনার চেলা মশায় যে ঘরে ফিরে চল্‌লেন! (উভয়ের হাস্য)

ম। সংসারের গতিকই এই। স্ত্রীর দুটো ধমকে যদি ফকিরী নেওয়া যেত তাহলে জগৎ শুদ্ধ লোক এতদিন সন্ন্যাসীর দল হয়েপড়ত। যাক্, ও সব বৃথা কথায় আর কাজ নাই। পৃথিবীতে আর কিছু থাক্ না থাক্ ধর্ম্ম নিয়ে বাঁদরামিটে আজ কাল খুব চলছে।

অ। তা না হলে আর গণিকারা ধর্ম্মোপদেশ দেয়, হরিসঙ্কীর্ত্তন করে?

ম। আর বাবা ও কথা বোল না, শুনলে কাণে হাত দিতে হয়। পবিত্র আর্য্যধর্ম্মের দুর্গতির শেষ হচ্ছে। তারাই এখন আচার্য্য গুরু গোসাঞী। শুধু কি তাই, ঐ হতভাগিনীদের মুখে হরিসঙ্কীর্ত্তন আর ভক্তির কথা শুনে কত লোকের চক্ষে জল পড়ে। তারা মনে করে, তবে

বুঝি আমাদের খুব হরিভক্তি জন্মেছে। যাক্ বাপু, মিছে কথায় সময় গেল, তোমার কথা সব বল শুনি। আচ্ছা শুনলাম না কি, তোমার মাতা পরের বাড়ীতে রাঁধুনী, প্রণয়িনী নিরুদ্দেশ, নিজেও সর্ব্বস্বান্ত নির্ব্বাসিত হয়েছ, এখানে না খাওয়া, না নিদ্রা, ধন্য বাবা তোমাকে। আমি ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ করেও এত সহ্য কত্তে পারিনে।

অ। (ঈষদ্ধাস্য) পারাপারি যা বলছেন, সে আমিও পারি না। কিন্তু ঘোর বিপদান্ধকারে মা আনন্দময়ীর প্রসন্ন মুখ খানি এক একবার দেখতে পাই, আর তাঁর মুখের দুই একটী আশাবাক্য শুনতে পাই, তাতেই সব ক্লেশ কষ্ট দূর হয়ে যায়। নিরাপদ সুখের অবস্থায় কিন্তু এমন হয় না। আর সম্বলের মধ্যে তাঁর অভয় চরণখানি বুকে বেঁধে রেখিছি।

ম। (দীর্ঘনিশ্বাস) তাইত, এ যে বড় উচ্চ কথা হল। না বাপু, আমি তো এ কথার তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম কত্তে পারলাম না। বিপদের সময় আপনাকে সামলাবো, না তাঁকে দেখব।

অ। হাঃ হাঃ হাঃ। সামলাবার জন্যেইতো তাঁর দর্শন আগে দরকার। নৈলে বিপদ থেকে উদ্ধার করবে কে? হাল ছেড়ে দিলে আর তো বাঁচবার উপায় থাকে না।

ম। তা বটে, কিন্তু নির্জ্জন বনে বড় শান্তি।

অ। সেটা পাকা নয়, সর্ব্বদা আয়ত্ত করে রাখা যায় না। আর পরীক্ষার সময় সে শান্তি থাকে না। সংসারের মোহান্ধতা বিরক্তি ক্লেশ বিপদের মধ্যে যে শান্তি সেইটিই হচ্ছে চরিত্রগত স্থায়ী সামগ্রী। এর জন্য সাধন চাই, সাধন কত্তে গেলে সংসার ভিন্ন আর স্থান নাই। ভগবান এই জন্যেই আমাদিগকে সংসারে স্থাপন করেছেন।

ম। এত কষ্ট অভাবের মধ্যে তোমার মনে শান্তি কিরূপে থাকে আমি বুঝ্তে পারিনে।

অ। আজ্ঞে অভাব অনেক বটে, কিন্তু ঠাকুর আমার ক্ষতিপূরণ।

ম। বা! বড় মিষ্টি কথাটি ব্যবহার করেছ। আ হা হা! বেশ, বেশ, "ক্ষতিপূরণ" সব ক্ষতি তিনি নিজে পূরিয়ে দেন। ভক্তের ভার নিজে তিনি বহন করেন, বাস্তবিক এ অতি প্রাচীন কথা বটে। তাই ভাগবতে ভগবান স্বমুখে বলেছেন, "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগ ক্ষেমং বহাম্যহং।" (সঙ্গীত)

মল্লার—আড়াঠেকা।

তোমার চরণে যে জন সঁপেছে জীবন। (হরি)
কোলে করে রাখ তারে মায়ের মতন।
সুদর্শন চক্র ধরি, হইয়ে সদা প্রহরী,
ভক্তসঙ্গে সঙ্গে তুমি কর বিচরণ।

অ। আঃ! প্রাচীন ভাগবতী কথা শুনে আজ প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আহা পিতঃ! এ বিপদসমুদ্রে আপনি আমার পরমবন্ধু হয়ে এসেছেন দেখছি। এমন মধুমাখা ভক্তি কথাত আর আমাকে দয়া করে কেউ শুনায় নাই। গানটী যদি অনুগ্রহ করে আর একটি বার গান বড় সুখী হই।

(পুনরায় সঙ্গীত।)

অ। হরি, ইচ্ছাময়! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক। আহা সেই পবিত্র শোণিতমাখা সোণার ক্রুশ আমার মাথায়! কৃতার্থ করলে ঠাকুর, আমার পাপ জীবন সার্থক হল। আহা! দেবরাজ যিশু যদ্দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছিলেন সেই অমূল্য অভরণ তুমি আমাকে পরালে! ধন্য নাথ, ধন্য তোমার কৃপা। বা এ আবার কি খেলা! হরি, আবার যে নতুন বেশ ধরলে দেখি। থাকৃতে পারলে না বুঝি। আহা! হাড় ভেঙ্গে আবার যোড়া দিচ্ছেন। মেরে আবার গায়ে হাত বুলুচ্ছেন। বেশ, বেশ, এই গুণেইত মজে আছি।

ম। আহা বাপু হে, তোমার এ কোমল তনু জেলের কষ্ট কিরূপে সহ্য করবে তাই আমি ভাবছি। সেথা দস্যুর মধ্যে একা থাকৃবেই বা কি করে।

অ। সে জন্যে কিছু ভাববেন না, প্রাণসখা হরির সঙ্গে থাকৃব, তাঁর চরণতলে আমি আত্মীয় বন্ধু সকলকেই পাব।

ম। সে কি প্রকার! প্রিয়জনবর্গতো তোমার সব দূরে রয়েছেন।

অ। আজ্ঞে না, সকলেই নিকটে। পিতার অভয়চরণেই আমার প্রিয়তমা সহধর্ম্মিণী আছেন। যেখানে হরি সেই খানেই সব।

ম। বটে! তাইত, এ যে সব মহাযোগের কথা বোধ হচ্ছে। তবেত তুমি সিদ্ধ পুরুষ হে।

অ। মশায়, সিদ্ধ অসিদ্ধ আমি কিছুই বুঝিনে। এই মাত্র বুঝি,

যে আমার বাহিরে, কি ভবিষ্যতে কোন আশা নাই, সমস্তই ভিতরে এবং বর্ত্তমানে। যোগরাজ্যের মধ্যে কিছুমাত্র বিচ্ছেদ ব্যবধান নাই। ধারে ব্যবসা চালাইনে, সবই নগদ নগদ।

ম। তাইত! আমি বনচারী হয়ে যা পারি নি, এ যুবা ঘরে বসে তা সাধন করেছে। বস্তুতঃ ঠাকুরের কৃপাই সকলের মূল। তাঁর কাছে বন, আর সংসার দুই সমান। আচ্ছা বাপু, তা তুমি এত অল্প বয়সে সিদ্ধিলাভ কিরূপে করলে?

অ। আজ্ঞে, ও সব আমি কিছুই বল্‌তে পারিনে। (হাস্য)

ম। ঠিক কথা, জানলে কখন এরূপ হয় না। একে কৃপাসিদ্ধ পুরুষ বলা যেতে পারে। দেখ বাবা, আমার ইচ্ছা হচ্চে, তোমার কোন রূপ সাহায্য করি। পারি কি?

অ। প্রভুর ইচ্ছা হলে অবশ্যই পারেন।

ম। আহা! সৎপ্রসঙ্গে বেশ আরামে সময়টী আজ কাটান গেল। এমন সকল কথা কইবার লোক প্রায় এ পৃথিবীতে পাওয়াই যায় না। যাও, তবে এক্ষণে স্নানাহার করগে। ভগবান তোমার সকল দুঃখ দূর করুন!

(উভয়ের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

রসময়ের বৈঠকখানা।

রসময় মুমুর্ষু অবস্থায় শয়ন।

পার্শ্বে তিতু ঘটক ও শশাঙ্ক আসীন।

র। হুঁ হুঁ হুঁ! হেউ! হেউ! হেউ! (ছটফটানি এবং ঝোঁকে ঝোঁকে উঠিতে চেষ্টা করা)

শ। ধর, ধর, ঘটক মশায় চেপে ধর, নৈলে এখনি দাঁতকপাটি লাগবে। (ঘটক কর্ত্তৃক চাপিয়া ধরণ)

র। বাপরে! বাপরে! বাপরে! জ্বলে পুড়ে মলেম। ঐ বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! পালা পালা! উ হু হু হু শীতে মলেম। (কাঁপুনি)

শ। আরে ধর ধর! একটা লেপ চাপা দেও! মারা গেল বুঝি।

তি। বা! তুমিতো বেশ মজার লোক দেখি! আমাকেই কেবল একশ বার বল্‌ছ, নিজে ধর না কেন?

শ। রাগ কোরো না ভাই, এ সময় কি রাগ কত্তে আছে; তুমি হলে মুরব্বি মানুষ।

র। পায়খানা, পায়খানা! তোল তোল! হি হি হি! হু হু হু! হুক্কি হুয়া। (হিঁক্কে তোলা)

তি। (ধরিতে উদ্যত হয়ে) পায়খানায় যাবে?

শ। আরে না, না, তুমি কি বুঝলে; ও সব বিকারের কথা।

বামনীর প্রবেশ।

তি। হ্যাঁগা বামুন ঠাকুরুণ, বাবুর হয়েছিল কি গা? এই যে সে দিন দেখে গেলাম দিব্বি হাসছেন, খেলছেন, সকলের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কচ্ছেন। কৈ চেহারার তো কোন বৈলক্ষণ্য ঘটেনি! ঠিক যেন সহজ মানুষের মত!

শ। আহা, এমন আমুদে লোকত দেখা যায় না। স্ত্রী বিছানায় পড়ে মর মর, তবু কত আহ্লাদ অমোদ, হাসী খুসী; এক দিনের জন্যেও ওঁর মুখ হাসি ছাড়া থাকৃত না। কি সদানন্দ পুরুষই ছিলেন!

তি। তাইত, কখন যে কার কি ঘটে, কিছুই বোঝবার যো নাই। এই হাস্য পরিহাস, আমোদ কোলাহল, পরক্ষণেই কান্নার রোল। সংসার যা বলেছে মন্দ নয়, নিতান্তই অসার। ব্যামটা কি?

বা। ওগো বলব কি, বাবা সে দিন আহ্লাদ করে নতুন মাকে বল্‌লেন, এস গাঁটছালা বাঁ—

র। (চীৎকার রবে) ওরে মলেম রে! ওরে মলেম রে! পুড়ে গেল, ঝলসে গেল! ঢাল ঢাল জল ঢাল। (ঠোঁটে ঠোঁটে ভ্রু ভ্রু শব্দ)

তি। (বেদানা লইয়া) বাবু, ওগো রসময় বাবু, একটু হাঁ কর দিকি। এই বেদানা কটা খাও, এখনি শরীর ঠাণ্ডা হবে।

র। অ্যাঁ অ্যাঁ কে তুমি? রামকান্ত বাবু! দেও দেও! (হাঁ করিয়া)

তি। এই নাও খাও, চিবিয়ে খাও। (আঙ্গুলে কামড়) উহু হু হু মলেম গো, গেলেম গো, আঙ্গুল কেটে নিলে রে! (ছাড়াইয়া) বাপরে! বাপরে! একবারে মরণ কামড় কামড়েছে। রক্তারক্তি হয়ে গেল।

শ। আঃ অত হেঙ্গাম কর কেন? লাগিনি লাগিনি, চুপ কর।

তি। না ভাই, ভারি জ্বলছে, বিকারী রোগীর দাঁতে বিষ থাকে তা জান? হয়তো আমার আঙ্গুলটো খসে যাবে। আর আমি মুখে হাত দেব না। তার পর কি হল গা বামুন ঠাকরুণ?

বা। তার পর হল কি, সেই কথা না শুনে! নতুন মা একেবারে যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো, আর বকে একবারে ফাটিয়ে দিলে। ওগো শুন্‌লাম না কি! সেই সময় তার চোখ মুখ দিয়ে আগুনের হলকার মত কি সব বেরিয়েছিল! সেই বকুনির ধমকে আর সেই আগুনের তেজে বাবা একবারে থর থর করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ীর ভেতর গেলেন। আহা! (রোদন) সেই যে গিয়ে বিছানায় শুলেন আর উঠতে পারলেন না। উঃ জ্বর কি! গায়ে ধান দিলে যেন খৈ হয়।

তি। বটে! উঃ তবে সেতো বড় সাধারণ মেয়ে নয়! (চিন্তামগ্ন)

শ। পেচ্ছাবের ব্যাম ছিল, তার ওপর আবার মানসিক উত্তেজনা হয়ে এইটি ঘটেছে আর কি। ফলে এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া ভার।

নটবরের প্রবেশ।

বেশ! তুমি এতক্ষণ কোথা ছিলে? ডাক্তার কৈ? এ দিকে যে ঘোর বিকার উপস্থিত, তা টের পেয়েছ?

ন। আমি আর তার কি করব। বিকার কাল রাত থেকে হয়েছে আমি বুঝতে পেরিছি।

শ। বুঝতে পেরে চুপ করে বসে আছ কি করে? ডাক্তার তো সেই গোবদ্দি প্রাণহরণ?

ন। তা নাত কি?

শ। ও কি কথা বল্‌ছ তুমি! এই বিকার ছাড়ানো কি তার কর্ম্ম? শীগ্‌গির কোলকাতায় ডাক্তার আনতে লোক পাঠাও! তোমার হয়েছে নিহাত যেন বেগার ঠেলা কাজ!

ন। অমন করে বোল না মামা তুমি, হাঁ! সে আমাদের চিরকেলে

ফ্যামিলি ডাক্তার। বিশেষতঃ তার ওপরে বাবার ভয়ানক বিশ্বাস। মার অমন ব্যামোয় উনি আর কাউকে একবার ডাকলেন না, তাত স্বচক্ষেই দেখেছ? আজ কাল সে বেশ ইম্প্রুভও করেছে।

র। (পাশমোড়া) হুঁ হুঁ হুঁ! খাব খাব খাব। (চিঁ হি চিঁ হি)

বা। বাবা, একটু, দুধ খাও দিকি? এই নাও হাঁ কর।

র। আঁ আঁ আঁ। (উঠিয়া বামনিকে আক্রমণ)

বা। ওগো মা গো, কামড়ালে গো, মলেম গো! (দূরে প্রস্থান করিয়া) বাপরে বাপরে বাপরে! এখনি মরে গিছলাম। এ কেমন তর পাগলা জ্বর গো! হায়! এমন অলক্ষুণে মেয়েও ঘরে এনেছিলেন!

তি। আমার কি দুরাদেষ্ট! সব সুবিধে হয়েও বিয়েটা দিতে পারলেম না। এ হতভাগা মেয়ে এখন গছাই কাকে?

ন। ওগো, তোমরা সব এখান থেকে যাও, কার কাছে কি দেনা পাওনা আছে আমি বুঝে সুঝে নিই। স্বগত। এই সময় কাছে থেকে একটু সেবা টেবা করা যাক্, নৈলে আবার ফাঁকে পড়তে হবে। বাবা, বাবা!

র। অ্যাঁ অ্যাঁ হ্যাঁ! (ঠোঁটে মুখে চপ চপ করিয়া) একটু জল খাব। কে রে বাবা নটু, একটু জল দে বাবা!

তি। বাবু, চিন্‌তে পাচ্ছেন কি? আহা হা হা! বড় কষ্ট হচ্ছে।

র। কে ও ঘটক মশায়! হ্যাঁ চিন্‌তে পাচ্ছি।

ন। বাবা, যার কাছে যা পাওনা আছে তা বলে দেও আমি লিখে নিই।

র। সেবিং ব্যাঙ্কে নয়শো টাকা আছে।

ন। (লিখিয়া) আর কোথায়?

র। শশাঙ্কের কাছে এক হাজার।

ন। (লিখিয়া) হ্যাঁ, তার পর? আর কোথা?

র। বংশে শুঁড়ির দোকানে;—উহু হু হু (পাশমোড়া) মাগো মলেম!

ন। (লিখিয়া) সেখানে কি অ্যাডভান্‌স্ করা আছে?

র। না, সে পাবে আমার কাছে পাঁচ শো টাকা।

ন। (কেঁদে গোল করে) ওগো আমার বাবাকে বুঝি আর বাঁচাতে পারলেম না। হায় হায় হায়! বোধ করি ডিলিরিয়াম্ হয়েছে।

শ। (স্বগত) বা! ছেলেটিতো দিব্বি তৈরেরি দেখছি।

র। বাবা নটু, আমার রূপোর ফর্সীতে একটা সোণার নল লাগিয়ে দিওত ?

ন। আচ্ছা, তার জন্যে আর দুঃখ কি ! আজই দেব।

তি। বাবু, এখন আর ও সব কথায় কাজ কি, যাতে পরকাল হয় তা কর। ইষ্টমন্ত্র জপ কর।

র। ওগো সে সব ভুলে গিইছি, কিছুই মনে নাই। ঐ ঐ ঐ আবার এসেছে ! বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ ! ও মা মা মা মা ! (পলাইবার চেষ্টা এবং তাহা নিবারণ)

প্রাণহরণের প্রবেশ।

বা। ডাক্তার বাবু, একবার হাত খানা দেখুন দেখি। আহা ! বাবা আমার বড় দুঃখ পাচ্ছেন। এখন কি বিকার হয়েছে ?

প্রা। কি হয়েছে, না হয়েছে, মেডিকেল সায়েন্সের কথা তুমি মেয়ে মানুষ কি বুঝবে ?

বা। হ্যাঁগা, ও বেলা কি ওষুধ দিইছিলে, তাতে কৈ হিক্কে তো থামল না। টাটকা ওষুধ দিছলে তো ?

প্রা। আঃ কি বিপদ ! মেয়ে মানুষকে বোঝান দায় ! তুমি লেখা পড়া জান না, কেন মিছে বক ? চুপ কর। (হাত দেখিয়া) কৈ, বিকার তো বোধ হচ্ছে না। মুখের চেহারা বেশ আছে। কাহিলও বিশেষ হননি। নার্ভাস্ এক্সাইটমেণ্ট হয়েছে, এইজন্য নাড়ীর গতি কিছু চঞ্চল। আচ্ছা, আমি একবার ভাল করে সীমটমটা মিলিয়ে দেখি। (পুস্তক দর্শন)

র। তাক্ ধিনা ধিন্, তাক্ তাক সো, তাক্ তাক্ তাক্ কুড়্ র কুড়্ র ঝাঁ ! পোঁওহো পোঁ, পোঁ, পো, পো পো পো ! উলু দেনা লো তোরা ?

তি। অমন কচ্ছ কেন, ইষ্টমন্ত্র জপ কর, আমি বলে দিচ্ছি। বল "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।

র। অত লম্বা গৎ আওড়াতে পারিনে বাবা ! তুই চুপ কর। মুদলে আঁখি সকল ফাঁকি। (বার বার)

তি। কোথায় কত টাকা তা মনে রয়েছে, বিবাহের ইচ্ছা টুকু এখনো প্রবল, আয়েস করবার সখ্ টী মনে মনে বিলক্ষণ, কিন্তু অন্তিমের পক্ষে যেটী দরকার তাতে মন নাই।

র। ওরে বাবা, তোর কথার মানে আমি বুঝতে পারিনে ! যা চির-কাল করে এসেছি তাই মনে আছে।

শ। মাঝে মাঝে বেশ জ্ঞানও হচ্ছেতো দেখছি। চিকিৎসে চলুক।

প্রা। রোগ এখন সব সেরে গিয়েছে। একটু জলপড়া দিলে হত।
(পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ এবং পাতা ওলটানো)

শ। তুমি কি ভূত ঝাড়াতে এসেছ না কি, তাই জলপড়া দিতে চাচ্ছ? (স্বগত) ব্যাটা আসল একবারে যেন যমের পুষ্যি পুত্তুর।

র। কৈ রে, হলুদ মাখিয়ে দিলিনে? ওরে ষ্টুপিড, গয়না আর টাকাগুলো লোহার সিন্দুকে রাখ। দেখিস্ যেন সালের বস্তাটা ইঁদুরে না কাটে।

প্রা। আপনি এখন বেশ আছেন, বুধবারে গায়ে হলুদ হতে পারে।

র। দেখিস্ দেখিস্ যেন ঘড়ির চেন ছেঁড়ে না। আজ গলায় পরে থিয়েটরে যাব। আহা, আমাকে কেমন দেখতে হবে! ওরে গোঁফে কলপ মাখা, নাপতে ব্যাটাকে ডাক, কামিয়ে দিক। বিয়ের দিন যেন শাদা দাড়ি বেরিয়ে থাকে না দেখিস্। রোজ দুবার করে কামাবো। নটু বাবু, হীরের আংটিটে এনে পরিয়ে দাও।

শ। রসময় বাবু, এখন তোমার মনে কি হচ্ছে? ভয় পাচ্ছ কি?

র। (হাঁপাইয়া) এক একবার ভাই প্রাণটা হাঁপো হাঁপো কচ্ছে। আর ঠিক বোধ হচ্ছে, যেন বাসর ঘরে মেয়েদের গান শুন্‌ছি। আহা হা হা বেশ বেশ! আমিও একটা গান গাইব। হ্যাঁগা, আমার ফুলশয্যে কবে হবে? (রোদন) হা হা হা আমি কিছু ভোগ কত্তে পারলাম না। এমন ভাল বৈঠকখানায় কে বস্‌বে! আমার সোণার আলবোলায় কে তামাক খাবে! আমার শালের যোড়া কে গায়ে দেবে!

তি। আহা কান্না কেন, কান্না কেন, চুপ কর; বেঁচে উঠে তুমিই আবার সে সব ভোগ করবে, ভাবনা কি?

র। (কাঁদিয়া) ও গো না, আমার আর ভোগ করা হল না। হায়! কত আশা করে ঘর সংসার সাজালাম, সব ফেলে যেতে হল! হারে! আমি রাস্তা বাঁধতে যে টাকা দিইছিলাম, খবরের কাগজে সে কথা কিছু লিখেছে কি দেখিছিস?

ন। হ্যাঁ বাবা, খুব সুখ্যাতি করেছে।

র। হায়! হায়! হায়! আরত আমি খবরের কাগজের সুখ্যাত শুন্‌তে পাব না। উহু হু হু!

শ। কেন তুমি অত খেদ কচ্ছ, ছেলে নাতি রৈল, এরাই সব ভোগ করবে, ভাবনা কি ? অন্য পর আরতো কেউ ভোগ কত্তে আসছে না।

র। (শশাঙ্কের গলা জড়াইয়া) ভাই, আমার বাঁচতে বড় সাধ, এত সুখ সম্পদ ছেড়ে যেতে প্রাণ যেন কেমন কেমন করে উঠ্‌ছে। হা কি হবে! হা কে খাবে ! ওরে আমার রায় বাহাদুরের সনন্দখান একবার নিয়ে আয়, দেখে মরি। আহা হা আমি কিছুই সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারলাম না রে!

ন। বাবা, এখন আর ও সব কথা কেন ? সংসার সকলই মিথ্যে মায়া, আর কেঁদ না, একটু দুধ খাবে ? সেম্পিয়ান ভালবাস্‌তে, একটু দেব কি ?

র। আঁ আ। আঁ। (বিকটবদনে বিকটস্বরে উঠিয়া কাঁপুনি) ও বাবা ! ও মা ! কি অন্ধকার ! ওরে (ভয় ও ক্রন্দন স্বরে) কে দাঁত খিচুচ্ছে! শাদা শাদা লম্বা লম্বা দাঁত ! ও বাবারে ! হাড়ের মানুষ ! ঠিক নটুর মায়ের মত। (চীৎকার) ঐ ধরলে, ধরলে ! (শয়ন) আর আমি করব না, এমন কর্ম্ম আর আমি কখন করব না। ছেড়ে দেও ! ছেড়ে দেও ! ঘাট হয়েছে। আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী আছি, প্রেমাই থাকৃতে মেরে ফেলিছি। হা হা হা ! স্ত্রীহত্যা ! (রোদন) হিঁ হিঁ হিঁ. আমি কি নরকে পড়িছি! ও বাবা ! ও মা ! মস্ত একটা তাল গাছের মত লম্বা ভূত ! (ওয়াক ওয়াক)

তি। উঁ হুঁ হুঁ হুঁ (একটু সরিয়া) কি দুর্গন্ধ, মুখ দিয়ে কি উঠছে। ইস্ ! বিধাতার কি খেলা। লোকটা জীবদ্দশায় সর্ব্বদা যা ভাবত, যা করত, সেই গুলি সব এখন মনের মধ্যে উদয় হচ্ছে। (রসময়ের মরণ ছট ফটানি) তাইত, মেয়েটাকে নিয়ে এখন কি করি। হাতছাড়া হলেত আর পাব না।

শ। বামুন ঠাক্‌রুন, চেপে ধরে থাক। বড় বিপদ হল দেখছি। এত রাত্রে ঘাটে নিয়েই বা যায় কে ? আমিতো বাপু বইতে পারব না। ঘাটে যাওয়া আমার ঠিক উচিতও নয়, (রসময়ের গলা ঘর ঘর শব্দ ও শ্বাস) স্ত্রী অন্তঃসত্বা আছে। ওহে ডাক্তার, তুমি ভাই একটু থেকে যেও। ঘটক মশায়, তুমিওতো খোঁড়ামানুষ, গুলির আড্‌ডায় কাউকে পাঠিয়ে দাও।

র। আঁউ ! আঁউ ! (খাবি খাওন)

শ। ধর ধর ধর, ঘরেই বুঝি মরে! ঘটক মশায় ধর ! ডাক্তার কি তুমি কর, বই দেখে এখনতো সবই হবে ? শীঘ্র ধরে বাইরে নাবাও। (সকলে ধরাধরি এবং নটবর কর্ত্তৃক শীঘ্র শীঘ্র বিছানা কাপড় সরানো এবং ছেঁড়া মাদুর ও ছেঁড়া কাঁথায় শোয়ান)

তি। বল, অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম। ওঁং রামঃ ওঁং রামঃ হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল! (সকলে মিলে হরিবোল ও ধরিয়া ষ্টেজের সম্মুখে আনয়ন)

র। হোঁক! হোঁক! হোঁক! (চক্ষু মুখ বিকৃত করে, দাঁত মুখ সিঁটকে মরণ, সকলের শোক প্রকাশ) আহা হা! মরি! মরি! মরি! কি মহাপুরুষই ছিলেন!

বা। (সুরকরে) আ হাঃ! আ হাঃ! ওগো আমি কেমন করে থাক্‌ব গো, মা গো মা! বাবা, তুমি কোথা গেলে গো বাবা! এমন সোণার সংসার ফেলে তুমি কোথা যাচ্ছ গো বাবা! [যবনিকা পতন] এমন রাক্ষুসে মেয়ে ঘরে এনেছিলে তুমি গো বাবা! তোমার সঙ্গে যাব আমি গো বাবা, বাবা, বাবা! (কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

১ম গর্ভাঙ্ক।

বাড়ীর দরজার পার্শ্বে ভগ্ন শিবমন্দির তাহার রোয়াকে রামকান্ত আসীন।

রা। সংসারও চলে না, আর শরীরও বয় না। কিন্তু মনতো তবু বুঝবে না। একে এখন বুঝাই কি করে। হু (দীর্ঘ নিশ্বাস) হায়, একবারে যদি দু তিনটে বিয়ে করে রেখে দিতাম! বড় চুক হয়েছে। এ বয়েসে কি আর এখন কেউ মেয়ে দেবে। একা থাকিই বা কি নিয়ে! হা!—ওরে নসে, আফিঙ্গের ডিবেটা দিয়ে এক ছিলিম তামাক সাজ।

ডিবেহাতে নসিরামের প্রবেশ।

ন। কর্ত্তা মশাই, মা ঠাকরুণের চেলীর কাপড়গুলো সব রুয়ে মাটী করে ফেলেছে।

রা। হা হা হা! সবই যেতে বসেছে, কিছু আর থাক্‌বে না। বিধাতা বড়ই বাদ সাধছেন। আহা! তিতু ঘটকটা যদি আস্‌তো, তা হলে অনায়াসে আবার ঘর বজায় করে দিতে পারতো। উ হুঃ (দীর্ঘ নিশ্বাস) বিয়েই বা কাঁহাতক করা যায়। আর করেই বা হবে কি, প্রেমাই তো আর

দিতে পারব না। আমি এক দিক দিয়ে ঘরঢোকাব, বিধাতা আর এক দিক দিয়ে সরাবেন। হা হা হা (অধোবদনে চিন্তা)

ষণ্ডা বৈষ্ণব ভিখারীর প্রবেশ।

ভি। জয় রাধে কৃষ্ণ! কোথা গো গিন্নি মা, দ্বাদশীর দিন গরিব বৈষ্ণবের সেবায় আজ কিছু দান কর মা। কাল সমস্ত দিন অনাহারে আছি মা গো! দয়া কর। (অর্দ্ধ স্ফুট স্বরে কীর্ত্তন) "মানময়ী রাই আমাদের। মানভরে মুখ ফিরায়ে রৈল। চেয়ে দেখলে না, দেখলে না, পায়েধরা শ্যামচাঁদে চেয়ে দেখলে না।"

রা। ওরে ও নসে!

ভি। (থতমত খেয়ে) যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন। ললিতা রাখিল নাম মদনমোহন।

রা। ওরে ও ব্যাটা নসে, আছিস, না মরিছিস, তাই বল।

নেপথ্যে। যাচ্ছি গো, যাচ্ছি, একটু সবুর কর।

রা। পাজি নচ্ছার ব্যাটা আজ্ঞে বলতে পার না?

ভি। কেলে সোণা নাম থুইল রাধাবিনোদিনী। ওগো দাও, না হয় জবাব দেও, আর দাঁড়িয়ে থাকৃতে পারিনে। বৈষ্ণবের সেবায় দুটি চাল দেবেন তা দিতে পারেন না।

রা। ও ব্যাটা আবার কে চেচাঁয় রে! আমি মরি নিজের জ্বালায়, ব্যাটা আবার এখন ফ্যাচর ফ্যাচর কত্তে লেগেছে। ওরে ও নসে! কল্‌কে নিয়ে যা!

নেপথ্যে। হ্যাঁঃ বারে বারে কলকে নিয়ে যা! মাইনের সঙ্গে খোঁজ খবর নেই; আবার আজ্ঞে না বললে হয় না।

রা। ওরে তুই কি বলছিস্ শুন্‌তে পাচ্ছিনে, ব্যাটা এদিকে আয়, আয়, একবার বেরিয়ে আয়!

ভি। মাখনচোরা নাম রাখিল যতেক গোপিনী। রোহিনী রাখিল নাম—

রা। (হুঁকাহাতে ক্রোধভরে ভিখারীর নিকটে গিয়া) তা, তা, তোর বাবার! কিরে ব্যাটা চোর! কে কি নাম রেখেছে সে কথায় তোর দরকার কি? (ভেংচে) যশোদা রাখিল নাম যাদু বাছাধন, হেন তেন! সাত

সতের; কেন? তুই তার বলবার কে? দে ব্যাটা তোর ঝুলির ভেতর কি আছে দেখব! (ঝুলি ধরে টানাটানি)

ভি। দোই কত্তা মশায়, আমি ভিক্ষে চাই নে বাবা, ছেড়ে দাও। হা কৃষ্ণ! বৈষ্ণবের প্রতি এত অপমান।

রা। তুই কবে বৈষ্ণব হইছিস ব্যাটা বলত? কোন কুল মজিয়ে এইছিস্? চাঁড়াল, না মুচী? ব্যাটা আবার আমার কাছে এসেছে বৈষ্ণবগিরি ফলাতে? ভণ্ড চোর ব্যাটা কোথাকারে। বেরো আমার বাড়ী থেকে, দূর হয়ে যা? দে তোর ঝুলি কেড়ে নেব। (কাড়িয়া লওন ও কাঁদিয়া ভিখারীর প্রস্থান) ষণ্ডামার্ক ব্যাটার চেহারা দেখ না। দিনের বেলায় ভিক্ষে করে রাত্রে যাবেন সিঁদ কাটতে। (স্বস্থানে উপবেশন) ওরে ও বৈরিগি, এই নে নে, তোর ঝুলি নিয়ে যা!

কাঁপিতে কাঁপিতে বৈষ্ণবের পুনঃ প্রবেশ।

ভি। আজ্ঞে কত্তা তবে দেও। বাবা আমার ঘাট হয়েছে।

রা। তুই কাঠচেলা কত্তে পারিস? তা হলে একটা আধলা পয়সা পাবি?

ভি। আজ্ঞে বাবা, বৈষ্ণবের তা নিষেধ। প্রভুর নাম করে ভিক্ষা করে খাই বাবা। আমার ঝুলিটে দাও, আর আমি এখানে আস্‌ব না।

রা। খবরদার আর কখন এদিক মাড়াবিনে। এই নে, ঝুলি!

[ভিখারীর প্রস্থান]

মকরন্দ ব্রহ্মচারীর প্রবেশ।

ম। হরি ওঁং। হরি ওঁং। হরে সচ্চিদানন্দ, দীন দয়াল। কি চাটুয্যে ভায়া, ভালতো সব?

রা। আস্‌তে আজ্ঞা হোক, আসুন। ওরে তামাক দে শীগ্‌গির।

ম। একবার এলাম, বলি দেখে যাই কেমন আছ। আমি এখন কুমারহট্ট থেকে আস্‌ছি, একটা বিষয়ের পরামর্শ আছে। সব কুশল তো?

রা। কুশল আর কৈ, আবার গৃহশূন্য হয়েছে। ওরে ব্যাটা আগুন যে নিবে গেল। (বিরক্ত হয়ে হুঁকা রক্ষা) দেখ দিকি ব্যাটা উত্তর দেবে না।

নেপথ্যে। কি গো!

রা। ও নসে! টাকা কড়ি না থাকলে চাকর ব্যাটারাও মানতে চায় না। বলি ও নসিরাম! পাজি ব্যাটাচ্ছেলে কোথাকার, হতভাগা বেটা দেউড়িতে বসেছে তবু ভাল করে উত্তর দেবে না।

ম। (গলার শব্দ করিয়া) হরি সচ্চিদানন্দ! হরি সচ্চিদানন্দ!

রা। দেখুন দিকি দাদা মশায়, ব্যাটার আক্কেল। এতে কি না রেগে থাকা যায়? গালাগালি জুতো নাতি না হলে এ সংসারে চলবারই যো নাই।

রা। ওরে নসে, যত মনে করি রাগব না ততই ব্যাটাচ্ছেলে আমায় রাগাচ্ছে। ওরে ও পাজি নচ্ছার শূয়োর গাধা ছুঁচো, জুতিয়ে ব্যাটার মাথা ভেঙ্গে দেব।

ন। আজ্ঞে, আজ্ঞে, এইবার হয়েছে যাচ্ছি।

রা। হাঁ ব্যাটা, ইয়াবাৎ দোরস্ত। মিষ্টি কথার তোমরা কেউ নও।

ম। (ঈষৎ হাসিয়া) এই আজ্ঞে টুকু শোনবার জন্যই এত আয়োজন?

রা। দেখুন না মশায়, কিছুতেই আজ্ঞে বলবে না। আমিই না হয় এখন গরিব হইছি, তবু তোর মনিবতো বটে। (নসের পুনঃ প্রবেশ)

ন। দুধের গয়লা সমনের প্যায়দা নিয়ে দেঁড়িয়ে রয়েছে।

রা। থাকৃগে যা, কচু আছে তাই বেচে নেবে। (নসের প্রস্থান) দাদা মশায়, কুমারহট্ট গিয়েছিলেন,—আপনি তামাক ইচ্ছে করেন কি?

ম। না আমি তামাক খাই না।

রা। আচ্ছা, তিতু ঘটকের সংবাদ বলতে পারেন? (তামাক দেরে)

ম। (গম্ভীর ভাবে) হাঁ, কিছু কিছু পারি।

রা। আমার কন্যাটী বিধবা হয়ে সেই খানে রয়েছে দেখলেন? তাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন কি?

ম। হাঁ, যাওয়া হয়েছিল। সেই সম্বন্ধেই কিছু কথা আছে।

রা। হতভাগা অলক্ষুনে মেয়েটা বিয়ে হতে না হতে স্বামীর মাথা খেয়ে বস্‌ল। হা হা হা, এমন বড় মানুষ জামাই, একটা মস্ত মুরব্বি, আমারই অদেষ্ট মন্দ। নৈলে কি এমন লোকও মরে। হায়! কোন দিকেই আর কূল কিনারা দেখিনে। এক বছরের মধ্যে স্ত্রী গেল, জামাই মোলো, ছোট ছেলেটা খ্রীষ্টান হল, সম্বন্ধীটে জেলে গেল, সর্ব্বস্বান্ত হলেম, বড় ছেলেটা একবার খবরও নেয় না। শরীরও আর টেঁকে না, রোগে শোকে ভেঙ্গে পড়ছে। তামাক দেরে! হুকোয় জল ফিরিয়ে দিস্‌।

ম। এ সমস্তই আমি অবগত আছি। তোমার বিপদের কথা শুনে আরো তাড়া তাড়ি এলেম! আহা, ভগবানের কি সূক্ষ্ম বিচার।

রা। ও সব মশায় কিছু বোঝা যায় না। আমি তো কথনো কারো

মন্দ করি নি, তবে কেন আমার সর্ব্বনাশ হল? বেঁধে মারে সয় ভাল। আচ্ছা, আপনাদের গ্রামের মাণিক ঘোষালের কন্যাটি না কি বড় সোন্দর? বয়েস কত হবে?

ম। আমিতো ভাই সে সকল খবর কিছু রাখিনে, জানইতো তুমি। আজ অকিঞ্চনের দুঃখে দুঃখী হয়ে কেবল এখানে এসেছি।

রা। (অপ্রতিভ হইয়া) হাঁ তা বটে, তা বটে, আমার ভুল হয়েছে, ক্ষমা করবেন। যাক্, এখন কুমারহট্টের কথা কি বলছিলেন, বলুন দেখি শুনি। আহা, সেখানকার কথা মনে হলে কেবল সেই অভাগিনীকে গাল দিতে ইচ্ছে করে।

ম। (মেঘনাদে) সে মেয়ে তোমার অভাগিনী নয়! তিনি সাক্ষাৎ লক্ষ্মী স্বরূপা; তাঁর সতীত্বের প্রতিভা কেমন তেজস্বিনী, পাষণ্ড রসময় তা বিলক্ষণ টের পেয়ে গেছে। আমি মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারি, সেই পুণ্যবতী সাধ্বী সুরমা আর সেই দেবপ্রকৃতি সাধু অকিঞ্চনের প্রতি অত্যাচার করেই তুমি এই বিপাকে পড়েছ। হাতে হাতে তুমি পাপের দণ্ড পেলে।

রা। অ্যাঁ (ভীত সঙ্কুচিত ভাবে) সে কিরূপ, ভেঙ্গে বলুন দিকি!

ম। (সতেজে) সে কন্যা তোমার বিধবা হয় নাই! রসময়ের সঙ্গে তার বিবাহও হয় নাই! সেই পতিপ্রাণা সাধ্বী সুরমা অকিঞ্চনের ধর্ম্মপত্নী। তারা দুজনে চিরদাম্পত্য প্রেমে নিবদ্ধ।

রা। (হতভম্ভা হইয়া) দাদা মশায়, আমিতো কিছু বুঝতে পারলেম না।

ম। (সরোষে তিরস্কার ভাবে) বুঝতে পারলে না? একেবারে অধঃপাতে গিয়েছ তা বুঝবে কি। সেই সতী কন্যার দুঃখ দুর্গতির সমস্ত কারণইত তুমি। লোভে পড়ে, স্বার্থে অন্ধ হয়ে তাকে দুষ্ট নাস্তিকের হাতে সঁপেছিলে জান না?

রা। (কাঁদ কাঁদ হইয়া) দাদা মশায়, আপনার পায়ে পড়ি, কি হয়েছে সব খুলে বলুন।

ম। শোনো তবে বলি শোনো! তুমি নিতান্ত নরাধম তাই এমন সাধু যুবার উপর অকারণে উৎপীড়ন করেছ। স্বর্গের দেবতারাও এমন পাত্রে কন্যা দান করিতে বাঞ্ছা করেন তা জান? যে পাপীষ্ঠের পদমর্য্যাদায় ভুলে কন্যারত্নকে তুমি বিসর্জ্জন দিয়েছিলে, ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্ত পশু সেই রসময় সুরমার অঙ্গস্পর্শ করতে গিয়েইত পুড়ে মরেছে। (রামকান্ত

জড় সড়) যে ভাবে যে রূপে তার মৃত্যু হয়েছে তার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ যদি সব শুনতে, এখনি তোমার নিদ্রা ভেঙ্গে যেত।

রা। আহা হা হা। যথার্থ কথা বলেছেন। দাদা মশায়, এখন আমি সব বুঝ্‌তে পাচ্ছি। সুরমা আমার লক্ষ্মীই বটে। তোমার কথা শুনে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হচ্ছে। হায় হায়, হায়, সেই পাপেই আমার সর্ব্বনাশটা ঘটল। রসময়ের দুর্গতির কথা আমি সমস্তই শুনিছি।

ম। শুনেছ যদি তবে নিশ্চিন্ত রয়েছ কি করে? এখনো পর্য্যন্ত তোমার দারপরিগ্রহ করিতে ইচ্ছা? তুমি কি জান না, যে ভগবান দর্পহারী পাষণ্ডদলন? সমস্ত জীবনটা স্ত্রীর দাসত্বে, ইন্দ্রিয়ের সেবায়, বিলাস সম্ভোগে কাটালে, তবু আশা নিবৃত্ত হল না? বিষ্ঠাভোজী গাভীর ন্যায় পুনঃ পুনঃ কেবল পার্থিব সুখের অন্বেষণেই ঘুরে বেড়াচ্ছ! তবে আর তোমার চেতনা হবে কবে? ছি ছি ছি! ধিক তোমার জীবনে। অসার ভোগ বাসনায় অন্ধ হয়ে তুমি এমন দুর্ল্ভ মানব জন্মটা একবারে পশুর অধম করে ফেলেছ! এত টুকু জ্ঞান নাই, যে আমি গৃহত্যাগী ব্রহ্মচারী, আমাকে কি না অনায়াসে বললে, যে সে মেয়েটীর বয়স কত, দেখতে সুন্দর কি না? (রামকান্তের ক্রন্দন) দুদিন পরে তোমায় মত্তে হবে, শরীর জরা জীর্ণ হয়েছে, এই বৃদ্ধ বয়সে তুমি আবার বিবাহ করবে তারই আয়োজন কোচ্ছ?

শোনো! শোনো! তবে আবার বলি, কি হয়েছে। ভগবানের প্রত্যক্ষ দণ্ডবিধানের কথা শুনে জাগ্রত হও। সেই দুষ্কৃতাধম রসময়ের মৃত্যুর পর পাষণ্ড তিতু ঘটক, শশাঙ্ক, এবং রাঁধুনী বামনি যৎকালে সতী সুরমাকে বারাঙ্গনার ভবনে বিক্রয় করবার জন্য কাশীতে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সময় পথের মধ্যে এক পান্থশালায় বজ্রাঘাতে তিন জনেরই অপমৃত্যু হয়েছে, কেবল দেবী সুরমা মাতৃক্রোড়স্থ সন্তানের ন্যায় নির্ব্বিঘ্নে রক্ষে পেয়েছে। আহা হা, এ কি সাধারণ কথা! কথা বলতে বলতে আমার অঙ্গ রোমাঞ্চ হচ্ছে। এতই কি তোমার হৃদয় পাষাণ যে এমন দুহিতার প্রতিও একটু স্নেহ মমতা জন্মিল না?

রা। (আকুল ক্রন্দনের সহিত) হা! আমার সুরমাকে বেচতে নিয়ে যাচ্ছিল! বারাঙ্গনার ভবনে! উ হুঃ হুঃ হুঃ তা হলে যে আমার চোদ্দ পুরুষ নরকগামী হত! হায় হায়! আমি নিজেই যে এ মহাপাপের প্রধান কারণ। (মকরন্দের পায়ে লুটাইয়া) দাদা মশায়, আমাকে রক্ষা কর! কি

গতি হবে এখন বলে দাও, আমার প্রাণ জলে গেল বাঁচাও। হায় হায়রে! আমি বয়েসেও প্রাচীন, পাপেতেও প্রাচীন হলেম! সর্ব্বস্বান্ত হইছি, শরীর ভগ্ন, জীবন শেষ প্রায়, তথাপি আমার ভোগস্পৃহা যেমন তেমনি রৈল! বরং আরো বৃদ্ধিই হচ্ছে। উঃ কথাটা শুনে প্রাণটা যেন ধড় ফড় করে উঠেছে! একটা ভয়ানক রকম প্রতিফল না হলে আর বুঝি মোহনিদ্রা ভাঙ্গে না। আহা মাগো, সুরমা, তুই আমার ঘরের লক্ষ্মী। হায়, আমি তোরে পায়ে ঠেলিছি! মা আমার সতী সাধ্বী, তুই কোথা গেলি! বীরেন্দ্র, অকিঞ্চন, বাবা তোদেরও আমি চিন্‌তে পারিনি। হায় আমার কি হবে! দাদা মশায়, তোমার পায়ে পড়ি বল বল! নৈলে কিছুতেই আমি তোমার পা ছাড়ব না। (পায়ে পড়িয়া ক্রন্দন)

ম। ধৈর্য্য ধারণ কর, আশ্বস্ত হও, শাস্ত্রীয় বচন বলি শ্রবণ কর। তোমার অবস্থা দেখে মহাভারতের সেই যযাতি রাজার কথা আমার মনে পড়ছে।

রা। আহা হা! হ্যাঁগা! আমার মত দুর্দ্দশা কি কারো হইছিল?

ম। যযাতির কথা ঠিক তোমারই মত। যখন তিনি নিজের জরা বার্দ্ধক্য কনিষ্ঠ পুত্রের যৌবনের সহিত বিনিময় করে বহু বৎসর বিলাস ভোগের পরেও শেষ অতৃপ্ত রইলেন, তখন সেই পুত্রকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, "ন যাতুঃ কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" "হে পুত্র! আমি তোমার যৌবন লয়ে ইচ্ছানুরূপ বিষয় ভোগ করত দেখলেম, কাম্য বস্তুর উপভোগে কামের উপশম না হয়ে প্রত্যুত ঘৃতদানে বহ্নির ন্যায় তাহা ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই পৃথিবীতে যে কিছু ধন ধান্য, হিরণ্য পশু ও রমনী প্রভৃতি ভোগ্য আছে, তৎসমুদায় যদি এক ব্যক্তি উপভোগ করে তথাপি তার পরিতৃপ্তি জন্মে না। দুর্ম্মতি ব্যক্তিরা আশাপাশ হতে বিমুক্ত হতে পারে না, এবং শরীর জীর্ণ হলেও যে আশা জীর্ণ হয় না, সেই প্রাণান্তিক রোগ স্বরূপ আশাকে পরিত্যাগ করবার জন্য এখন আমি কৃতসঙ্কল্প হইছি।"

শুন্‌লে কিরূপ আশ্চর্য্য কথা। তোমার যুবক পুত্র বীরেন্দ্র চিরকৌমার ব্রত ধারণ করেছে; আর তুমি কি না বৃদ্ধ বয়েসে যৌবন পাবার জন্যে ইচ্ছা কর! এক্ষণে যযাতির ন্যায় বিবেকী হয়ে তপস্যার্থ বনে গমন কর।

রা। আহা হা হা! দাদা মশায়, কি কথাই আজ শুনালেন। মহর্ষি বেদব্যাস এ উক্তিটী আমারই জন্যে রেখে গিয়েছেন। (কাঁদিয়া) এখন

তুমি আমায় উদ্ধার কর। আর আমি বেশী দিন বাঁচব না, আমায় বনে নিয়ে চল। রসময় নাস্তিকের মত কষ্ট পেয়ে মরেছে, পাছে আমারও বা সেই দশা ঘটে! মনে হলে ভয়ে প্রাণ আকুল হয়। এখন সময় থাকৃতে তুমি আমার গতি কর, আমি তোমার পদে এই প্রাণ সমর্পণ করলাম। (পতন)

ম। আর তোমার ভাবনা নাই, সময় থাকৃতে ভগবান তোমায় জাগিয়ে দিয়েছেন। যখন কেঁদেছ, তখন শাস্তি পাবে, রসময়ের মত আর দুর্গতি ভোগ কত্তে হবে না। আহা! বিধাতার কি অখণ্ড শাসন বিধি। পাপ কর্ম্মের একটা শেষ সীমা আছেই। (সঙ্গীত)

রাগিণী বেহাগ—আড়া ঠেকা।

বিষয় সুখপিপাসা নাহি হয় নিবারণ।
ঘৃতাহুতি দানে যথা প্রজ্বলিত হুতাশন॥
কালে দেহ হয় ভঙ্গ, দুর্ব্বল বিকল অঙ্গ,
তথাপি বিলাসরস ভুঞ্জিবারে চাহে মন।
এই ভাবে পরলোকে, যায় যত পাপী লোকে,
বিষয় অভাবে হয় অনুতাপে জ্বালাতন;
তাই বলি রে আত্মন, কর ইন্দ্রিয় দমন,
চিদানন্দরসে সদা থাক যোগে নিমগন॥

রা। আহা! দাদা মশায়, ঠিক ঠিক কথা গুলিই বলেছে। দাদা, আর আমার কাল বিলম্ব সহ্য হচ্ছে না, শীঘ্র একটা উপায় কর; তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

ম। আচ্ছা, তা হলে বীরেন্দ্রকে পত্র লেখ, সে বাড়ী এসে অকিঞ্চনের সঙ্গে সুরমার বিবাহ দিক্, তাদের সুখী পরিবারের মিলন দেখে তুমি বনে প্রস্থান করবে।

রা। এখনি আমি লিখ্‌ছি। আর আমি অন্য কারো কথা শুনব না। আচ্ছা দাদা মশায়, অকিঞ্চন কি সত্য সত্যই দেবতুল্য লোক?

ম। তা আবার বলতে? আমি ছিলাম কঠোর বিরক্ত ব্রহ্মচারী, আমার প্রাণে সে ভক্তির সঞ্চার করে দিলে। যদিও সে যুবা, কিন্তু আমার গুরু।

রা। বটে! আহা হ্যাঁ হা! তাই তো গা, আমি মূর্খ, কিছুই বুঝতে পারিনি। তবে তাদের বিয়ে হোক, দুজনে সুখে ঘরকন্না করুক, আমি

তোমার সঙ্গে বনে যাই, সংসারে আর আমি এক দিনও থাক্‌ব না। কিন্তু হায়! (কাঁদিয়া) আমার সে মেয়ে কোথায়?

ম। তার জন্যে আর ভাবতে হবে না, আমি তীর্থের পথে তাকে পেয়ে সঙ্গে করে এনিছি, খিড়কি দোর দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিইছি।

রা। তবে আমি বাড়ীর ভেতর যাই। (প্রস্থান)

ম। চল আমিও যাই। (প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

২য় গর্ভাঙ্ক।

জেলখানার উঠান বৃক্ষতল।

দুইজন বন্দীর আলাপ।

১। অসুখ কমেছে কিছু? আজ বোধ হয় ভাল আছ?

২। কাজেই ভাল। প্যায়দায় ভাল করে তুলেছে। এক একবার হাত পা টা বড় কামড়ায়।

১। প্রথম প্রথম কয়টা দিন তোমার বড় কষ্ট হইছিল, নয়?

২। ওঃ বাপ্‌রে! সে কথা আর বোল না। আর বাবা, রৌদ্রে রৌদ্রে শরীর আম্‌সি হয়ে গেল।

১। সে দিন অকিঞ্চন বাবু একটি বড় ভাল কথা বল্‌ছিলেন। বেশ লোকটি কিন্তু ভাই।

২। হাঁ অতি মিষ্ট স্বভাব। তিনি কি বল্‌ছিলেন?

১। বলছিলেন যে, আফিংখোরের জেলখানায় যেমন কষ্ট, পরলোকে পাপীদের সেইরূপ কষ্ট হবে। সুখ ভোগের ইচ্ছাটী ষোল আনা থাকবে, কিন্তু ভোগের বস্তু পাবে না।

২। ঠিক কথা, আমি আফিং খাওয়া অভ্যেস করে তার পরিচয় পাচ্ছি।

১। অনেককে পরলোকে যেতেও হয় না, বৃদ্ধ বয়সে যখন কর্ম্মেন্দ্রিয় শিথিল হয়ে যায়, তখন ভোগের বস্তু রাশীকৃত মজুত থাকলেও ভোগ করবার সামর্থ্য থাকে না।

২। আচ্ছা ভাই, পরলোকে যে বস্তু পাওয়া যায়, সেই বিষয়েই তো তবে আশা করা ভাল। এ সম্বন্ধে কি তিনি কিছু বললেন?

১। আজ এলে জিজ্ঞেসা কর্‌ব। আহা জিজ্ঞেসাইবা করব কি, ভদ্র-সন্তানকে ঘানি টান্‌তে দিয়েছে। একে পেটের ব্যায়ারাম, তার ওপর আবার এই পরিশ্রম, বেচারা ঘরে ফেরে কি না সন্দেহ।

২। আমাদেরও পাথর ভাঙ্গা বড় কম কঠিন পরিশ্রম নয়।

১। তাত বটেই, ক্রমে তবু এখন অনেক সয়ে গিয়েছে।

অকিঞ্চনের প্রবেশ।

২। এই যে বলতে বলতেই! আহা রৌদ্রে মুখখানি লাল হয়ে গিয়েছে।

১। এস দাদা, বোসো, তোমাকে পেয়ে আমরা তবু অনেকটা সুখে আছি। কেমন কি না?

২। তার আর সন্দেহ কি, নৈলে হয় তো চোর ব্যাটাদের সঙ্গে মিশে কেবল গাঁজা খেতে হত।

১। হা বিধাতা, নির্দ্দোষীকে কেন এত কষ্ট দাও।

অ। নির্দ্দোষীরই তো দণ্ড আবশ্যক। নৈলে পৃথিবীর পাপের প্রায়-শ্চিত্ত হবে কেন? এই জন্যই ঈশাকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল।

২। এটার অর্থ কিন্তু বুঝতে পারিনে। কত শত চতুর পাপী ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যায়, আর ভাল মানুষ সাধু জেলে পচে; এ সব পূর্ব্ব জন্মের ফল, নতুবা এরূপ হওয়ার অপর কারণ কি হতে পারে?

অ। পূর্ব্বজন্ম পরজন্ম সব এই এক জীবনের মধ্যেই আছে। এর জন্য একটা পূর্ব্বজন্ম কল্পনা করা বৃথা। পূর্ব্ব জন্মের ফল যদি হত, তবে সে সব কথা মনে থাকত। লোকে চিন্তাশক্তি পরিচালনা করতে চায় না, তাই সহজ মীমাংসা করে রেখেছে যে পূর্ব্বজন্মের ফল; তা হলে আর চেষ্টার প্রয়োজন কি? অদৃষ্ট বলে চুপ করে বসে থাকলেইত হয়।

১। তবে এর প্রকৃত কারণ কি?

অ। কারণটা ঐ যে তোমায় বল্‌লেম, প্রায়শ্চিত্ত দরকার। পাপেরদণ্ড পাপী সহজে কি বুঝতে পারে? তার পাপবোধশক্তি কোথা? তাই নির্দ্দোষীকে দণ্ডভোগ কত্তে হয়, তা দেখে অসাড় মানবের মনচেতনা লাভ করে, বিধাতার এই এক আশ্চর্য্য শাসনপ্রণালী। একেই বলে, ঝিকে মেরে বউকে শেখানো।

২। আমিতো দাদা আর ভাত গিল্‌তে পারিনে। যেমন মোটা মোটা আকাঁড়া চাল, তেমনি তরকারী। তরকারীটে কিসের বল দেখি?

অ। বাগানে যে বেগুণ হয় তাই শুকিয়ে তুলে রেখে দেয়।

১। প্রথমে আমারও ভারি পেট নামিয়েছিল, এখন নাড়ীতে ঘাঁটা পড়ে গেছে।

অ। এর দ্বারা পরকালে পাপের দণ্ড কতকটা বোঝা যায়। বিচারপতি ধর্ম্মরাজের কি অলঙ্ঘ্য শাসন! জেলখানার ভেতর ন্যায় বিচারের প্রভাব যেন জ্বল জ্বল কর্‌ছে। তুমি ভাই কি করেছিলে?

১। কন্যেদায়ে পড়ে।

২। কন্যে দায়ে কিপ্রকার?

১। কায়েতের মেয়ে পার করা কি কষ্ট তা বুঝি জান না? বাড়ী বাঁধা দিয়ে দু হাজার টাকা খরচ করে এক পাসকরা ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দি, শেষ পাওনাদারের পেড়াপীড়িতে সরকারী টাকা ভাঙ্গি, এখন তার ফল এই ভুগছি। তুমি কি করেছিলে?

২। আমারও ঐরূপই, তবে ওর চেয়ে আর একটু জঘন্য রকমের।

অ। করলে কেন?

২। বাবুগিরির দায়ে। আগে তত বুঝতে পারলেম না, শেষ অভ্যাসের দাস হয়ে পড়লেম। টাকা কড়িগুলি ক্রমে সব ফুরিয়ে গেল, বাকী রৈল বাবুগিরির অভ্যেস, তা চরিতার্থ কত্তে গিয়ে শেষ জালিয়তের মাদ্দায় পড়লাম। অবশিষ্ট আফিং টুকু ছিল, তা থেকে এ ব্যাটারা বঞ্চিত করেছে।

১। সে তোমার পক্ষে ভালই হয়েছে। যাক্, ফিরিঙ্গী ব্যাটা আবার তিন জনকে এক জায়গায় দেখলে হয়তো এখনি চাবুক লাগাবে। সে দিনকার সেই কথাটা শেষ করা যাক্।

২। হাঁ হাঁ, এইবার সেটা জিজ্ঞাসা কর না, আমারো শোনবার জন্য বড় কৌতুহল হয়েছে।

১। অকিঞ্চন বাবু, পৃথিবীতে এসে দুঃখ অনেক পেলাম, সংসারে সপরিবারে সুখে থাকব বলে মিথ্যা প্রবঞ্চনা অধর্ম্মাচরণ করতেও ডরাই নাই, এখন বেশ বুঝতে পাচ্ছি সকলই মায়ার খেলা। যা হোক, জেলে এসে তোমাকে পেয়ে বড় উপকৃত হইছি। অনাহারে, পরিশ্রমে, প্রহারে যা হয় নি, তোমার সহবাসে তা আপনা আপনি হয়ে গেল। বাস্তবিক এটা

মুখের কথা নয়; তোমার সাধু দৃষ্টান্তে এবং সদুপদেশে আমার মনটা বড় নরম হয়েছে।

অ। প্রভুর কৃপা, তিনিই সকল করে দিয়েছেন।

২। তবে জেলে না দিয়ে সাধুসঙ্গ কত্তে দেওয়াইত ভাল।

অ। সে কি আর সকলের ভাগ্যে ঘটে। সাধুসঙ্গে থেকেও কত লোক কপট দুরাচারী হয়। ভগবান ভাল না কর্‌লে কেউ কাউকে ভাল কর্‌তে পারে না।

২। তোমাদেরও ভাগ্যে তবে মার হয়েছে। তবে আমাকেও তো মার খেতে হবে?

১। হবে না, শ্বশুর বাড়ী এসেছ, মার না খেলে পেট ভরবে কেন?

২। ও বাবা, তাইত, মারের চোটেই তবে বোধ হয় মন নরম হয়।

১। তা হলে আর ভাবনা কি ছিল। আমারি হয়নি, অন্যের কথা কি বলব। আমাদের সঙ্গে মুচিরাম সর্দ্দার বলে এক জন ডাকাত ছিল, সে যত মার খেত ততই বজ্জাতি কর্‌ত। দুই তিন বার জেল ভেঙ্গে পালায়, একবার নায়েব জেলারের নাকে ঘটী ফেলে মারে।

২। শেষে তার হল কি?

১। হবে আর কি, মেয়াদ ফুরিয়ে যেত আবার চুরি করে জেলে আস্‌ত; জেলখানাকে সে বলত শ্বশুরবাড়ী।

অ। মনের পাপ শারীরিক দণ্ডে যায় না, তবে ভয়ে যা কিছু হয়।

২। যে বাবা খাটুনি, মাথার চাঁদি উড়ে গেল। এই খাটুনি, তার ওপর খাওয়ার ঐ তো শ্রী, অধিকন্তু প্রহার, কাজেই মন শুকিয়ে আরো ঝামার মত হয়।

অ। কাল বিকেলে কয়টা ডাকাত কাণাকাণি কচ্ছিল, রোজ্যাক সাহেবকে তারা মারবে।

১। কিছুই বিচিত্র নয়, মেরে মেরে ব্যাটা ওদের একবারে ডেস্‌পারেট করে তুলেছে। ঘা কতক খসিয়ে দেয়তো হয় ভাল। মোসলমান পাঠান, এত আর ভেতো বাঙ্গালী নয় যে মেরে সোজা করবেন।

অ। তা হলে কিন্তু শেষ আমাদের নিয়েও টানা টানি করবে। সব কয়েদীকে ট্যাঙ্গাবে।

১। আচ্ছা, আপনি যে সে দিন বল্লেন, জেলখানায় পরলোকের

আভাস পাওয়া যায়, সেটা কিরূপ? সেথায় যাবার আগে কি প্রকার ইচ্ছা রুচি অভ্যাস থাকা ভাল?

অ। ভোগেচ্ছা ত্যাগ, যোগাভ্যাস আর সাধুইচ্ছা এই তিনটী সেখানকার সম্বল। পার্থিব জীবন ক্ষণভঙ্গুর, কেবল প্রেম পুণ্য বিশ্বাস বৈরাগ্য মঙ্গলেচ্ছা আর হরিভক্তি এই আধ্যাত্মিক সদ্‌গুণগুলি অমর এবং নিত্য; তাদের চরিতার্থের বিষয় স্বয়ং ভগবান্। সুতরাং অমর ঈশ্বরে মনুষ্যের অমর সাধু বৃত্তি সকল পরলোকে চিরকালই স্ফূর্ত্তি পেতে থাক্‌বে।

২। কেবল একটী মাত্র বিষয়ে মানুষের মন কি সুখী হতে পারে? পৃথিবীতে দেখা যায়, সাধারণতঃ লোকেরা ধন মান স্ত্রী পুত্র আত্মীয়, ইন্দ্রিয়ের বিবিধ প্রকার ভোগ্য সামগ্রী নিয়ে আমোদ প্রমোদে পাঁচ রকমে দিন কাটায়, পরমার্থ চিন্তা ভজন সাধন কেবল মাঝে মাঝে চাট্‌নি খাওয়ার মত। এতেও দেখছি মানুষের মন ছট ফট করে, নিত্য নূতন আমোদ অন্বেষণ করে বেড়ায়; স্বভাবতঃই সে বিচিত্র রসের প্রয়াসী, তবে এক বিষয়ে তার চলবে কেমন করে?

১। বেশ কথা বলেছ, এক বিষয় নিয়ে থাক্‌লে মানুষের মন বড় এক ঘেয়ে হয়ে যায়। এমন কি, যারা নিয়মিত রূপে সাধন ভজন ব্রত নিয়ম পালন করে, তাদেরও হৃদয় শুকিয়ে যায়। রোজ একই কথা ঘ্যানন ঘ্যানন করে বক্‌ছে, না আছে তাতে রস, না আছে কোন গভীর চিন্তা। তাদের চরিত্র ধর্ম্ম ভাব টাব চিরকাল একই রকম থাকে; বরং শেষ বয়েসে তারা খিট খিটে অভিমানী হয়ে নিরাশায় পড়ে মরে যায়।

অ। তার তাৎপর্য্য হচ্ছে ধর্ম্মের ভেতরেও এক প্রকার মোহ আছে। তারা কতকগুল বাহ্যানুষ্ঠান আড়ম্বর নিয়ে ভুলে থাকে; শেষ উপায় গুলিকে উদ্দেশ্য মনে করে নেয়, কাজেই জীবন শুকিয়ে যায়। বাস্তবিক তাদের ধর্ম্ম এক ঘেয়ে, প্রাণের ভেতর তাদের শান্তি নাই, মুখেও হাসি নাই; কিন্তু প্রকৃত ভক্তের জীবন বর্ষার নদীর মত; সর্ব্বদাই তাতে স্রোত বয়, তরঙ্গ লহরী ওঠে, তাঁরা নিত্য নবরস সম্ভোগ করেন।

২। একটী ঈশ্বরকে নিয়ে তা কি হয়? বিশেষতঃ পার্থিব সকল সুখে বঞ্চিত হয়ে কেবল নিরাকার আত্মাটীকে নিয়ে দিন কাটাব কি করে? আত্মীয় প্রিয়জনের সঙ্গে কি সেখানে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে?

অ। ওহে ভাই, একের ভেতরেই যে অনন্ত কোটী ভাব রস লীলা

বিলাস, তার কি কিছু খবর রাখ? "ঈশ্বর" এই শব্দটী বল্‌লেই বুঝি মনে কচ্ছ সব ফুরিয়ে গেল! তিনি যে অতি অদ্ভুত পদার্থ, গভীর রহস্য; অসার সংসার সেথা নাই বা পেলে, অতুল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ স্বর্গ যে তাঁর মধ্যে দেখতে পাবে। তা ছাড়া আত্মীয়দের সঙ্গেও মিলন হবে। কিন্তু আত্মার আত্মীয়দের সঙ্গে, শরীরের আত্মীয়দের সঙ্গে নয়। এখানে যাদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক প্রেমমিলন হয়েছে, অনন্ত কাল তাদিগকে শ্রীহরির চরণে দেখ্‌তে পাবে।

১। আহা! কি ভাল ভাল কথা গুলি! আচ্ছা ভাই তবে ধার্ম্মিক ব্যক্তিও কেন সংসার ধর্ম্ম করে?

অ। তারা সংসার করে না, ধর্ম্ম করে; সংসারটী বড় সামান্য স্থান নয়, এটী ধর্ম্মশিক্ষার বিদ্যালয়। এই খানে লৌকিক ব্যবহারের দ্বারা সাধু ভাবের উন্নতি এবং যোগারম্ভ হয়। সেই যোগজীবনকেই অনন্ত উন্নতি এবং অনন্ত জীবন বলে।

২। সংসারে লিপ্ত থাক্‌লে পরকালে সে জন্য কি কষ্ট হবে না?

অ। আফিংখোরের মত কুঅভ্যাস থাক্‌লে ত হবেই, কিন্তু নির্লিপ্ত ভাবে ধর্ম্মজ্ঞানে সংসার করলে পদ্মপাতের জলের ন্যায় চিত্ত নির্ম্মল থাকবে; এক আধটু আসক্তি যদি সঙ্গে যায় প্যায়দায় তা ঠিক করে দেবে।

১। পাঁচটা বিষয়ের আর তবে দরকার হবে না?

অ। এক ভগবানই সকল কামনা পরিসমাপ্তির স্থল। সকল প্রকার সুখ শান্তি আহ্লাদ আমোদের মূল তিনি স্বয়ং। তিনি যদি জীবকে ভুলিয়ে রাখতে না পারবেন তবে আর কে পারবে? তাঁর নাম যে চিত্তহারী প্রাণারাম! এমন অনন্ত গুণবান্ রসসাগর আর কি কেহ আছে?

১। যথার্থ কথা, তিনিইতো সকল সুখের নিদান। এমন সহজ কথাটা এতক্ষণ বুঝতে পাচ্ছিলাম না। তাইত, এ যে অত্যন্ত খাঁটি কথা! তাঁর পাদপদ্মে মন মজ্‌লে কি আর কোন অভাব থাকে, না কোন সামগ্রী ভাল লাগে? আহা তবে নিত্যকাল সেই নিত্যানন্দ সাগরে সাঁতার খেলব আর ডুবে থাক্‌ব। বা! বা! বেশ মজা হয়েছে। (হাত তালি)

২। তবে ভোগ সুখের স্পৃহাটা ত্যাগ করায় লাভ আছে। আমি এই জেলের দুঃখ কষ্টের মধ্যে বৈরাগ্য শিক্ষা করব।

১। কাজেই, এখন বৈরাগ্য ভিন্ন আর গতি কি আছে। আর তো ছানা মাখন পোলাও কাবাব জুটবে না?

অ। সুখের অবস্থায় এই বৈরাগ্য টুকু শিখলে বেশ পাকা কাজ হত।

২। এখন দুঃখেতে কি তা হবে না?

অ। হবে বৈ কি। এ দুঃখও তোমার মঙ্গলেরই কারণ। বস্তুতঃ দুঃখ আমাদের এক প্রধান গুরু।

(নেপথ্যে) সে ইয়ং ম্যানটি কেমন আছে?

২। ঐ! ঐ! ব্যাটা যমদূত আস্‌চে। আজ বা কি একটা গণ্ড গোল বাধায় দেখ।

রোজ্যাক সাহেবের প্রবেশ।

রো। ঐ ও সয়টান্! টুম ডোনো আড্‌মিকে হামি কেন এখানে ডেখিল? (প্রহার।)

বন্দীদ্বয়। উ হু হু মাগো মাগো! দোহাই হুজুর, আমরা যাচ্ছি।

রো। কাঁহা টুম যাবে, খাড়া রহো, বহুট সাজা মিলেগা। ইউ ইণ্টেলীজেণ্ট ইয়ং ম্যান, কাল টুমি পাঠর ভাঙ্গিটে পারিবে?

অ। মশায়, আমি বড় কাহিল হয়ে পড়িছি, তাহলে আর বাঁচব না।

রো। ও ইউ এম্বিসাচ্ ফেলো! টুমি পলিটিকেল এজিটেটর হইয়াছে? মোদের সাহেব লোগের সাথে টুমি ঈকোয়েল্ প্রিভিলেজ্ পাইটে চাও? নিগার, কুটটা!

অ। সাহেব, আমি কোন এম্বিসাচ রাখি না, তবে জাষ্টিসের সেকে মানুষ মাত্রেরই সমান অধিকার আছে এটা মানি। মহারাণীর ঘোষণা পত্রেও তো এ কথা স্পষ্ট প্রকাশ আছে।

রো। সে কটা টোমার নেটিবের নিমিট্ট নহে। টোমরা বাঙ্গালী, আমাডের সাহেব লোগের খেডমোটগারি করিতে আসিয়াছে। সিভিলিয়ান হইবে? মোদের মেম লোগের বিচার করিবে? হাঃ হাঃ হাঃ ইম্‌পার্টিনেণ্ট, আপ্রষ্টাট বাঙ্গালী! আমরা হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী লোগডিগকে এখন পেট্রনাইজ করিবে, ইণ্টিগিং, আনগ্রেটফুল বাঙ্গালীকে কেবল চাবুক মারিবে। বিবি রোমজান সে ডিন হামাকে ইনফরম করে ছেল, যে হামি সে কোর্টে যাইব না, যেখানে ডর্ক্কি নেটিভ মোদের ডাইভোর্স স্যুট জজ করবে। মেমলোগ টোমাডের নিকট এক্সপোজ হইবে? টুম লোক কালা আডমি,

হামাদের লেডী লোগকে ইন্‌সাল্ট করিবে? টুমি জানে না, হামরা কুইনের জাটকে বিলং করে?

অ। সাহেব, আমাকে কেন সে জন্য অপরাধী করেন? পলিটিকেল মিটিংএ কখন কখন যাই এই মাত্র, আরতো কোন কথায় থাকিনে।

রো। সে কি টোমার সামান্য ওপরাড না আছে? হামাকে টুমি মিঠাই খাইতে কিছু না ডিয়াছ? মজা ডেখিবে। (বন্দীদ্বয়ের প্রতি) ও ইউ বডমায়েস! টুম ডোনো কাহে ইহাঁ এক কাট্টা হুয়া? (প্রহার)

১ম ডাকাতের প্রবেশ।

১ ডা। ঐ ফিরিঙ্গী! কেন তুই ওকে মারবি? (ভয় প্রদর্শন)

রো। হ্যালো! হ্যালো! অঁা টুম্ কোন্ হ্যায়? হামার সঙ্গে বেয়াদবি? জোমাদার! জোমাদার!

১ ডা। মারব ব্যাটার মাথায় এক মুগুর! আবার জমাদারকে ডাকছিস? তোর জমাদার বাবা এখন কোথায়? (নাকের কাছে ঘুঁশি উছিয়ে) ব্যাটাকে মেরে গুঁড় করে ফেলব!

রো। কেঁউ কেঁউ. ক্যা ক্যা হুয়া? টোম টোম লোগ কো হাম কুচ না বোলা? কুচ না বোলা!

১ ডা। ফের কেঁউ কেঁউ কচ্ছিস? (এক চড় পিঠে) (নেপথ্যে) মার শালাকে! মার শালাকে! (সবেগে)

২য় ডাকাতের প্রবেশ।

(অকিঞ্চন ছাড়া সকলে মিলিয়া সাহেবকে নাস্তানাবুদ করিয়া কিল চড় নাথি মারিয়া প্রস্থান এবং সাহেবের ক্রন্দন)

রো। আচ্ছা নিগার. হামি টোমাকে ডেখিবে? টুমি ইণ্টি্রগিং বাঙ্গালী। জমাদারকে পেটিয়ে টোমাকে পচাশ বেট মারিব। (প্রস্থান)

অ। হায়, এ কাহিলের ওপর মার খেলে আর আমি বাঁচব না। পরের পাপে শেষ কি আমার প্রাণটা যাবে। জল তেষ্টায় যে গলা শুকিয়ে উঠল, হায় ভগবান্, আমার কি কেউ নাই যে টাকা দিয়ে খালাস করে নিয়ে যায়? আহা হা হা! প্রিয়ে সুরমে! আর বুঝি তোমার সঙ্গে এ পৃথিবীতে দেখা হল না। হায় দুঃখে দুঃখেই শেষ জীবনটা গেল।

হরি দয়াময়, কোথা ও তুমি? একবার বিপদকালে দেখা দাও। দুর্ব্বল

কাঙ্গাল সন্তানকে রক্ষা কর। নাথ হে বিপদভঞ্জন, চক্ষে যে আঁধার দেখছি। তুমি কি আমায় পরিত্যাগ করলে ?

করযোড়ে স্তব।

জয় বিঘ্নবিনাশন প্রাণপতি।
দুখবারণ নাথ অনাথগতি॥
তুমি দীনসখা করুণানিলয়।
ভয়ভঞ্জন ঈশ্বর প্রেমময়।
যতনে হৃদয়ে ধরি ও চরণ।
নয়নের জলে করি প্রক্ষালন॥
বিপদে হরি হে তব নাম লয়ে।
রব দীন অকিঞ্চন দাস হয়ে।
ধর গো ধর দেব বিপন্ন জনে।
কর শান্তি বিধান বিষণ্ণ মনে।

জয়জয়ন্তী। ঝাঁপতাল।

ওহে হরি কত লীলা দেখাইলে আমারে।
হোক তব ইচ্ছাপূর্ণ বিপদ অন্ধকারে।
লয়েছ সর্ব্বস্ব ধন, দাও এবে শ্রীচরণ,
কাঁদে দীন অকিঞ্চন পড়ে ভব কারাগারে। (প্রণিপাত)

জমাদারের প্রবেশ।

জ। বাবু ওঠো, এস আমার সঙ্গে তোমাকে নিয়ে যাই।

অ। (ভয় ও কাতর ভাবে) কেন জমাদার সাহেব, কোথায় নিয়ে যাবে, আমাকে কি মার্‌বে ? এ দুর্ব্বল শরীরে মার্‌লে আর আমি বাঁচব না। একটু আমার প্রতি দয়া কর।

জ। না, না মার্‌ব না। মেজেষ্টার সাহেব তোমাকে ডাকছেন। তোমার জরিমানার টাকা এক বাবু দিয়েছে, তুমি খালাস পেয়েছ, আর ভয় নাই। আমাকে কিছু মিঠাই খেতে দেবেতো ?

অ। সত্যি না কি জমাদার সাহেব! আহা তবে কি দয়াময় দাসের প্রতি মুখ তুলে চাইলেন ? চল দিকি শুনিগে কি হয়েছে। আ! ঠাকুর, কত প্রকার লীলাই তুমি আমাকে দেখালে! (উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক।

৩য় গর্ভাঙ্ক।

অকিঞ্চনের আশ্রম।

বীরেন্দ্র এবং অকিঞ্চন আসীন।

মকরন্দ ও রামকান্তের প্রবেশ।

রা। (পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া) বাবা বীরেন্দ্র, আমি তোমার কাছে বড় অপরাধী আছি, আর সে সব কিছু মনে রেখ না, এখন আমায় বিদায় দাও, আমি দাদা মশায়ের সঙ্গে বনে চলে যাই। বাবা অকিঞ্চন, তুমি সাধারণ মনুষ্য নও, এখন তা বুঝলাম। সুরমাকে তোমার হস্তে সমর্পণ করে আমি কৃতার্থ হইছি। এখন তোমরা সকলে মিলে আমাকে বিদায় দাও।

ম। বাপু, তোমরা এখন সুখে সংসার ধর্ম্ম পালন কর, আমি রামকান্ত ভায়াকে নিয়ে বনাশ্রমে ফিরে যাই। (অকিঞ্চনকে আলিঙ্গন দান)

সুরমার প্রবেশ।

রা। মা, তুই আমার অপরাধ নিসনে, তোর ভগবানকে এই পাপীষ্ঠ বৃদ্ধ পিতার জন্য দুটো কথা বলিস্। (ব্যাকুল ক্রন্দন) আহা হা, আমি অকারণে তোদের তিন জনকে কতই কষ্ট দিইছি। বাপ অকিঞ্চন, বীরেন্দ্র, তোরা তিন জনেই আমার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করিস। আমিতো ভজন সাধন কিছু জানি না, তোরা ভক্ত সাধু, তোদের কথা তিনি অবশ্য শুনবেন। ওরে তোরা তাঁকে বলিস্ যে ঠাকুর, প্রাচীন পাতকী পাষণ্ড রামকান্তের যেন সদ্গতি হয়। হায় রে, আমি তোদের মত সুসন্তান নিয়ে ঘরকন্না কত্তে পারলাম না। বাবা, তোরা যেখানে থাকিস সেই যে তপোবন। মা সুরমে! সতী লক্ষ্মী, তুই আমার মাথায় পায়ের ধূলো দিয়ে আশীর্ব্বাদ কর। (পিতার পদে সুরমার পতন) তুইতো আমার মেয়ে নোস্, তুই যে স্বয়ং লক্ষ্মী ভগবতীর অংশ। আহা হা! আমি কি দুর্ভাগ্য! (পুত্র কন্যা জামাতাকে আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ এবং তাদের কর্ত্তৃক প্রণাম এবং সকলের রোদন।)

ম। আ মরি মরি! কি অপরূপ দৃশ্যই আজ পৃথিবীতে দেখলাম! আহা ঠাকুর, তুমি বাস্তবিকই সংসারের মধ্যে লীলা খেলা কর। এখানে তোমার জীবন্ত লীলা হয়। (প্রণাম আলিঙ্গন আশীর্ব্বাদ ইত্যাদির সহিত রামকান্ত এবং মকরন্দের বিদায় গ্রহণ।)

বী। ভাই অকিঞ্চন, কেন আজ প্রাণটা এত কেঁদে কেঁদে উঠছে বলত! ভাব যে আর ধরে রাখতে পাচ্ছি না। ভাবের আবেগে বুকের ভেতরটা কেমন যেন কচ্ছে। দয়াময় নানা অবস্থার মধ্যে দিয়ে আবার সেই তিন জনকে শেষ এক জায়গায় কর্‌লেন! যিনি এত বিরোধী ছিলেন, তিনিই শেষ কেঁদে বিদেয় নিলেন! এইতো আশ্চর্য্য অলৌকিক ক্রিয়া। ভাই অকিঞ্চন, তুমি তো অনেক সাধনতত্ত্ব ভজনবিধি জান, আমি কিছুই বুঝিনে; ধ্যান, যোগ, জপ, তপ কত্তে পারিনে, কিন্তু কৃপাময়ের এক বিন্দু কৃপার ধাক্কায় আমার হৃদয় যেন ফেটে যায়। (রোদন) আ! তিনি শোকের অশ্রুকে আনন্দাশ্রুতে পরিণত করলেন! আজ আমি এ কি দেখছি! আমরাই কি সেই তারা! ওরে তোদের ভাবনায় যে আমি এই কয়টা বৎসর খাইনি ঘুমুইনি, ওরে কেঁদে কেঁদে আমার বুকের কলজে ভেঙ্গে গেছে, ঠাকুর, এ কি কোরলে! ওরে আর আমার মুখে কথা সরে না যে! (ভাবে ভোর হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণিপাত।)

অ। ভগবান্ যাদের একত্রিত করেছেন, মানুষ কি তাদের কখন বিচ্ছিন্ন কত্তে পারে? ধন্য! ধন্য! ধন্য! হরি হে ধন্য তুমি!

সু। (করুণস্বরে) তাত হল, দয়াল হরি সবইতো শেষ মিলিয়ে দিলেন; কিন্তু দাদা, তুই কি চিরকাল আমাদেরই জন্যে খেটে খেটে জীবন শেষ করবি? (ক্রন্দন) আমি যে আর তোর স্নেহের ভারবহন কত্তে পারিনে।

বী। সুরমে, আমার এ জীবন আর কোন্ কাজে আস্‌ত বল দেখি। পরের চাকরী করে গুটি কতক টাকা পেলাম, তা দিয়ে অকিঞ্চনকে খালাস করে আন্‌লাম, এ অপেক্ষা আর সৌভাগ্য কি হতে পার্‌তো। আমার খাটুনি সার্থক হল। পৃথিবীতে হরগৌরীর মিলন দেখলাম, সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠা হল, এখন আমার এই অসার জীবনটা এমনি করে তোদের সেবায় কেটে গেলেই বাঁচি।

অ। না ভাই, তা বলে ফাঁকি দিলে চলবে না। তোমাকেও গৃহধর্ম্ম পালন কত্তে হবে। দুটী পরিবার এক সঙ্গে ভগবানের চরণ সেবা করব।

সু। আমিও সেই কথা বলছিলাম। দাদা, তুই যদি ঘরকন্না না করিস, তা হলে আমার আর এ জীবনে সুখ হবে না।

বী। কেন, আমি চাকরী করে তোদের টাকা এনে দেব, আর তোরা যোগ তপস্যা করবি? এই আমার ঘরকন্না। একটা রাক্ষসী স্ত্রী, পুঁজি খানেক ষণ্ডামার্ক অগা ছেলে না থাক্‌লে বুঝি আর ঘরকন্না করা হয় না? তোদের সুখেই আমার সুখ।

অ। আমাদের সুখ তা হলে হচ্ছে কৈ? তোমার সুখের ওপর যে আমাদের সুখ নির্ভর করে। বিশেষতঃ দাম্পত্য প্রেমসাধনে সংসারে যে উচ্চ আধ্যাত্মিক যোগধর্ম্ম লাভ হয় সেটাতো আর উপেক্ষা কত্তে পার না।

বী। তা বটে, কিন্তু তোমাদের মত কয় জন লোকের দাম্পত্য প্রেম ঘটে বল দেখি। তোমরা আত্মায় আত্মায় প্রাণে প্রাণে মিলে দুটাতে এক হয়ে গিয়েছ, ঠিক হয়েছে, আমার ভাগ্যে তা ঘটবেও না, আর সাধারণ লোকের মত আমি সংসারী হতে চাইও না,সে কেবল ভূতের ব্যাগার খাটা।

সু। তা বললে কি চলে! তুই ভেসে ভেসে বেড়াবি, আর আমরা সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর্‌ব, তা ভাল লাগবে কেন?

বী। দেখ্‌ সুরমা, তোরা দুজনে যে এক হলি, এই সুখেই আমার দিন কেটে যাবে। মানুষসম্বন্ধে আমি অভেদবাদী, তোদের সুখ শান্তি প্রেম মিলন, আমার নিজের বলে মনে হয়। তোরা দুজনে গৃহধর্ম্ম পালন কর, আমি দেখে শিখি। যে সংসারে আমি অমর না হই তা নিয়ে আমি কি কর্‌ব? আমার স্নেহ প্রেম ভালবাসা সব তোদের সেবাতেই চরিতার্থ হবে।

অ। আমাদের যেমন হল, তোমাকেওতো তেমনি ভগবান জুটিয়ে দিতে পারেন, তবে নিরাশ হও কেন?

বী। তা হবে না, প্রভু আমাকে স্পষ্ট সে কথা বলে দিয়েছেন। মনের কথা বলব তবে শুনবে? লোকেরা সচরাচর যে ভাবে সংসার ধর্ম্ম করে, তাতে আমার মন যায় না। সতী স্ত্রী, সুপুত্র, সুশীলা কন্যা স্বর্গের দূত, কিন্তু তা পাব কোথা? তোমরা দুটিতে একাত্মা হয়ে হরিচরণে মিশে যাও, তাই দেখে দেখে আমিও সেই সঙ্গে মিশে যাই।

সু। দাদার কথা শুনে সংসার কত্তে যা এক আধটু ইচ্ছা ছিল তাও চলে গেল। এস তবে আমরা গৃহস্থবৈরাগীর ব্রত নিয়ে সংসারে ভগবানের সেবা পূজায় সুখী হই। অসার বিষয় ভোগে আর কাজ নাই।

অ। আহা সুরমে! তোমার মনে যখন এমন মহা বৈরাগ্যের আগুন জ্বলেছে তখন সংসারই আমার স্বর্গ। যোগসিদ্ধি লাভের তরে আর প্রতিবন্ধক কোথায়? আমি যেটী ঠিক ভগবানের কাছে চেয়েছিলাম তাই পেলাম। এমন উচ্চ ভাব তুমি কোথায় শিখলে?

বী। বেশ! বেশ! তোরা দুজনে এমনি করে কথাবাৰ্ত্তা ক, আমি বসে বসে শুনি। (দুজনের পানে একদৃষ্টে চেয়ে অবাক হয়ে শ্রবণ ও হাস্য)

সু। এ ভাব আমি স্বয়ং হরির কাছে শিখিছি। সেই হতভাগ্যের অন্তিমের দুর্দ্দশা দেখে অনেক জ্ঞান লাভ করিছি। পাষণ্ডদলন ভগবান্ সুদর্শন চক্রদ্বারা শত্রু নিপাত করে দাসীর লজ্জা রক্ষা করলেন, এটা আমি প্রত্যক্ষ দেখলাম। আহা, তাঁর গুণের কথা আমি আর বলে উঠতে পারিনে! এত দেখে শুনে আবার কি সংসার মায়ায় ডুবতে পারি?

বী। পুরাণে রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, রামসীতা, নলদময়ন্তী, সাবিত্রী সত্যবানের কথা শোনা ছিল, এখন প্রকৃত দাম্পত্য প্রণয় দেখলাম, কৃতার্থ হলেম, আর আমার কোন বাসনা নাই। (হাস্য)

অ। এই দুইটি আত্মায় যে প্রেমমিলন হল, এইটী একাধারে এখন হওয়া চাই। পুরুষে প্রকৃতি, এবং প্রকৃতিতে পুরুষ, অর্থাৎ ভগবানেতে যেমন পুরুষ প্রকৃতির মিলন আছে, তেমনি সেই দুইটী ভাব একত্রিত হলে তবে পূর্ণ যোগ হবে। প্রত্যেক নর নারীর চরিত্রে এই যুগল প্রকৃতির মিলনকে পূর্ণাবস্থা বলা যায়।

বী। উঃ! এটা যে বড় উচ্চ কথা হল! এযে শাস্ত্রাতীত বেদবাণী! এ ভাবে যারা সংসার করে না তাদের জীবন কি অসার। কিসের জন্য উদ্বাহ সেটা তারা বুঝতেও পারে না। এরূপ কথা হয়তো তারা পাগলের কল্পনা মনে করে। আচ্ছা ভাই, একাধারে সে যোগ কিরূপে হবে?

অ। যোগ মানে দুটিতে এক হওয়া, যোড়া তাড়া নয়, রাসায়নিক মিশ্রন। ভক্তরাজ শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ এবং মহাযোগী ঈশার জীবনে এটি ঘটেছিল। পুরুষের বীরত্ব মহত্ত্ব, আর নারীর মাধুর্য্য কোমলতা এই উভয়ের মিলন না হলে কেহ যোগী হতে পারে না।

বী। তবে ভাই আমায় বিয়ে কত্তে কেন বলছ, এ সবতো আধ্যাত্মিক ব্যাপার, বাইরের ত নয়?

অ। কার্য্য অবশ্য ভেতরে বটে, কিন্তু উপাদান বাইরে।

বী। ঈশা গৌরাঙ্গ বাইরের উপাদানের ওপর কি নির্ভর করেছিলেন ? মহাপ্রভুতো নারীসঙ্গ ত্যাগ করে শেষ বনচারী দণ্ডধারী হলেন।

অ। তা সত্য, কিন্তু তাঁরা ছিলেন নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ, পৃথিবীকে বৈরাগ্য শেখাতে তাঁরা এসেছিলেন। সেই প্রবল বৈরাগ্যের বলে আমরা এখন সংসারে পরিবারমধ্যে বৈরাগ্যধর্ম্ম পালন করতে পারব। মহাপুরুষদের সেই ঘনীভূত বৈরাগ্য সংসারে ছড়িয়ে পড়েছে। তাঁদিগকে ভগবান এই জন্যেই ভবে পাঠিয়েছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা ধর্ম্মের বীজ স্বরূপ। তোমার আমার জীবনের সে উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং স্ত্রীগ্রহণ আমাদের পক্ষে অনুকূল। আমি সুরমার কাছে যা শিখব, তা তোমার আমার নিকট নাই। প্রকৃতির মধ্যে ভগবতী হ্লাদিনী শক্তি বিরাজ কচ্ছেন, সুতরাং এখানে সহজে মাধুর্য্য কোমলতা শিক্ষা হয়।

বী। আচ্ছা পুরুষের পক্ষে যেমন নারী, তেমনি নারীর পক্ষে পুরুষওতো প্রয়োজন ?

অ। অবশ্য, স্ত্রী পুরুষের পরিণয় প্রথার মূল অভিপ্রায়ই এই, যে তারা অর্দ্ধ ছিল পূর্ণ হইল। এই যে সুরমা বীর নারীর ন্যায় আপনাকে আপনি রক্ষা করলে, এত পুরুষোচিত গুণ। কি বল সুরমা ?

সু। সে কি, তা আমি বল্‌তে পারিনে, কিন্তু সেই দুরাত্মা যখন আমার অঙ্গ স্পর্শ কত্তে এসেছিল তখন এক অলৌকিক তেজ আমি অনুভব করেছিলাম। দুষ্ট দুঃশাসনের হাত থেকে ভগবান যেমন দ্রৌপদীকে রক্ষা করেন, ঠিক তেমনি করে তিনি আমায় বাঁচালেন। আহা সে কি এক অদ্ভুত দৈববল !

বী। দুইটি বস্তুর একত্র মিলন কি তবে যোগ নয় ?

অ। না, কেবল মিলনকে যোগ বলা যায় না। এর ভেতর আরও একটু গূঢ় অর্থ আছে। ভগবানের যুগল প্রকৃতির প্রভাব জীবের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে যখন ধেয় ধ্যাতা, সেব্য সেবক উভয়কে এক করে ফেলে, তখনই যথার্থ যোগ নিষ্পন্ন হয়। সে অবস্থা ঠিক যেমন সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু, জ্বলদগ্নিরাশির মধ্যে একটী স্ফুলিঙ্গ। জীব সংজ্ঞাটা কেবল ব্রহ্মশক্তি প্রকাশের আধার মাত্র। সে কেবল অনন্তের আভাস প্রকাশ করে।

বী। হটযোগ, কুম্ভক, প্রাণায়াম ইত্যাদি কি তবে যোগ নয় ?

অ। ও সব রাজসিক ব্যাপার, রজোগুণের কার্য্য। মোহান্ধ জীবেরা

বিভূতি যোগ সাধন দ্বারা নানা ঐশ্বর্য্য প্রদর্শন করে। তাদৃশ যোগসিদ্ধি ব্রহ্মপ্রেমিক সাধুরা প্রার্থনা করেন না। ভগবান হরির ইচ্ছা রুচি ভাব শক্তি জ্ঞান প্রেম যখন ভক্তের চরিত্রে সহজে অবাধে সঞ্চারিত হয় তৎকালকার অবস্থা প্রকৃত যোগাবস্থা। নতুবা তিনি যাচ্ছেন এক পথে, তুমি যাচ্ছ অন্য পথে, পাপ করেও ভগবানের উপর তা আরোপ কচ্ছ, একে কি যোগ বল্‌তে পারি? এত বিয়োগ! চিন্তাযোগ, ভাবযোগ, কর্ম্মযোগ ইচ্ছা ও চরিত্রযোগ সিদ্ধ হলে তিনি আমাতে আমি তাঁহাতে এই ভাবের আবির্ভাব হয়। ঘটে ঘটে হরিলীলা দেখা যায়। তখন সংসার আর স্বর্গে কোন প্রভেদ থাকে না, এক অনন্ত চিদাকাশে চিদাভাস সমস্ত অখণ্ডরূপে প্রতীয়মান হতে থাকে।

বী। সদা সর্ব্বদা কি এরূপ হওয়া সম্ভব?

অ। সিদ্ধাত্মাদের হয়। তাঁরা নিত্যযোগে জীবিত। ভেদজ্ঞান তাঁদের নাই। সচরাচর লোকের কার্য্যবিশেষে যোগ থাকে। ক্রমে সেই যোগ সমস্ত জীবনে পরিব্যাপ্ত হয়ে যখন ভগবৎপ্রকৃতি জীবপ্রকৃতির সহিত মিশে যায় তখন মুক্তি এবং অনন্ত জীবন আরম্ভ হয়।

বী। কাজের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে না দেখলে এ সব কথার অর্থ বুঝা যায় না। কোন্ খানটায় আমি, আর কোন্ খানটায় বা তিনি, দুয়ের প্রভেদ রেখা যোগদৃষ্টিতে বুঝে নিতে হবে। এখানে কোন শাস্ত্র বিধির সাহায্য পাওয়া যাবে না। আহা কি মনোহর দর্শন! (সঙ্গীত)

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ।—আড়া।

তোমার রূপের ছায়া পড়ে যার হৃদিদর্পণে।
দেখে সে যুগলরূপ অপরূপ নিজ জীবনে।
আহা তার কিবা সুকৃতি, পুরুষে মিলে প্রকৃতি,
ধরে সুন্দর প্রকৃতি, যথা দম্পতী মিলনে।
আপনি আপন স্বভাবে, এক হয়ে দুই ভাবে,
গভীর প্রণয়ে ডুবে থাকে সে আনন্দ মনে।
ওহে বিধি প্রজাপতি, তব পদে এই মিনতি,
কর চিরসুখী মোরে আত্মপরিণয় বন্ধনে।”

[যবনিকা পতন।]

চতুর্থ অঙ্ক।

৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

গৃহস্থবৈরাগ্যের ব্রত গ্রহণ সভা। ধর্ম্মবন্ধুগণ আসীন।

কীর্ত্তনারম্ভ।

যুগল মুরতি নেহারিরে, জুড়াইল তৃষিত নয়ন রে।
কিবা চিদঘন নিরাকারে, পুরুষ প্রকৃতি বাস করে রে।
হৃদিকুঞ্জবনে, বসি দুইজনে আনন্দে করে বিহার।
পিতার স্বরূপে জননীর রূপে হইয়াছে একাকার॥

আহা সতী নারীর হৃদয়ে, প্রেম অবতার হয়ে, দেখাইলে জননী মূরতি; আবার জনক স্বভাব ধরি, নর হৃদে অবতরি, বিরচিলে প্রেমের দম্পতী। (এ সংসার মাঝে হে,— দোঁহে মিলাইয়ে,— প্রেমের বন্ধনে।)

দেহি পদপল্লবং যোগিজন দুর্লভং হে প্রাণবল্লভ শরণ্যং; ত্বংহি মম জীবনং ত্বংহি মম ভূষণং ত্বংহি মম ভরসা কেবলং। ত্বংহি মম ভজনং ত্বংহি মম সাধনং ত্বংহি ভবপারকর্ণধারঃ; কাল কলুষগঞ্জন, ভক্তনয়নাঞ্জন, প্রাণমনোরঞ্জন বরেণ্যং।

বৈরাগ্য বেশধারী দম্পতির প্রবেশ।

উপাধ্যায়। "পতিব্রতা পতিগতিঃ পতিপ্রিয়হিতেরতা। যস্য স্যাত্তাদৃশী ভার্য্যা ধন্যঃ স পুরুষো ভুবি।" যে নারী পতিব্রতা ও পতিই যাঁহার গতি এবং যিনি পতির প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা রত, যাঁহার এতাদৃশী ভার্য্যা আছে পৃথিবীতে সেই ব্যক্তিই ধন্য।

উ। হে প্রেমিক দম্পতি! তোমরা ধন্য যে তোমরা জন্মযোগী বৈরাগী হইয়াও লোকশিক্ষার নিমিত্ত এই পবিত্র গার্হস্থ বৈরাগ্য ব্রত গ্রহণে প্রবৃত্ত হইয়াছ। হে যুগলাত্মা, তোমরা বল, ভক্তবৎসল ভগবানের জয়!

দম্পতী। (পুনরুক্তি)

উ। তোমরা স্বর্গবাসী অমরাত্মা সাধু এবং সাধ্বী নারীগণকে এবং উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীকে প্রণাম কর।

দম্পতী। (অবনত হইয়া প্রণাম)

উ। বল, অদ্যকার শুভ বাসরে, সর্ব্বব্যাপী শ্রীহরির পবিত্র সন্নিধানে, নর ও অমরগণকে সাক্ষী করিয়া আমরা চিরবৈরাগ্য ব্রত গ্রহণ করিলাম। সংসারাশ্রমে থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে উভয়ে এক যোগে ভগবানের চরণ সেবা করিব। সর্ব্বভূতে শ্রীহরি এবং সমস্ত প্রাণিকে তাঁহার ভিতরে দেখিব। সাংসারিক সামাজিক এবং গৃহকার্য্যে কেবল একমাত্র গৃহদেবতা বিধাতার মহিমা মহিমান্বিত করিব। অসার অনিত্য সংসারে লোকমিত্র হইয়া কেবল সার নিত্য পরমধন হরিভক্তি উপার্জ্জন করিব। বল, সংসারই আমাদের স্বর্গধাম হউক! সশরীরে আমরা সেই স্বর্গে বাস করি।

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্বা।
বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্যৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সফলং পরস্মৈ
নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥”

এক্ষণে তোমরা আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া সেই অলৌলিক ভুবনমোহন যুগল রূপ যোগনেত্রে অবলোকন কর। একাধারে পিতৃ মাতৃ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া, চিদার্ণবে ডুবিয়া যাও। (দম্পতির যোগে মগ্ন।)

আহা কি স্বর্গীয় দর্শন! সংসার এমন পবিত্র পদার্থ! মরি মরি মরি। সত্য সত্যই এ স্থান শ্রীহরির বিলাসমন্দির। হে নর নারী সকল, তোমরা অসার কুটম্ব ভরণে জীবন ক্ষয় করিও না, এই পুণ্যের সংসারে ভগবানের দাস দাসী হয়ে অমরত্ব প্রাপ্ত হও। পুরুষ প্রকৃতি উভয়ে এক অখণ্ড হয়ে একাধারে যুগলমিলন দর্শন কর।

সঙ্গীত।

মল্লার মিশ্র। একতালা।

“আহা কি সুখের মিলন!
অপরূপ যুগলরূপ প্রিয়দরশন।

এস হে জগতবাসী, কর দরশন; সশরীরে করে দোঁহে স্বর্গ আরোহণ।
যথা দুটি জলবিম্ব নয়নরঞ্জন, ভাসিতে ভাসিতে হয় সাগরে মগন; নর নারী দুইজনে, এক হয়ে প্রাণে প্রাণে, চলিল তেমনি আজ অমর ভবন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।